জনতার মুকুট

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
অম্বিকা নাট্য কোম্পানী ও শ্রীরাধা নাট্য
কোম্পানী কর্তৃক অভিনীত।
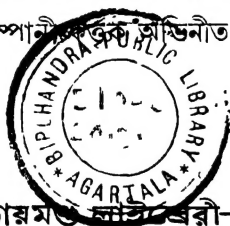
—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
৩৬৮ (১০৫), রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬
হইতে প্রকাশিত।

সন ১৩৩৪ সাল।

প্রথম মুদ্রণ]

মূল্য ৩.৫০ পয়সা

।। প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনিত নূতন নাটক ।।

বাগ্দী ডাকাত বা **রাজবিদ্রোহী**—শ্রীঅনিলকুমার দাসের জন-চিত্তজয়ী কাল্পনিক নাটক। সৌখীন নাট্যসংস্থায় অভিনীত। বাগ্দীর ছেলে সাজলো কেন নরঘাতক দস্যু? তার উদ্দাম গতি শত শত বীর কেন রুখতে পারে না—সমগ্র রাজ্য কেন প্রকম্পিত হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন নাট্যকারের অমর লেখনী। এতে দেখবেন—রাজা মাণিকপীরের স্মরণীয় উদারতা ও অভাবনীয় মহত্ত্ব। কাঞ্চনপুররাজ ভৈরবপ্রসাদের নিষ্ঠুর হৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয়, সেনাপতি দামালের পৈশাচিক মূর্ত্তি, চণ্ডার অপূর্ব্ব প্রভুভক্তি, স্বপ্নার তেজস্বিতা, লক্ষ্মীর শোকাবেগ এবং দুষ্ট নিধনে মেঘার তাণ্ডব ধ্যান। রক্তের স্রোতে প্লাবিত হলো শ্যামল প্রান্তর, অকালে মুছে গেল কত নরনারীর সিঁথির সিঁদুর, বেদনার তপ্ত অশ্রুতে কর্দ্দমাক্ত হলো ধরণীর ধূলো। ঘটনার বৈচিত্র্যে অনবদ্য সংলাপে, অভিনব চরিত্র চিত্রণে বাগ্দী ডাকাত নাট্য-সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। মূল্য তিন টাকা।

সূর্য্যমহল—শ্রীদেবেন নাথ প্রণীত রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক নাটক। মেবারের স্বাধীনতা রক্ষায় যুগে যুগে কত বীর সন্তান আত্মোৎসর্গ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কূট ষড়-যন্ত্রের গরল উদ্গীরণে শাসিতের চক্রে নিপীড়িত হয়েছে মানুষ। সেই মানুষ যেদিন জেগে ওঠে সেদিন সব অন্যায়ের সমূলে বিনাশ হয়। সেদিন সূর্য্যমহলের স্বর্ণশিখরে নতুন অরুণোদয়ের আবির্ভাব। সর্দার দুর্জ্জন সিংহ একদিন করেছিল অন্যায়-ভাবে 'সূর্য্যমহল' দুর্গ অধিকার। সেই পাপের পরিণাম জীবন দিয়েই তাকে পরিশোধ করতে হয়েছিল গোকুল দাসের হাতে। সৌখীন সম্প্রদায়ের উপযুক্ত সার্থক অভিনয়। মূল্য ৩.০০ টাকা।

মা ও ছেলে—শ্রীকানাই লাল নাথ রচিত নাট্যভারতীতে অভিনীত। কাল্পনিক নাটক। সংসারে হাসি কান্নার অংশ নিয়ে অনেকেই জন্মায়। ঠিক তেমনিই জন্মেছিল দরিদ্রের মেয়ে তাপসী আর···রাজকুমার মানবেন্দ্র। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে তারা হতে চলেছিল স্বামী স্ত্রী। কিন্তু বিধাতার ইংগিতে হয়ে গেল মা ও ছেলে। কিন্তু সারা জীবনে, তাপসী কি মানবেন্দ্রকে ছেলে বলে বুকে নিতে পেরেছিল, না মানবেন্দ্র তাপসীকে মা বলে ডেকেছিল—? এই জটিল প্রশ্নের সমাধান হয়েছে, শুকদেব আচার্য্যের উদারতায়, ভীম সর্দ্দারের বীরত্বে, রাঘব রায় গংগু আর করালীর চক্রান্তে এবং দুর্গাবতি ও কমলাকান্তের মহত্বে। আর রাজা ও মানবেন্দ্রের মৃত্যুতে। মূল্য ৩.০০ টাকা।

প্রথম কর্ম্মজীবনের সঙ্গী সু-অভিনেতা

অগ্রজপ্রতিম বন্ধুবর

শ্রীধর্ম্মদাস হাজরা

প্রীতিনিলয়েষু—

বন্ধু,

দিনের শেষে সন্ধ্যা এল, কদিন বা আর বাকি ?

যাবার আগে পরিয়ে গেলাম আমার শেষের রাখী

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে।

ভূমিকা

গৌড়ের সিংহাসনে কৈবর্ত্তরাজ দিব্যের অধিষ্ঠান এ দেশের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। প্রায় একশো বছর ধরে মাৎস্যন্যায় গৌড়বঙ্গকে দুর্দ্দশা'র চরম সীমায় নিয়ে এসেছিল। "যার লাঠি, তার মাটি" এই ছিল সেদিনকার নীতি। পালরাজারা প্রজাদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশার নিষ্ক্রিয় দর্শক ছিলেন। এমনি দিনে মাহিষ্য বিদ্রোহ বাংলাদেশে এক নবযুগের সূচনা করলে। নিপীড়িত প্রজারা এক জোট হয়ে দিব্যের নেতৃত্বে গণতন্ত্রের বুনিয়াদ রচনা করলে। গণশক্তির প্রবল আঘাতে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল রাজতন্ত্রের জীর্ণ ইমারৎ। মহারাজ দ্বিতীয় মহীপাল মৃত্যু বরণ করলেন; দেশের জনতা দিব্যকে বসালে সিংহাসনে।

আজ যখন বাংলা দেশের মাটিতে আবার সেই মাৎস্য-ন্যায় মাথা তুলে মানুষের সুখ শান্তি নিরাপত্তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, তখন গণতন্ত্রের শ্মশানের উপর দাঁড়িয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষ—আবার কামনা কচ্ছে সেই লৌহমানবের আবির্ভাব,—

"যার পায়ের তলায় মূর্চ্ছে তুফান, উর্দ্ধে বিমান ঝড়বাদল।"

ঝুলন যাত্রা
সন ১৩৪৪ সাল।

ইতি—
গ্রন্থকার।

—পরিচয়—

পুরুষ।

নাম			পরিচয়
মহীপাল। শূরপাল। রামপাল।	...	...	বরেন্দ্রভূমির রাজকুমারগণ।
বৌধায়ন	...	...	মহামন্ত্রী।
পিঙ্গলাক্ষ	...	...	নগর পাল।
গবাক্ষ	...	...	ঐ পুত্র।
ঘোষক	...	...	
দিব্য	...	...	সেনাপতি।
মহাভারত	...	...	ঐ পিতা।
ভীম, ভৈরব	...	...	দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ।
সিদ্ধেশ্বর, নকুল	...	...	প্রতিবেশীগণ।

স্ত্রী।

নাম			পরিচয়
বসুন্ধরা	...	...	মহীপালের জননী;
জ্যোতি	...	...	রাজকন্যা।
তরঙ্গিনী	...	...	দিব্যের ভ্রাতৃবধূ।
[illegible]মিনী	...	...	পিঙ্গলাক্ষের স্ত্রী।

অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

শেষ অভিযান—শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসাকের ঐতিহাসিক নাটক। প্রাচীন যুগ থেকে, এই স্বর্ণপ্রসূ হিন্দুস্থানের বুকে বার বার এসেছে সীমান্ত দস্যুর আক্রমণ। লুণ্ঠনে, হত্যায় দেব মন্দির ধ্বংসে এদের পৈশাচিক উল্লাস। এদের অত্যাচারে শুধু সেদিন নয়, আজও ভারত কারণে অকারণে বার বার সীমান্ত দস্যুর দ্বারা উৎপীড়িত। তবু সঙ্কট মুহূর্তে সেই সীমান্ত দস্যুকে অকৃপণ সাহায্য দিতে হিন্দুস্থান কখনো সঙ্কুচিত হয়নি। সীমান্ত দস্যুর প্রতি এই ঔদার্যকে কেউ বলে মহানুভবতা, কেউ বলে মূর্খামি। কি যে সত্য, তার বিচারকর্তা ইতিহাস। যে ইতিহাসের বিচারের হাত থেকে নিস্তার পায়নি বহুদিন আগের এক দিগবিজয়ী বীর—বহুগুণের অধিকারী হয়েও যে ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছে এক নৃশংস 'সীমান্ত দস্যু' নামে। তারই মর্মব্যথা অশ্রুঝরা কাহিনী এই শেষ অভিযান বা সীমান্ত দস্যু। অল্পলোকে যশের সঙ্গে অভিনয় হয়। মূল্য ৩'০০ টাকা।

লাল পাথর—শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষাল প্রণীত কাল্পনিক নাটক। সৃষ্টির আদিকাল থেকে ধর্ম্ম আর স্বাধীনতা নিয়ে মানুষের মধ্যে যে হানাহানি চলে আসছে হিন্দুধর্ম্ম ও তার ঐতিহ্য রক্ষায় শঙ্খগিরির ধার্ম্মিক রাজা অজয় শংকর তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষায় মহা-মানবের জীবন অবসানের জন্য দায়ী কে? এই সব জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাবেন, পড়ুন, অভিনয় করুন। অল্পলোকে সহজে অভিনয় হয়। মূল্য ৩'০০ টাকা।

বৌ-বেগম—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। ভারতের ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায় নাটকে রূপায়িত। নারী আর সিংহাসনের লোভে ভারতের বুকে রক্তের প্লাবন—অশ্রুর বৈতরণী—দুঃখের ঝঞ্ঝা—কান্নার হাহাকার। প্রভুহন্তা জালাল উদ্দিনের সুলতানী গ্রহণ! ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিনের হস্তে অযোধ্যার শাসন ভার অর্পণ। রাজ্যলোভী আলাউদ্দিনের মালব বিজয় ও দেবগিরি লুণ্ঠন। জামাতার হস্তে শ্বশুর আলাউদ্দিনের মৃত্যু, রুকমউদ্দিনের পলায়ন ও গুজরাটে আত্মগোপন! আলাউদ্দিনের সুলতানী লাভ। ছদ্মবেশে আলাউদ্দিনের গুজরাট ভ্রমণ ও কমলাম রূপ দর্শন। তারপরই হলো গুজরাটের পতন। রাজা কর্ণ হলো রাজ্যহারা—হিন্দুর বৌ হলো মুসলমানের বেগম। সৌখীন সম্প্রদায়ের উপযুক্ত নাটক। মূল্য ৩'০০ টাকা।

জনতার মুকুট।

সূচনা।

প্রাসাদের একাংশ।

মহীপালের প্রবেশ।

মহীপাল। সোনার বরেন্দ্রভূমি, এ কী শোচনীয় মূর্ত্তি তোমার! মাঠে শস্যের চিহ্ন নেই, পুকুরে এক ফোঁটা জল নেই, গৃহে-গৃহে মৃত্যুর তাণ্ডব লীলা! তবু দেব পূজা বন্ধ হয় নি, হরি সঙ্কীর্ত্তনে এতটুকু ভাটা পড়ে নি। মানুষ না খেয়ে মচ্ছে, তবু ঠাকুরের প্রাপ্য সে ষোল আনা আদায় কচ্ছে। এরাই ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার যোগ্য!

গীতকণ্ঠে নাগরিক নাগরিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

দোর খোল গো ধ্বনি!
ক্ষুধায় মোদের জঠর জ্বলে, অন্ধকার ধরনী!
মাঠের ফসল পুড়ে গেছে, পুকুরে নাই জল,
ঘরে ঘরে কান্না শুধু ক্ষুধিতের সম্বল,
কড়ির দরে বিকায় মান,
মুখ লুকালো শ্রীভগবান,
সামনে পিছে হায় বাজিছে যমের পদধ্বনি।

১ম না। দুটি ভাত বাবা,—

২য় না। একটু ফ্যান। পাঁচদিন খাই নি বাবা। ক্ষিধেয় পেটের নাড়িভুড়ি জ্বলে যাচ্ছে। দয়া কর।

মহীপাল। দয়া! অসংখ্য জলজ্যান্ত নরনারী কুকুর ছাগলের মত অনাহারে মচ্ছে, তবু কেউ একবার মাথা তুলে বলছে না,—ধনীর ভাণ্ডারে এত খাদ্য থাকতে কেন আমাদের পেটে ভাত নেই, কেন রাজকোষে এত অর্থ থাকতে আমাদের পরণে কাপড় জুটছে না? রাজা গেছেন চালুক্যরাজকে দমন করতে, আর রাজপুরুষেরা তোমাদের টেনে এনেছে মৃত্যুর অর্দ্ধপথে। জনশক্তির বিচার শালায় তাদের সবাইকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, কিসের জন্য সোনার দেশে এই প্রলয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ।

সকলে। আজ্ঞে,—

মহীপাল। আজ্ঞে থাক। চেয়ে দেখ শস্যভাণ্ডারে খাদ্যের পাহাড় জমে আছে। সবাই মিলে লুট করে নিয়ে যাও।

১ম না। রাজদ্রোহ করব?

মহীপাল। মহাপাপ হবে না? তবে মাদল আর খঞ্জন নিয়ে হরিনাম কর গে, বৌদ্ধদের বল ঘটা করে বুদ্ধদেবের নাম কীর্ত্তন করতে। বুদ্ধ আর হরি নেমে এসে তোমাদের পেটে হাত বুলিয়ে দিয়ে যাবে, আর এমনি করে দুহাতে সোনা ছড়িয়ে দেবে। [অর্থ ছড়াইয়া দিলেন; সকলে কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত] ওহে, শোন শোন। বলতে পার, রাজার জন্যে প্রজা, না প্রজার জন্যে রাজা?

১ম না। আজ্ঞে, রাজার জন্যে প্রজা।

মহীপাল। বেরিয়ে যাও কাপুরুষের দল। [কশাঘাত]

শূরপালের প্রবেশ।

শূরপাল। এ কি কচ্ছ দাদা? [নাগরিক নাগরিকাগণের প্রস্থান] ক্ষুধার্ত্ত মরণাপন্ন লোকগুলোকে তুমি কশাঘাত করলে? মরে যাবে যে।

মহীপাল। মরুক। যারা আধমরা হয়ে আছে, তাদের গলা টিপে মেরে ফেললে তাদেরও উপকার হয়, পৃথিবীর ভারও লাঘব হয়।

শূরপাল। এই তুমি বৌদ্ধ? ধিক তোমাকে। ভগবান্ তথাগত তোমার এ নিষ্ঠুর ব্যবহার কখনও ক্ষমা করবেন না।

মহীপাল। নিষ্ঠুর ব্যবহার কোথায় দেখলে? গরীবেরা আছে কিসের জন্যে? ধনীর কশাঘাত সইবার জন্যে নয়? প্রকৃতির রাজ্যে যেদিকে চাইবে, সেই দিকেই শুনতে পাবে এই এক কাহিনী, দুর্ব্বলের জন্ম সবলের পদাঘাত সইতে। দেখতে পাচ্ছ না? গরু, ভ্যাড়া, ছাগল চিরদিনই মানুষের ভক্ষ্য, কিন্তু বাঘসিংহের মাংস কেউ খায় না। এর নাম মাৎস্য ন্যায়। সমগ্র বাংলা দেশ জুড়ে আজ এই মাৎস্য ন্যায়ের অনুশাসন।

শূরপাল। ভগবান্ তোমায় সুমতি দিন।

মহীপাল। ভগবানের সাধ্য নেই আমায় সুমতি দেন। আমি কুমতি নিয়ে জন্মেছি, কুমতি নিয়েই মরব। দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে শূরপাল,—বরেন্দ্রভূমের এত যে দুর্গতি, তবু লোকের মুখে ভগবানের নামটি কিন্তু লেগে আছে। মানুষ না খেয়ে মরলে কি হবে? দেবতার নিত্যভোগ কিন্তু বন্ধ হয় নি।

শূরপাল। তোমার মত মহাপাপী ত সবাই নয়।

মহীপাল। তাই দেখছি বটে।

শূরপাল। বরেন্দ্রভূমের প্রজারা সবাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে দুঃখ দুর্দ্দশা তাঁরই পরীক্ষা।

মহীপাল। পিতা শত্রু দমন করতে বেরিয়ে যাবার পর তোমরা দেশটাকে অস্থিমজ্জায় ধাম্মিক করে তুলেছ দেখছি। এরা প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে পারবে ত?

শূরপাল। যুদ্ধ! ভগবান্ তথাগতের অহিংসার রাজ্যে যুদ্ধের কি প্রয়োজন?

মহীপাল। প্রতিবেশীরা যদি আক্রমণ করে?

শূরপাল। কেন করবে? আমাদের কোন শত্রু নেই।

মহীপাল। শত্রু নেই, অথচ পিতা গেছেন চালুক্যরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কবে তিনি ফিরে আসবেন..বলতে পার শূরপাল?

গীতকণ্ঠে নীলকণ্ঠের প্রবেশ।

নীলকণ্ঠ।—

গীত।

আসবে না আর ফিরে।
ভাসায়ে দিয়েছে জীবন তরণী মরণ সিন্ধুনীরে!

মহীপাল।
শূরপাল। } নীলকণ্ঠ!

নীলকণ্ঠ।— পূর্ব্বগীতাংশ।

অমিত শক্তি সে বাহুতে আর,
ধরিবে না কভু হায় তরবার,
নিভে গেছে দীপ, নিঃস্ব রিক্ত অভাগী বঙ্গজননী!

মহীপাল। } পিতা নেই!
শূরপাল। }
নীলকণ্ঠ।—

পূর্ব্বগীতাংশ।

ঝরে না নয়নে বারিধারা আর,
শুকালো তপনে অতল পাথার,
কোন পাপে হায় রুদ্ধ হল এ আলোকজ্জ্বল সরণী?

মহীপাল। কি সংবাদ এনেছ বল নীলকণ্ঠ।

[নীলকণ্ঠের প্রস্থান।

দিব্যের প্রবেশ।

দিব্য। সংবাদ অশুভ কুমার। পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজ বিগ্রহপাল গুপ্ত শত্রুর বিষাক্ত শরে নিহত।

মহীপাল। নিহত!

দিব্য। বরেন্দ্রভূমির চিরশত্রু চালুক্যরাজকে বন্দী করে নিয়ে আমরা বিজয় গর্ব্বে ফিরে আসছিলাম, তখন কোথা থেকে একটা বিষাক্ত শর ছুটে এসে মহারাজের পৃষ্ঠ ভেদ করলে।

শূরপাল। তারপর?

দিব্য। তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যে চারিদিক থেকে শত্রু সৈন্ত ছুটে এল। লম্ফ দিয়ে আমি মহারাজের অশ্বপৃষ্ঠে উঠে তাঁর পতনোন্মুখ দেহ ধারণ করলাম। তারপর সেই শত্রুবেষ্টনী ভেদ করে কেমন করে আহত মহারাজকে নিয়ে আমি এক বনের ধারে চলে এলাম, আমি নিজেও তা জানি না। বিদায়োন্মুখ সূর্য্যকে শেষ প্রণাম জানিয়ে বরেন্দ্রভূমির বীর সন্তান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মহীপাল। নিভে গেল দিব্য, বরেন্দ্রভূমির ভাস্বর প্রদীপ নিভে গেল? ওঃ—

দিব্য। অশ্রু নয়, ক্রন্দন নয়। আমরা এর চরম প্রতিশোধ নেব।

শূরপাল। পিতার মৃতদেহ নিয়ে এসেছ দিব্য?

দিব্য। উপায় ছিল না কুমার। চারিদিকে শক্রর গুপ্তচর, বিশ্বস্ত অশ্ব আমাদের বনের ধারে পৌছে দিয়ে প্রভুর দিকে সজল চক্ষে চেয়ে চেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। আমি তখন তরবারি দিয়ে, দাঁত দিয়ে নখ দিয়ে বনের মধ্যে মাটি খুঁড়ে প্রভুর মৃতদেহ সমাহিত করলাম।

মহীপাল। অযোগ্য সন্তান আমরা,—পিতার মৃতদেহ সৎকার করবার যোগ্যতা বোধহয় আমাদের ছিল না, তাই নিয়তির এ নিষ্ঠুর বিধান।

শূরপাল। মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতা কি বলে গেছেন দিব্য?

দিব্য। পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজ বিগ্রহ পাল যখন দেখলেন, তাঁর জীবনের আর আশা নেই, তখন এই রাজদণ্ড আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—"তুমি বরেন্দ্র ভূমিতে ফিরে যাও দিব্য। এই রাজদণ্ড মহীপালের হাতে তুলে দিয়ে বলো, আমার অবর্ত্তমানে সে-ই বরেন্দ্রভূমির রাজা।

শূরপাল। বরেন্দ্রভূমির রাজা মহীপাল! আমি তবে কি?

দিব্য। তুমি আমারই মত একজন প্রজা।

শূরপাল। পট্ট মহাদেবীর পুত্র আমি আর রামপাল, আমরা কেউ নই, রাজসিংহাসন অধিকার করবে মহীপাল যে কোনদিন ভুলেও রাজত্বের স্বপ্ন দেখে নি?

দিব্য। মহারাজের এইরূপই আদেশ।

শূরপাল। তুমি মিথ্যাবাদী।

দিব্য। কুমার!

শূরপাল। এ তোমাদের ষড়যন্ত্র। পিতার অন্তিম আদেশ এ নয়। মহীপাল তোমার বন্ধু, তার স্বার্থ রক্ষার জন্য তুমি সত্য গোপন কচ্ছ।

দিব্য। তোমার যেরূপ ইচ্ছা মনে করতে পার, আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। প্রভুর আদেশ আমার কাছে দেবতার বিধান। নাও মহীপাল,—রাজদণ্ড গ্রহণ কর।

মহীপাল। দিব্য, পিতার আকস্মিক মৃত্যু আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে। হিমগিরির চূড়া ভেঙ্গে পড়েছে। শোকের এ অগ্নিতাপের মধ্যে আমাদের কলহ সাজে না। রাজ্য নিয়ে আমি জন্মাইনি, রাজত্বের স্বপ্ন কখনও দেখি নি। পট্টমহাদেবীর পুত্রই সিংহানের উত্তরাধিকারী। তুমি এ রাজদণ্ড শূরপালের হাতে তুলে দাও দিব্য।

দিব্য। তা হয় না মহীপাল। মহারাজের আদেশ আমি প্রাণান্তেও অমান্য করব না।

শূরপাল। এ যদি সত্যই পিতার আদেশ হয়, তাহলে আমি বলব, তিনি মহীপালের নাম উচ্চারণ করেছিলেন।

দিব্য। তা যদি হয়, সে ভুলই আমার কাছে সত্য। গ্রহণ কর মহীপাল।

মহীপাল। পিতার দান শিরোধার্য্য। [রাজদণ্ড গ্রহণ করিল]

দিব্য। জয়ধ্বনি দাও শূরপাল, আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে রাজার জয়ধ্বনি দাও। মনে ক্ষোভ রেখো না কুমার। এস সবাই মিলে রাজার বাহুতে শক্তি সঞ্চার করি, দুর্ভিক্ষ মহামারী অকাল মৃত্যুর

কণ্ঠরোধ করে বরেন্দ্রভূমিকে সৌরভে গৌরবে ভরিয়ে তুলি। জয় মহারাজ মহীপালের জয়, জয় বরেন্দ্রভূমির জয়। [প্রস্থান।

মহীপাল। দুঃখ করো না ভাই। পিতা হয়ত ভ্রমের বশেই রাজদণ্ড আমাকে দান করে গেছেন। দীর্ঘকাল যে অক্ষয় বট আমাদের শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছিল, তাই যখন ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখন তুচ্ছ একখণ্ড মাটি নিয়ে আমাদের বিরোধ করা সাজে না। পিতা যে রাজদণ্ড আমাকে দিয়ে গেছেন, আমি তা তোমা-কেই দান কচ্ছি। গ্রহণ কর।

শূরপাল। শূদ্রাণী পুত্রের দান আমি গ্রহণ করি না।

মহীপাল। অথচ সিংহাসনটা তোমার চাই। আমি ছাড়া কে দেবে তোমায় সিংহাসন?

শূরপাল। তুমি মনে করো না শূদ্রাণী পুত্র যে রাজদণ্ড হাতে পেয়েছ বলেই সিংহাসনে তুমি নিরুপদ্রবে বসে রাজ্যশাসন করতে পারবে। ধর্ম্ম এখনও মরে নি, ভগবান্ এখনও অন্ধ হয়ে যান নি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, পিতার ভুলে যে সিংহাসন তুমি আজ লাভ করেছ, সেই সিংহাসনই যেন তোমার কাল হয়। [প্রস্থান।

মহীপাল। ভগবান্! নির্ব্বীর্য্য কাপুরুষের দল। কলিযুগে ভগবান্ নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে আছেন। এ যুগের জাগ্রত ভগবান্ শুধু বাহুবল। বাংলার নির্য্যাতিত মানুষ এ কথা কি কোনদিন বুঝবে না? কে আছ ঋষি, কে আছ কবি, কে আছ মহামানব, ঘুমন্ত জাতির শিয়রে উদাত্ত কণ্ঠে বল, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

পিঙ্গলাক্ষ ও বৌধায়নের প্রবেশ।

পিঙ্গলাক্ষ। দেখলেন ত মহামন্ত্রি, কাঙ্গালের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে। মহারাজ ভুল করে রাজদণ্ড দিয়ে গেলেন, আর আপনারাও মুখ বুজে মহীপালের শাসন মেনে নিলেন। এখন হল ত? এ লোকটা রাজকার্য্যের জানে কি? আর জানবেই বা কি করে? ওর মা হচ্ছে চাঁড়ালের মেয়ে।

বৌধায়ন। চুপ কর না।

পিঙ্গলাক্ষ। কেন চুপ করব? পিঙ্গলাক্ষ কাউকে ভয় করে না।

বৌধায়ন। তুমি আদার ব্যাপারী, আদা বেচবে; জাহাজের কথায় তোমার দরকার কি? মহীপাল রাজা হক, কি শূরপাল রাজা হক, তুমি যে নগরপাল, যে নগরপালই থাকবে।

পিঙ্গলাক্ষ। তাই বলে এ অন্যায় আমি সহ্য করব? আমি এখানে থাকলে তখনই বাধা দিতাম। এই ব্যক্তি যদি আর এক বছরও সিংহাসনে বসতে পায়, তা হলে এ রাজ্যে মানুষ আর থাকবে না, থাকবে শেয়াল কুকুর।

বৌধায়ন। সেই সঙ্গে তুমিও থাকবে ত?

পিঙ্গলাক্ষ। ক্ষেপেছেন? এই পাষণ্ডের রাজত্বে বাস করবে পিঙ্গলাক্ষ? লোকটা মানীর মান রাখে না; হেসে হেসে কথা কয়,

আর আড়ালে ছুরি শানায়। কৈবর্ত্তের ব্যাটা দিব্য শেষকালে আমাদের একটা জল্লাদের হাতে তুলে দিলে?

বৌধায়ক। সাবধান পিঙ্গলাক্ষ। যা বলবে মনে মনে বল, দেয়ালের ফাটলে ফাটলে মহারাজের কাণ পাতা আছে। ওই যে বুড়ো ভিখারী রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষে কচ্ছে, হয়ত ওই পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজ মহীপাল।

পিঙ্গলাক্ষ। অ্যাঁ!

বৌধায়ন। এই দেখছ, ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যদের অস্ত্রচালনা দেখছেন, খানিকক্ষণ পরেই দেখবে ডোমের সঙ্গে ডোম সেজে শূয়ার চরাচ্ছেন।

পিঙ্গলাক্ষ। সরিয়ে দিন, সরিয়ে দিন। এ অনাচার যদি আমরা চোখ বুজে মেনে নিই, তাহলে ভগবান্ আমাদের ক্ষমা করবেন না।

বৌধায়ন। ভগবানের নাম করলে ত? হয়ে গেল তোমার। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে হয়ত দেখবে,—কাঁধের উপর মাথা নেই।

পিঙ্গলাক্ষ। কি রকম?

বৌধায়ন। নিষ্কর্ম্মার মত বসে বসে যারা ভগবান্ ভগবান করে রাজার কাছে তাদের ক্ষমা নেই। এতক্ষণে খবর হয়ত পৌঁছে গেছে। ওই যে কুকুরটা ছুটে পালিয়ে গেল,—ওই হয়ত মহারাজকে গিয়ে বলেছে যে তুমি কাজকর্ম্ম ছেড়ে ভগবান্ ভগবান্ কচ্ছ।

পিঙ্গলাক্ষ। ভগবান্ আবার কখন বললুম? আমি ত বললুম, ভাগ্যবান্ মহারাজ।

বৌধায়ন। যাও, যে কদিন মাথাটা আছে, মনোযোগ দিয়ে কাজ কর গে। এতদিন যা করেছ, তার হিসেব পত্র তৈরী করে

রাখ। আর প্রজাদের পীড়ন করে প্রণামি আদায়ের অভিসন্ধি ত্যাগ কর।

পিঙ্গলাক্ষ। আপনি ত বলবেনই। জ্ঞাতি শত্রু কি না। সব অনিষ্টের গোড়া আপনি। আমরা এ সব সইব না। আমরা বিদ্রোহ করব।

দিব্যের প্রবেশ।

দিব্য। কে বিদ্রোহ করবে?

পিঙ্গলাক্ষ। এই মহামন্ত্রী আর তুমি; আমিও সঙ্গে থাকব।

বৌধায়ন। তুমি নিজের কথাই বল।

দিব্য। কি কথা পিঙ্গলাক্ষ?

পিঙ্গলাক্ষ। কথাটা হচ্ছে, তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, গুণবান—

দিব্য। বিশেষণ থাক্। তারপর কি?

পিঙ্গলাক্ষ। যদিও তুমি কৈবর্ত্তের ছেলে, তবু তোমার মত বীর বরেন্দ্রভূমিতে কখনও জন্মায় নি, আর জন্মাবার আশাও নেই। স্বর্গে দেবসেনাপতি কার্ত্তিক, আর মর্ত্তে আছ তুমি।

দিব্য। আমারও তাই বিশ্বাস।

পিঙ্গলাক্ষ। বলি, রাজদণ্ডটা কি তোমার হাতে মানাত না? মহারাজ তোমাকে রাজদণ্ড দিয়ে গেলেন, আর তুমি কি না অমনি মহীপালের হাতে তুলে দিলে?

বৌধায়ন। কৈবর্ত্তের বুদ্ধিই মোটা।

দিব্য। শুনলে ত?

পিঙ্গলাক্ষ। বলি সাক্ষী ত কেউ ছিল না। তুমি কেন রাজ দণ্ডটা নিজেই অধিকার করলে না?

দিব্য। অধিকার করলেই কি রক্ষা করা যায়? আমি চাষী কৈবর্ত্তের ছেলে, চাষ করতে জানি, দাঙ্গা করতে জানি, তলোয়ার ধরতে জানি, কিন্তু সিংহাসনে বসতে জানি না।

পিঙ্গলাক্ষ। জান না, আমরা শিখিয়ে দিতুম। এমন দাঁও হাতে পেয়ে কেউ ছেড়ে দেয়?

দিব্য। তোমার মত ভদ্রলোকেরা দেয় না, আমার মত ছোট-লোকেরা দেয়। প্রভুর আদেশ আমার কাছে বেদবাক্য। আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। তোমরা কেউ আমার জন্যে অশ্রুপাত করো না নগরপাল। আমাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেও আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাব।

পিঙ্গলাক্ষ। গেলেই বা। আমরা দুজনে তোমাকে ফের টেনে তুলব।

বৌধায়ন। তুমি একাই টেনে তুলতে পারবে।

দিব্য। আমাকে স্পর্শ করলে স্নান করতে হবে যে।

পিঙ্গলাক্ষ। করতে হয়, স্নান করব। তাই বলে জল্লাদের শাসন আমরা মানব না।

দিব্য। কে জল্লাদ?

বৌধায়ন। মহারাজ মহীপাল।

দিব্য। পিঙ্গলাক্ষ!

পিঙ্গলাক্ষ। দেখতে পাচ্ছ না তুমি? এই সেদিন রাজ্যটা হাতে নিয়েছে, এরই মধ্যে প্রজাদের নাভিশ্বাস উঠেছে।

দিব্য। প্রজাদের নয়, নাভিশ্বাস উঠেছে তোমার মত সাধু পুরুষদের।

বৌধায়ন। উঠবে না? মহারাজ বিগ্রহপালের সময় আমরা দুহাতে

পুকুরচুরি করেছি, আর আজ একটা খানা ডোবাও চুরি করবার জো নেই।

দিব্য। তা নেই সত্য, আর থাকবেও না কোনদিন। যারা সিঁধ কাটত, তাদের হাত কাটা গেছে; যাদের ভয়ে নারীরা পথ চলতে পারত না, তাদের মাথাগুলো মাটিতে গড়াগড়ি গেছে; যারা দেশে দুর্ভিক্ষ নিয়ে এসেছিল, তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে দরিদ্র প্রজাদের বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে যদি কারও অবিশ্বাস উঠে থাকে, সে বেরিয়ে যাক বরেন্দ্রভূমি থেকে।

পিঙ্গলাক্ষ। কিন্তু তুমি যদি রাজা হতে—

দিব্য। থামো। তোমাকে আমি চিনি, কিন্তু তুমি আমাকে চেন না। মহারাজ বিগ্রহ পাল ছিলেন দেবতা, তাই চুরির দায়ে যে ধরা পড়ত, তিনি তার বেতন বৃদ্ধি করে দিতেন। দেবতার সিংহাসন আজ মানুষে অধিকার করেছে। ইট মারলে পাটকেল খেতে হবে, মনে রেখো।

পিঙ্গলাক্ষ। হেঃ-হেঃ। দেখেছেন মহামন্ত্রী, ছোটলোকের ছেলে হলে কি হয়? দিব্য আমাদের বেশ রসিক।

বৌধায়ন। রসিকতার পরিচয় ক্রমে আরও পাবে। একটু সাবধানে চলো।

দিব্য। যাও মহারাজ তোমাকে স্মরণ করেছেন।

পিঙ্গলাক্ষ। আমাকে! কেন বল ত?

বৌধায়ন। কেন বুঝতে পাচ্ছ না? ওই কুকুরটা গিয়ে লাগিয়েছে।

পিঙ্গলাক্ষ। কুকুর লাগায় নি, লাগিয়েছেন আপনি। জ্ঞাতি শত্রু আর কাকে বলে! আমার যদি কোন অনিষ্ট হয়, আমি আপনাকে

আস্ত চিবিয়ে খাব। এই যে,—পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজ মহী—

মহীপালের প্রবেশ।

মহীপাল। থাক থাক; তোমার রাজভক্তির যে অন্ত নেই তা আমি জানি। সেনাপতি দিব্য, অস্ত্রশিক্ষালয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে?

দিব্য। হ্যাঁ মহারাজ। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পাচ্ছি না। কারা অস্ত্রচালনা শিক্ষা করবে?

মহীপাল। রাজধানীতে বিশ বছর থেকে ত্রিশ বছর বয়েসের সুস্থ সমর্থ যত যুবক আছে, ঘোষণা করে দাও, সবাইকে সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে। চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের মত আর যেন কেউ কোন দিন বাংলা দেশ আক্রমণ করতে সাহস না পায়। বাঙ্গালীর বাহুতে সঞ্চারিত হক মত্তহস্তীর বল, বাঙ্গালীর বুকে নেমে আসুক দুর্জ্জয় সাহস, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আবার আসুক বিজয় সিংহ, শশাঙ্ক, ধর্ম্মপাল।

দিব্য। মহারাজ মহানুভব। আমি এখনি ঘোষককে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এত শিক্ষক কোথায় পাবেন?

মহীপাল। আকাশ থেকে ঝরে পড়বে।

বৌধায়ন। অর্থ কে জোগাবে?

মহীপাল। যারা দেশে দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছিল, দশ বছর ধরে পিতার সরলতার সুযোগ নিয়ে যারা পুকুর চুরি করেছে, তারা অর্থ দেবে। যাদের অকালমৃত্যু রোধ করবার জন্য এই রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন, অর্থ তারাও দেবে মহামন্ত্রি। আমি কি অন্যায় কচ্ছি দিব্য?

দিব্য। না মহারাজ। বরেন্দ্রভূমে কোন রাজা যা কল্পনাও করেন নি, আপনি তারই আয়োজন কচ্ছেন। এ দেশের রাজারা চিরদিন নিজেদের কথা, স্বজন পরিজনের কথাই ভেবেছেন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কথা কেউ ভাবেন নি। তারা দান করেছেন, কিন্তু মানুষ করেন নি। আপনি তাদের মানুষ করুন মহারাজ, বাঙ্গালীর ভীরুতার অপবাদ দূর করুন। পৃথিবীর ইতিহাসে আপনার নাম অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে।

[প্রস্থান।

পিঙ্গলাক্ষ। [স্বগত] গুষ্ঠীর মাথা হয়ে থাকবে।

মহীপাল। মহামন্ত্রি বৌধায়ন, যে দেশে মানুষ খেতে পায় না, সে দেশে কেন এত দেবপূজার বিলাস? দুর্ভিক্ষে স্ত্রীপুত্র কন্যা না খেয়ে মরেছে, তবু গৃহ দেবতার ষোড়শোপচার বন্ধ হয় নি, মানুষ যদি উপবাসী থাবে, দেবতাকেও উপবাসী থাকতে হবে। সবার সব ধর্ম্ম আমি সহ্য করব, কিন্তু তার আতিশয্য সহ্য করব না। আপনি নগরময় প্রচার করে দিন, প্রত্যেক বিগ্রহের জন্য বছরে পঞ্চমুদ্রা রাজকর দিতে হবে।

বৌধায়ন। প্রজারা এ আইন মানবে না রাজা।

মহীপাল। যে না মানবে, তার ব্যবস্থা লাঠ্যৌষধি। যে বিগ্রহ রাজকর দেবে না, তারও স্থান হবে রাজপ্রাসাদের আবর্জ্জনা স্তূপে। যান।

বৌধায়ন। যাচ্ছি বাবা। তোমার কথায়ই তোমাকে বলছি, সংস্কার ভাল, কিন্তু তার আতিশয্য ভাল নয়।

[প্রস্থান।

মহীপাল। তুমিই ত রাজধানীর ভাগ্যবিধাতা?

পিঙ্গলাক্ষ। কি যে বলেন মহারাজ? আমি আপনার একজন সামান্য ভৃত্য।

মহীপাল। কত বেতন পাও?

পিঙ্গলাক্ষ। মাত্র দুই শত মুদ্রা; সব দান ধ্যানে ফুরিয়ে যায়।

মহীপাল। আর তুমি স্ত্রী পুত্র নিয়ে বায়ু ভক্ষণ করে জীবন ধারণ কর। কত বছর নগর পালন কচ্ছ?

পিঙ্গলাক্ষ। আজ্ঞে পনর বছর।

মহীপাল। রাজধানীতে কখানা বাড়ী করেছ?

পিঙ্গলাক্ষ। আজ্ঞে—

মহীপাল। ডাকিনীর চরের অর্দ্ধেক জমি তোমারই ত?

পিঙ্গলাক্ষ। আমার কিছুই নেই।

মহীপাল। সব তোমার স্ত্রীর। তাঁর গায়ে যে বিশ হাজার টাকার গহনা দেখলাম, সেও তাঁরই উপার্জ্জিত, না? তিনি কোন্ দেশের নগর পাল?

পিঙ্গলাক্ষ। মহারাজ অত্যন্ত—

মহীপাল। রসিক! কাল রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় বিখ্যাত ডাকাত করালীর ঘরে কি প্রয়োজন ছিল তোমার?

পিঙ্গলাক্ষ। আমি? করালী—

মহীপাল। করালীর কাছে কত মাসোহারা পাও?

পিঙ্গলাক্ষ। এ আপনি কি বলছেন?

মহীপাল। বলছি এই যে আমি স্বর্গের দেবতা বিগ্রহপাল নই, মর্ত্তের মানুষ মহীপাল। কুকুর যদি আমাকে কামড়ায়, আমিও তার মাথায় লাঠি মারতে দেরী করব না। তুমি যদি আমায় এখনও না চিনে থাক, তাহলে চিনে নাও। দয়া মায়া চক্ষুলজ্জার ধার

আমি ধারি না পিঙ্গলাক্ষ, আর মানুষ নাম ধারী পশু যারা, তাদের মাথার দাম আমার কাছে কাণাকড়ি মাত্র। [একখানা কাগজ বাহির করিয়া দিলেন] পড়।

পিঙ্গলাক্ষ। এ কিসের লেখন মহারাজ ?

মহীপাল। তোমার পনর বছরের আয় ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব। তোমার যা সঞ্চয় হওয়ার কথা, তার চেয়ে তোমার সম্পত্তির মূল্য তিনলক্ষ দশ হাজার মুদ্রা বেশী। দশ হাজার তোমার শ্রাদ্ধের জন্য রেখে বাকি তিনলক্ষ মুদ্রা এক বছরের মধ্যে রাজসরকারে জমা দেবে।

পিঙ্গলাক্ষ। মহারাজ !

মহীপাল। তারপর বিদ্রোহ করতে হয় করো।

পিঙ্গলাক্ষ। বিদ্রোহ করব আমি! এ আপনি বলেন কি ? আমার মত রাজভক্ত কর্ম্মচারী এ রাজ্যে আর কেউ নেই মহারাজ। এ সব ওই মহামন্ত্রীর চক্রান্ত! দোহাই মহারাজ, ধনে প্রাণে মারা যাব।

মহীপাল। এক বছর মনে রেখো।

পিঙ্গলাক্ষ। মহারাজ যদি—

মহীপাল। এখন এস।

পিঙ্গলাক্ষ। হা ভগবান্!

মহীপাল। ভগবানকে এর মধ্যে টেনে আনলে আমি তোমায় কশাঘাত করব।

পিঙ্গলাক্ষ। [স্বগত] উচ্ছন্ন যাবে ব্যাটা পাষণ্ড।

[প্রস্থান।

মহীপাল। মানুষ কি কখনও মানুষ হবে না ? জগৎসভায়

বাঙ্গালী কি কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না? দুর্ভিক্ষ যখনই পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে, তখনই বাঙ্গালীরা কেন আগে আগে মরবে? রাজ্যলোভ যারই প্রাণে জেগে উঠবে, কেন সে বাঙ্গলারই মাটিতে হানা দিতে ছুটে আসবে? কার এ অভিশাপ? কোন্ অপরোধে অভিশপ্ত এই বাঙ্গালী জাতি?

জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। দাদা, তোমার জন্যে কি আমি পাগল হয়ে যাব, না মাথা খুঁড়ে মরব?

মহীপাল। কেন দিদি? তুমি মরবে কেন? মরব আমরা। তুমি যে জ্যোতি, তুমি ম্লান হলে রাজপ্রাসাদ যে অন্ধকার হয়ে যাবে।

জ্যোতি। বক্তৃতা রাখ। সূর্য্য পাটে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ? আজ কি তোমার ক্ষিধে পাচ্ছে না?

মহীপাল। ও,—আমি এখনও অনাহারী!

জ্যোতি। তাও তোমার খেয়াল নেই! কেন তুমি অষ্টপ্রহর একা একা রাজ্যময় ছুটোছুটি কর? কোন্ রাজা তোমার মত দিনরাত রাজ্যময় ঘুরে বেড়ায়? প্রাণের ভয়ও কি তোমার নেই? এরই মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে ত তুমি শত্রু করে তুলেছ। কেউ যদি তোমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেয়, তাহলে?

মহীপাল। তাহলে বুঝব যে ঘুমের মানুষ জেগে উঠেছে।

জ্যোতি। কি যে তুমি বল, আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

মহীপাল। আমি নিজেই বুঝি না তুমি কি বুঝবে? সিংহাসন আমার প্রাপ্য ছিল না। সৌভাগ্য আমায় টেনে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। আর সব রাজার মত কানে তুলো দিয়ে কেন

আমি সোনার পালঙ্কে অঙ্গ ঢেলে দিতে পাচ্ছি না বোন? নিশীথ রাত্রে ঘুমে যখন চোখ জড়িয়ে আসে, কেন তখন আমি শুনতে পাই অভিশপ্ত বাঙ্গালীর করুণ ক্রন্দন? কে আমায় জোর করে রাজপথে টেনে নিয়ে যায় দিদি?

জ্যোতি। তুমি এমনি করেই একদিন বেঘোরে মরবে। পিতার দুর্ম্মতি হয়েছিল, তাই তোমার মত একটা উন্মাদকে রাজদণ্ড দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি যদি পিতা হতুম, তোমাকে পাগলা গারদে পূরে দিতুম।

মহীপাল। পাগলা গারদেই ত আমরা আছি দিদি। বাংলা দেশের মত পাগলা গারদ পৃথিবীতে আর কোথায় আছে বল্। স্বর্ণপ্রসূ বাংলার সোনার ফসলে কাকচিলের পেট ভরে, আর বাংলার মানুষ না খেয়ে মরে। বাংলার রাজপথ দিয়ে ভিন্‌দেশীরা বুক ফুলিয়ে চলে, আর বাঙ্গালীর ছেলেরা এক পাশে সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়। পণ্যশালায়, সৈন্যবাহিনীতে, বাণিজ্যে, রাজসরকারে ভিনদেশীরই প্রভুত্ব; আর যাদের দেশ,—তারা কলম-পেশা চিত্রগুপ্তের দল। আমি এই আত্মভোলা উন্মাদের জাতকে পাষাণে আছড়ে মারব।

জ্যোতি। তার আগেই তুমি মরবে।

মহীপাল। তোমার বিয়ে না দিয়ে আমি মরব না।

জ্যোতি। আমার বরও জুটবে না, বিয়েও হবে না। এত বড় বরেন্দ্রভূমিতে তুমি ছাড়া আর সব নারী। তোমাকে যে বাঙ্গালী যুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারবে সে যুবক হক বৃদ্ধ হক—বামুন হক, আর শূদ্র হক, আমার বরমাল্য তারই জন্যে। অতএব এ জন্মে আমার বর জুটল না।

মহীপাল। ভগবান্ তথাগতকে চেপে ধরলেও জুটবে না?

জ্যোতি। না।

মহীপাল। এমন স্বর্গীয় জ্যোতির স্পর্শ কেউ পাবে না? সত্যই তোমার বিবাহ হবে না?

জ্যোতি।—

গীত।

এ জনমে হল না মোর বিয়ে!
জীবনটা মোর ফুরিয়ে গেল পরের বিয়ের শাঁখ বাজিয়ে।
মেঘের ডাকে কাঁপে যারা,
ঝড়বাদলে কেঁদে সারা,
কি হবে সে জ্যান্ত মরার গলায় মালা দিয়ে!
নাই বা ঘুচুক আইবুড়ো নাম,
ঘোমটা মাথায় নাই বা দিলাম,
থাকব ভয়ে ভা'য়ের বোন,—এই পরিচয় নিয়ে।

মহীপাল। না রে পাগলি না, মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহাভারতের গৃহ।

তামাক খাইতে খাইতে মহাভারতের প্রবেশ।

মহা। তারা ব্রহ্মময়ি। ওরে ও ভীম, ভীম,—

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। কি বলছ?

মহা। টানবি না কি, ধর। [হুঁকা বাড়াইয়া দিল]

ভীম। তুমিই ভাল করে টেনে নাও। ও ছাই ভস্ম আবার মানুষে খায়?

মহা। শালার কথা শুনেছ? বলে ছাই ভস্ম! এই ডাবা হুঁকোয় তামাক টেনে কোমরে গামছা বেঁধে আমি যখন মাঠের কাজ করতুম, গাঁয়ের লোক হাঁ করে চেয়ে থাকত। ভাতের কথা মনেও পড়ত না শুধু তামাক হলেই হল। এত জমি জিরেৎ ঘরবাড়ী যা কিছু করেছি—

ভীম। সব এই তামাকের জোরে। তোমার পরিবারও তামাক খেত না কি?

মহা। সে আরও বেশী খেত। আমি ত দিনেরেতে পঞ্চাশ ছিলিমেই চালিয়ে দিই, সে খেত একশো আটবার। তাইতেই ত এতবড় সাংসার ঠিক রেখেছিল। চোর ডাকাত কখনো বাড়ীতে ঢুকতে পারত? যখনই আসত, শুনতে পেত—বুড়ো তামাক টানছে আর নাক ডাকছে। এ ঘরে আমার নাক ডাকা, ও ঘরে তার

নাকডাকা, আমার নাক বলছে,—“জয়”, আর ওর নাক বলছে,— “ক্ষয়”। চোরের পিলে চমকে যেত। তারা বুক্ষময়ি।

ভীম। ডাকছিলে কেন তাই ব'ল।

মহা। অনেকক্ষণ দেখি নি কি না, মনটা হ্যাকোচ্ প্যাকোচ্ কচ্ছিল। বসো, দুটো রসের কথা কই, খানদুই গান গাই।

ভীম। তুমি নিজেই গাও, নিজেই শোন; আমি এখন রাজ-বাড়ী চললুম।

মহা। রাজবাড়ী কেন? খুড়ো হয়েছে সেনাপতি, ভাইপো কি মন্ত্রী হবে না কি?

ভীম। মন্ত্রী নয়, সৈনিক হব।

মহা। তোর গুষ্ঠীর মাথা হবি। খুড়ো এসে ফুঁস মন্তর দিয়ে গেছে বুঝি? শূয়ারকে পই পই করে বারণ করলুম, খবরদার কাস্তে ছেড়ে তলোয়ার ধরিস নি বলছি। বাপ পিতেমোর যা জমিক্ষেতি আছে, তাই নেড়ে চেড়ে খা, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব হবে না। কোন্ দুঃখে তুই পরের চাকরি করবি? কথা শুনলে? কি সব কতকগুলো শক্ত শক্ত কথা বললে, আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না। এখন শুনছি না কি সে ব্যাটা মস্ত লোক হয়েছে।

ভীম। হয়েছে না ত কি? সেনাপতি দিব্যের গুণগানে আজ সমগ্র বরেন্দ্রভূমি মুখরিত। প্রজাদের মুখে মুখে আজ তার জয়গান! ইচ্ছা করলে তোমার ছেলে আজ দেশের রাজা হতে পারত। স্বর্গগত প্রভুর কাছে সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে নি, তাই যে রাজদণ্ড সে নিজেই করায়ত্ত করতে পারত, আর একজনের হাতে তা তুলে দিয়ে নিজে তার দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে। ছেলের গৌরবে তোমার আনন্দ হচ্ছে না দাদু?

মহা। ভয়ঙ্কর আনন্দ হচ্ছে, চোখ ফেটে আনন্দ বেরিয়ে আসছে। বাপ ঠাকুর্দ্দার জমি জায়গা আগাছায় ভরে উঠল, গরু বাছুরগুলো অযত্নে মরে যাবার জোগাড় হয়েছে, খেটে খেটে সোনার পিতিমে বউটার হাড়মাস কালি হয়ে গেল—আর আমার অমন জোয়ান ছেলে গেল কি না পরের চাকরি করতে? আমাদের বংশে কেউ কখনও চাকরি করেছে?

ভীম। তোমাদের বংশে কেউ কখনও এত বড় চাকরি পেয়েছে?

মহা। হাত্তোর বড় চাকরির ক্যাঁথায় আগুন। চাকরির আবার বড় ছোট কি রে? ঘেন্নায় মরে যাই।

ভীম। এত যখন ঘৃণা কর, তখন মাসে মাসে তার মাইনের টাকা হাত পেতে নাও কেন?

মহা। নিয়ে কি আমি খেয়ে ফেলেছি রে শূয়ার? মহাভারত তেমন বাপের ব্যাটা নয় যে ছেলের চাকরির পয়সা খাবে। সে সব মাটির তলায় পোতা আছে, যেদিন গাছ বেরুবে, তুই আর তোর খুড়ো দুজনে মিলে ফল খাস। আমিও খাব না, তোর মাকেও খেতে দেব না।

ভীম। তাহ'লে ওই কথাই রইল, আমি এখন চললুম।

মহা। চললে কি রকম? এতগুলো কথা তাহ'লে কি বললুম?

ভীম। তোমার কথা আমার এক কাণ দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মহা। খবরদার, বাইরে পা বাড়াবি নি বলছি। রাগ করি না বলে মনিব নই? সৈনিক হবে! সে ব্যাটার না হয় মা নেই, কাঁদবারও কেউ নেই। তোর ত মা আছে। সৈনিক হলে যখন তখন কাণ ধরে যুদ্ধে নিয়ে যাবে। কুকুরের মাংস খাওয়াবে, খোলা

মাঠে শুইয়ে রাখবে, মড়া বওয়াবে রে শূয়ার। আর শত্রুরা যদি ঘ্যাচ করে মাথাটা কেটে নেয়, তাহ'লে ত মিটেই গেল।

ভীম। অত মরার ভয় থাকলে দেশের কাজ করা যায় না। ভীরু বলে দেশ বিদেশের লোকেরা আমাদের ব্যঙ্গ করে, আমরা তুর্ব্বল রণবিমুখ বলে দিনের পর দিন প্রতিবেশীরা আমাদের দেশে হানা দেয়। এ অপবাদ দূর করব, বাঙ্গালীকে আমরা গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করব।

মহা। এই রে! এ শূয়ারও ত সে ব্যাটার মত শক্ত শক্ত বুলি আওড়াচ্ছে! কৈবর্ত্তের ব্যাটা ভদ্রলোক হয়েছে হতভাগা? এত লোক থাকতে দেশ উদ্ধারের ভার তোমাদের খুড়ো ভাইপোর উপর পড়েছে, না? কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব।

ভীম। কেন ক্ষিধে বাড়াচ্ছ বল দেখি? মহারাজের আদেশ শোন নি? রাজধানীর বিশ বছর থেকে ত্রিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত সব সমর্থ যুবকদের সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে, যে না দেবে, তার স্থান হবে কারাগারে।

মহা। তোর বিশ বছর বয়স হল কবে রে শূয়ার?

ভীম। কাল হয়েছে। মার কাছে আমার জন্ম তারিখ লেখা আছে।

মহা। চেপে যা না, কেউ ত জানে না।

ভীম। আমি নিজে ত জানি। মিথ্যা আমি বলতে পারব না। ঘোষকের খাতায় আমি নাম লিখিয়ে দিয়েছি।

মহা। দিব্যকে বললেই কেটে দেবে। অবুঝ হয়ো না দাদু। এখানেই থেকে যাও। দেখবে কি মজা! কিচ্ছু তোমায় করতে হবে না। খাবে দাবে ঘুমোবে, আর আমায় রামায়ণ পড়ে শোনাবে।

চমৎকার একটি রাঙা টুকটুকে মেয়ে দেখেছি। তাকে তোমার সঙ্গে ঘুরিয়ে দেব। তুমি দিনরাত শুঁকবে আর চাটবে।

ভীম। তুমি নিজেই তাকে বিয়ে কর, আমার দরকার নেই।

মহা। এ তোমার রাগের কথা।

ভীম। নিজের ছেলে এখনও আইবুড়ো রয়ে গেল, তুমি নাতীর বিয়ে দিচ্ছ।

মহা। আরে সে ব্যাটা বিয়ে না করলে আমি কি করব? কত সুমুন্ধি মেয়ে ঘাড়ে করে এনে সাধাসাধি করলে, হতভাগা একরাশ শক্ত শক্ত কথা বললে, আর তারা ফ্যাল ফেলিয়ে চেয়ে রইল। নইলে এত বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে হয় না? তার ওই এক বুলি,—দেশের মানুষ খেতে পাচ্ছে না, রাজকাজ, যুদ্ধু ফুদ্ধু—ওর মাথা আরও কত কি? যাসনে দাদু, যাসনে। ওরে, আমার বুকটায় হাত দিয়ে দেখ। একটা ছেলে মরে গেল, আর একটা ঘরবাসী হল না। কাকে নিয়ে থাকি বল্।

ভীম। বাধা দিও না দাদু। দেশের ডাক এসেছে। এ ডাক আমি অগ্রাহ্য করতে পারব না।

মহা। যাবিই যদি, আমাকে মেরে রেখে যা, নইলে তোর গুরুর দিব্যি।

তরঙ্গিনীর প্রবেশ।

তরঙ্গিনী। কি হয়েছে বাবা?

মহা। তুমি ত কিছু দেখবে না, কেবল সংসার নিয়েই মেতে রইলে। ছেলেটাকে নিজের কাছে কাছে রেখে যে জাত ব্যবসা শেখাবে, সে বুদ্ধি তোমার হল না; পাঠিয়ে দিলে সে ব্যাটা

দিব্যর কাছে; মানুষ হয়ে তোমার মুখ উজ্জ্বল করবে। হল না মানুষ?

তরঙ্গিনী। কেন কি করেছে?

মহা। তোমার গুণধর দেওর ওকে যুদ্ধ শিখিয়েছে। এখন উনি সৈনিক হতে চললেন। বল্ না শূয়ার, এখন মুখ বুজে আছিস কেন?

ভীম। তোমার বক্তৃতা শেষ হলে ত বলব। মা,—মহারাজ ঘোষণা দিয়েছেন,—রাজধানীর বিশ বছর থেকে ত্রিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত সব যুবকদের সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে।

তরঙ্গিনী। মহারাজের জয় হক। বারে বারে বিদেশীর আক্রমণ থেকে এবার বোধহয় দেশটা রক্ষা পাবে।

মহা। তাই বলে তোমার ছেলে সৈনিক হবে কেন?

তরঙ্গিনী। রাজ্যে বাস করে রাজার আদেশ মানবে না?

ভীম। দাদু বলছে,—আমার নাকি দশ বছর বয়স।

তরঙ্গিনী। তা বললে কি হয় বাবা? কাল ওর বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে।

মহা। তাহলে তুমিও চাও ছেলেটা বেঘোরে মরুক?

তরঙ্গিনী। মরবে কেন বাবা? বাঁচবে। এই কি বেঁচে থাকা বাবা? দিনের পর দিন বিদেশীরা এসে আমাদের বুকে মই দিয়ে আমাদের সর্ব্বস্ব লুট করে চলে যাবে, আর আমরা পিঠে হাত বুলিয়ে শুধু ভগবান্ ভগবান্ করব? কুকুর যদি কামড়াতে আসে, আমাদের ছেলেরা কেন তাদের মাথায় লাঠি মারবে না?

মহা। আরে বাবা, লাঠি মারবার কি লোক নেই?

তরঙ্গিনী। না, নেই। সবাই যদি আপন আপন ছেলেকে ভাল ছেলে লক্ষ্মী ছেলে করে বুকের তলায় লুকিয়ে রাখতে চায়,

তাহ'লে কে ধরবে হাতিয়ার, কে ঘোচাবে বাঙ্গালী জাতির ভীরু অপবাদ, কে রুখবে বিদেশী হানাদারের উপদ্রব?

ভীম। জবাব দাও না, চুপ করে আছ কেন?

মহা। আনন্দে নাচ পাচ্ছে কি না তাই। তারা বৃক্ষময়ি।

তরঙ্গিনী। বাবা, বিপদকে এড়িয়ে যেতে আর যেই চেষ্টা করুক, সেনাপতি দিব্যের ভাইপো তা পারে না। আপনার বড় ছেলের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেছেন? গাঁয়ে যখন ডাকাত পড়েছিল, সেই ত লাঠি ধরে তাদের হটিয়ে দিয়েছিল। ডাকাতের গুলি তার বুকে বিঁধবার আগে পাঁচটা ডাকাতের মাথার খুলি সে ভেঙ্গে দিয়েছিল।

ভীম। আমরাও তাই দেব। তারই জন্যে এই আয়োজন।

তরঙ্গিনী। এদেশে আজ আইন্ বলে আর কিছু নেই। যার লাঠি, তারই মাটি। মহারাজ মহীপাল এই দুঃসহ অবস্থা দূর করতে কোমর বেঁধে লেগেছেন। তার পাশে সেনাপতি দিব্য আর তার ভাইপো যদি না দাঁডায়, কে দাঁড়াবে বাবা?

মহা। ব্যস, হয়ে গেল।

ভীম। আজ তাহলে আসি দাদু। ভাবছ কেন? সাতদিন পরে আবার আসব। তোমার জন্যে বড় তামাক আর ছোট কলকে নিয়ে আসব। আশীর্ব্বাদ কর মা।

তরঙ্গিনী। আশীর্ব্বাদ করি, অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করার আগে যেন তোমার মৃত্যু হয়।

[উভয়ের পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

মহা। এ তুমি করলে কি? ছেলেটাকে মরার আশীর্ব্বাদ করে দিলে?

তরঙ্গিনী। দিলাম। মরতে যারা জানে না, তাদের বাঁচবার অধিকার নেই।

মহা। এমনি করেই তুমি সেদিন আমার বড় ছেলেটাকে ডাকাতের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিলে! দিব্যকেও তুমিই মন্তর দিয়েছ। আজ আবার নিজের ছেলেকেও ক্ষেপিয়ে দিলে? তুমি কি মানুষের মেয়ে, না রাক্ষসের মেয়ে?

তরঙ্গিনী। আমি আপনারই মেয়ে।

শূরপালের প্রবেশ।

শূরপাল। সেনাপতি দিব্যের এই বাড়ী?

মহা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শূরপাল। এত বড় একটা সেনাপতি, তার বাড়ীর এই দশা! দেখে যে বিশ্বাস হয় না। একরাশ টাকা বেতন পায়, তার উপর উপরি পাওনাও ত কম নয়। এত টাকা দিয়ে করে কি?

তরঙ্গিনী। ওই যে আমাদের পুকুর দেখছেন, ওই পুকুরে ছিনি-মিনি খেলে।

শূরপাল। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। লোকটার কি কোনদিন বিষয়বুদ্ধি হবে না?

মহা। হবে আমি মলে। তারা ব্রহ্মময়ি, পার কর মা।

শূরপাল। ইচ্ছে করলে সে যে সোনার পালঙ্কে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকতে পারত। তার মত এত বড় যোদ্ধা এ দেশে কি আর কেউ আছে? তার বাবাকে একবার ডাক দেখি। একটা কথা বলে যাই।

মহা। বল না, আপনি কি বলবে।

শূরপাল। তোমাকে কি বলব? আমি যা বলতে এসেছি, তা চাকর বাকরের কাছে বলা যায় না।

তরঙ্গিনী। বেরিয়ে যান আপনি। আপনার কথা আমরা শুনতে চাই না।

শূরপাল। তোমাদের কে বলতে চাইছে? দিব্যের বাবাকে ডাক।

তরঙ্গিনী। আপনার সামনেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন?

শূরপাল। তুমি সেনাপতির বাবা?

মহা। আপনার আপত্তি আছে? তা, মশাইকে ত চিনি না।

শূরপাল। আমি রাজকুমার শূরপাল।

মহা। রাজকুমার আমার ঘরে! এ কি আশ্চর্য্য! ও বৌমা, একখানা আসন টাসন নিয়ে এস না। ওরে ও ভৈরব, ও গোবর্দ্ধন, রাজকুমার দেখবি আয়। মশায়ের ত দুটো পা আর দুখানা হাত দেখছি। ও বৌমা, রাজকুমারদের কি আমাদের মত দু'হাত দু'পা হয় না কি?

তরঙ্গিনী। তাই হয় বাবা। সংসারে সব মানুষই সমান। সৃষ্টি-কর্ত্তা কাউকে বেশী কিছু দিয়ে পাঠান নি। মানুষে মানুষে ব্যবধান গড়ে তুলি আমরাই।

শূরপাল। তুমি বুঝি দিব্যের ভ্রাতৃবধূ? ছোটলোক হলেও তোমার ত জ্ঞানবুদ্ধি একটু আছে দেখছি। দিব্যকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পার না?

তরঙ্গিনী। কি বোঝাব?

শূরপাল। বোঝাবে এই যে তার মত মূর্খ সংসারে আর কেউ নেই।

মহা। সে ত আমিও বলছি।

শূরপাল। ইচ্ছে করলে সে নিজেই রাজা হতে পারত।

তরঙ্গিনী। রাজা হলে কি তার দুটো হাত দশটা হত?

শূরপাল। তা নাই বা হল। কিন্তু এ কুঁড়েঘর এই অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা ত থাকত না।

তরঙ্গিনী। দুর্দ্দশার কথা কে বললে আপনাকে?

শূরপাল। চোখেই ত দেখছি। মহীপাল যে তাকে স্বর্গে তুলে দেবে কখনও তা মনে করো না। এখনও মুখের কথা খসালে তার বাড়ী ঘর আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে পারি।

তরঙ্গিনী। কি রকম?

শূরপাল। এ দেশে তার মত শক্তিমান পুরুষ কেউ নেই। ইচ্ছে করলে আজই সে মহীপালকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে সিংহাসনে বসাতে পারে। আমি শপথ কচ্ছি, তার সব অপরাধ ক্ষমা করব। তার বেতন দশগুণ বৃদ্ধি করে দেব। আর এত ভূসম্পত্তি তোমাদের দেব যে সাত পুরুষ ধরে তোমরা রাজার হালে জীবনযাপন করতে পারবে।

তরঙ্গিনী। রাজার হালে জীবন যাপন করলে যে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়, আপনিই তার জলন্ত প্রমাণ। মহারাজ মহীপাল না-ই বা হলেন আপনার মায়ের পেটের ভাই। তবু একই পিতার সন্তান। তাঁর বিরুদ্ধে আপনি আমাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে এসেছেন? তাঁর চেয়ে রাজা হবার যোগ্যতা আপনার বেশী? রাজার ছেলে হয়ে কখনও তলোয়ারে হাত দিয়ে দেখেছেন? আপনার পিতা রাজ্যটা যদি আপনার হাতে তুলে দিয়ে যেতেন, তাহলে এতদিন প্রজারা সবাই স্বর্গে চলে যেত।

শূরপাল। কথা শুনবে না তোমরা?

মহা। তা আপনি আমাদের কাছে এয়েছ কেন? যা বলতে হয়, তাকেই বল না কেন?

শূরপাল। বলেছিলাম, সে আমার কথা গ্রাহ্য করলে না। শুনেছি সে পিতৃভক্ত; তোমার কথা নিশ্চয়ই শুনবে। তোমাদের এই দুঃখ দুর্দ্দশা দেখে আমার চোখ ফেটে জল আসছে।

তরঙ্গিনী। চোখ দুটো মুছে ফেলে ঘরে ফিরে যান। কাঁদতে হয়, দেশের অসংখ্য গরীব দুঃখীর জন্যে কাঁদুন, আমাদের জন্যে কাঁদতে হবে না।

মহা। আমাদের কোন দুঃখু নেই, জানলে? ক্ষেতে ধান হয়, পুকুরে মাছ আছে, গরুতে দুধ দেয়। বৌমা নিজের হাতে রাঁধে, মনে হয় রাজভোগ খাচ্ছি। ধনী হলে ডাকাতের ভয়ে ঘুম হবে না। গাঁয়ের লোকেরা খাতির করতে আসবে। কেউ বলবে মশাই, কেউ বলবে বড়কর্ত্তা, মাঠে কাজ করা হবে না, তামাক খেতে পাব না,—দূর দূর, ধনীর চেয়ে গরীব ভাল, রাজভোগের চেয়ে শাক ভাত ভাল। তারা বৃক্ষময়ি, পার কর মা।

[প্রস্থান।

তরঙ্গিনী। যান কুমার, ফিরে যান। বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমিই আপনাকে ধরিয়ে দেব।

শূরপাল। চোপরাও ছোটলোকের বাচ্ছা।

তরঙ্গিনী। ছোটলোকের বাচ্ছা হলেও আপনার মত জানোয়ার নই।

শূরপাল। আচ্ছা, তাহলে জানোয়ারের খাবার জন্য প্রস্তুত থাক।

[প্রস্থান।

তরঙ্গিনী। কুলাঙ্গার।

ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। দাদা কোথায় গেল মা?

তরঙ্গিনী। সৈনিক হতে গেছে বাবা। সেও একদিন তোমার কাকার মত যোদ্ধা হবে।

ভৈরব। আমি সৈনিক হব না মা?

তরঙ্গিনী। নিশ্চয়ই হবে; আর একটু বড় হও। তোমাদের দুজনকেই আমি দেশের নামে উৎসর্গ করেছি। মাৎস্যন্যায় দেশের অস্থি পঞ্জরে ঘুন ধরিয়েছে। যে ঘুমিয়ে থাকে থাক, তোমরা তিন কৈবর্ত্তের ছেলে এই দুঃসহ অবস্থা থেকে দেশটাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যাও। তোমার বাবাকে যারা গুলি করে মেরেছে, সেই সমাজ বিরোধীর দলকে তোমরা নির্ম্মূল করবে। কবে আসবে সে দিন?

ভৈরব। মা,—

তরঙ্গিনী। গাও বাবা সেই গান,—"জাগরে বাঙ্গালী ভাই।"

ভৈরব।— **গীত।**

জাগোরে বাঙ্গালি ভাই!
জানাও বিশ্বে হলেও নিঃস্ব বাঙ্গালীরা মরে নাই।
আসুক বাহুতে মত্ত শক্তি, হুঙ্কারে দে রে হাঁক,
উথলি উঠুক গঙ্গা যমুনা, ধরণীটা ফেটে যাক;
হাতে হাতে ধর হাতিয়ার সব,
বাঙ্গালীরা নয় জীবন্ত শব,
ঘরে পরে যত অরি শত শত, মুহূর্ত্তে হবে ছাই।

তরঙ্গিনী। জাগো, বিজয়সিংহের বাঙ্গালী, শশাঙ্ক ধর্ম্মপালের বাঙ্গলা,—জাগো। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

মহীপালের প্রবেশ।

মহীপাল।—কেউ ত তরবারি নিয়ে ছুটে আসছে না। ঘরে ঘরে দোর বন্ধ করে এরা রাজার কুৎসা কীর্ত্তন কচ্ছে, কিন্তু কেউ মুখের উপর এসে ত বলছে না যে এ অত্যাচার আমরা সইব না। বাঙ্গালী জাতটা কি মরে গেল? কোথায় মানুষ? ওরে এত বড় দেশটায় কি মানুষ নেই?

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

আঁধার ঘরে লুকিয়ে কেন, চাঁদ নেমেছে আঙিনায়।
গোমরা মুখে কেন প্রিয়, সুধার সাগর বয়ে যায়!
কণ্ঠ ভরে পিও মধু,
স্বর্গ হাতে পাবে বঁধু,
সবাই চলে সামনে যদি, তোমার পা কি পিছে ধায়?
দুহাত ভরে দিল বিধি,
পায় নি কেহ পরম নিধি,
ভোগের থালা সামনে রেখে উপোসী কে রয়ে যায়!

মহীপাল। ঠিক বলেছ! সবার যে পথ, সে পথে আমি কেন চলতে পারি না? কে আমায় অন্য পথে তাড়িয়ে নিয়ে যায়? একটা মানুষ দিতে পার? এমন একটা মানুষ যে আমার অশ্রান্ত যাত্রা

শেষ করে দিতে পারে? না-না, তোমরা যাও। [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান। মানুষ নেই একটাও মানুষ নেই।

ঘোষকের প্রবেশ।

ঘোষক। পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজ মহীপালের জয়।

মহীপাল। তারপর কি?

ঘোষক। মহারাজ, স্বর্ণকার নূতন রাজমুকুট প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছে। মহামন্ত্রী জানতে চাইছেন, কবে আপনি মুকুট ধারণের অনুষ্ঠান করতে চান।

মহীপাল। তা ঠিক বলতে পাচ্ছি না। শুভদিন এলেই মুকুট ধারণ করব। মহামন্ত্রীকে বল, মুকুট যেন তিনি সযত্নে রক্ষা করেন, শুভদিনের সঙ্কেত পেলেই আমি চেয়ে নেব।

ঘোষক। পরমেশ্বর পরম—

মহীপাল। থাক থাক, মধু বেশী খেতে নেই। খবর কি তোমার? ঘরে ঘরে ভাল করে ঘোষণা দিয়েছ?

ঘোষক। দিয়েছি মহারাজ। প্রজারা তাদের বিগ্রহের অমর্য্যাদার কথা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা অভিশাপ দিয়েছে, ক্ষত্রিয়েরা আস্ফালন করেছে, আর বৈশ্য শূদ্রের দল ধর্ম্মের দোহাই দিয়েছে। নারীরা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে।

মহীপাল। তোমারও চোখে জল আসছে দেখছি। যুবকেরা দলে দলে সৈন্যদলে যোগ দিতে আসছে?

ঘোষক। কটা যুবক রাজধানীতে আছে মহারাজ? ঘরে ঘরে গিয়ে দেখলাম, শুধু বৃদ্ধ আর নারী যুবক যারা আছে, তারা অধিকাংশই রুগ্ন।

মহীপাল। সেদিন যারা পথে ঘাটে নারীদের দেখে শিষ দিত, কারণে অকারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মজা দেখত,—কোথায় গেল দেশের সে সব সুসন্তানের দল? রাতারাতি সবাই কি বৃদ্ধ হয়ে গেল? না, নারীতে রূপান্তরিত হল? সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যাও, টেনে বার করে নিয়ে এস নারী নামধারী মরদ জানোয়ারদের। কতগুলো নাম তোমার তালিকায় উঠেছে?

ঘোষক। মাত্র দু হাজার।

মহীপাল। মাত্র দু হাজার! যেখানে ত্রিশ হাজার যুবকের ছুটে আসবার কথা, সেখানে তুমি মাত্র দু হাজার নাম সংগ্রহ করে এনেছ?

ঘোষক। অনেকেই রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে মহারাজ।

মহীপাল। তাদের সম্পত্তি সব রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হবে। তুমি যেন আরও কি বলতে চাইছ ঘোষক।

ঘোষক। মহারাজ,—

মহীপাল। নির্ভয়ে বল। কেউ কি তোমায় বাধা দিয়েছে?

ঘোষক। বাধা দেয় নি। তবে রাজভ্রাতা শূরপাল ঘরে ঘরে গিয়ে প্রজাদের সৈন্যদলে যোগ দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদের বুঝিয়েছেন যে এ শুধু হিন্দুদের ধর্ম্মনাশ করার অভিসন্ধি। সৈন্যদলে যারা যোগ দেয়, তাদের নাকি গোমাংস খেতে দেওয়া হয়।

মহীপাল। এরা আবার জাগবে? দুরাশা। যাও ঘোষক, প্রবঞ্চকদের ধরে আনা চাই! যারা অপরকে বাধা দেবে, তাদের হত্যা করবে।

ঘোষক। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য। [প্রস্থানোদ্যোগ]

মহীপাল। ওহে, শোন শোন। আচ্ছা দিব্য কি বলছে?

ঘোষক। সেনাপতি দিব্য অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছেন।

মহীপাল। বিদ্রোহ করবে না কি হে?

ঘোষক। বলেন কি মহারাজ? সেনাপতির মত রাজভক্ত এদেশে আর কেউ নেই।

মহীপাল। আমি ত রাজভক্তি চাই না, দেশভক্তি চাই। দেশ-ব্যাপী এই মাৎস্যন্যায়ের অবসান চাই। বাঙ্গালীর বাহুতে মত্ত মাতঙ্গের শক্তি চাই। একটা মানুষ দিতে পার?

ঘোষক। আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

মহীপাল। আচ্ছা ভাই ঘোষক, তুমি বলতে পার, বীরের হৃদয়ে সবচেয়ে বেশী আঘাত কিসে লাগে?

ঘোষক। জাতির নিন্দা করলে।

মহীপাল। ও—আচ্ছা, তুমি এখন এস। [অভিবাদন করিয়া ঘোষকের প্রস্থান।] মানুষ চাই, মানুষ। কে আছ বীর, কে আছ দেশের দরদী বন্ধু, কাছে এস।

বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসুন্ধরা। মহীপাল,—

মহীপাল। কি মা?

বসুন্ধরা। কবে তুমি রাজা হয়েছ, এখনও অভিষেক হল না, এর অর্থ কি? নূতন রাজমুকুট প্রস্তুত হয়ে এসেছে। কবে তোমার রাজ্যাভিষেক হবে বাবা?

মহীপাল। শুভদিন এলেই হবে মা। রাজা যে হবে তার অভিষেক হবে না? কিন্তু দুর্ভিক্ষে দেশটা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে; এ সময়

অভিষেকের আড়ম্বর করে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করা কি উচিত হবে না? রাজকোষে অর্থ কই? প্রজারা প্রণামি দেবে কোথা থেকে?

বসুন্ধরা। ঘটি বাটি বেচে দেবে।

মহীপাল। ঘটি বাটিই কি আছে মা? ঘরে ঘরে মাটির ভাঁড় আর কলাপাতা। আমি সব দেখে এসেছি।

বসুন্ধরা। অবাক করলে বাবা। প্রজারা কি করে প্রণামি দেবে, এই ভেবে রাজার অভিষেক হবে না? আজ পর্য্যন্ত কোন রাজা ত প্রজার কথা ভাবে নি। তোমার পিতার রাজ্যাভিষেকে দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল।

মহীপাল। তাঁরা ছিলেন ভাগ্যবান্। আমি তোমার দুর্ভাগা সন্তান,—দুর্ভিক্ষের মরুভূমিতে সিংহাসন পেতেছি। তুমি দুঃখ করো না; তোমার আশীর্ব্বাদই আমার অভিষেক।

বসুন্ধরা। তুমি নির্ব্বোধ। অভিষেক না হলে শুধু রাজদণ্ডের জোরে রাজা বলে স্বাকৃতি কেউ পায় না, তুমিও পাবে না।

মহীপাল। কেন মা? কেউ কি বিদ্রোহী হয়েছে?

বসুন্ধরা। বিদ্রোহী তোমার ঘরেই ত আছে। শূরপাল প্রতি মুহূর্ত্তে বিদ্রোহের সুযোগ খুঁজছে।

মহীপাল। সে ত অস্ত্র ধরতেই জানে না।

বসুন্ধরা। নাই বা জানলে। রামপাল ত জানে। প্রজারা অধিকাংশ তাদেরই ভালবাসে, তোমাকে ভালবাসে না।

মহীপাল। কেন, আমার অপরাধ?

বসুন্ধরা। অপরাধ তুমি শূদ্রাণীর ছেলে। তুমি জান না বাবা, শূরপাল আর রামপাল আমার ছায়াও স্পর্শ করে না।

মহীপাল। বেশ ত, তুমিও তাদের ছায়া স্পর্শ করো না।

বসুন্ধরা। কেন তুমি তাদের এখনও রাজপ্রাসাদে রেখেছ? রাজমাতাকে ঘৃণা করে তারা রাজপ্রাসাদে স্থান পাবে, এই কি তুমি চাও?

মহীপাল। আমি যদি তোমায় ঘৃণা করতাম, আমাকে কি তুমি ত্যাগ করতে মা? মনে কর ওরা মাতৃহীন, তুমিই ওদের মা।

বসুন্ধরা। ওরা তোমার জন্যে ছুরি শানাবে, আর তুমি কেবলই ওদের ক্ষমা করবে? এমন মূর্খ আমি পেটে ধরেছিলাম যে আমাকে যারা শূদ্রাণী বলে ব্যঙ্গ করে, তাদের দণ্ড দিতে তোমার হাত ওঠে না?

মহীপাল। ওঠে, কিন্তু মমতা এসে হাতটা চেপে ধরে।

বসুন্ধরা। তোমার মমতা নিয়ে তুমি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাক। আমিই তাদের যমালয়ের পথ দেখিয়ে দেব।

মহীপাল। অমন কাজ করো না মা; প্রজারা ক্ষেপে উঠবে। রাজ্যটা ওদেরই পাবার কথা; সৌভাগ্য আমায় হাত ধরে সিংহাসনে বসিয়ে দিলে। কোন চিন্তা করো না। যা করতে হয়, আমিই করব; তোমাকে কিছু করতে হবে না। ও অভাগাদের মুখ আর তোমায় দেখতে হবে না।

বসুন্ধরা। আর ওই মেয়েটা? কেন তুমি ওকে প্রশ্রয় দাও? কেন সে সব সময় তোমাকে এমনি করে ঘিরে থাকে?

মহীপাল। কদিন আর থাকবে মা? ওর বর আমি ঠিক করেছি। দেখ না, ওকে বিদেয় করে তবে আমার অন্য কাজ। হতভাগী আমাকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করে?

বসুন্ধরা। গলা টিপে ঠাণ্ডা করে দাও।

মহীপাল। তাহলে আবার মন্ত্রী সেনাপতিরা আমার গলা টিপে ধরবে। তার চেয়ে তুমি ওর বিবাহের আয়োজন কর।

জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। দাদা, তোমার ইচ্ছেটা কি? প্রজাদের কি তুমি শান্তিতে থাকতে দেবে না? পাল বংশের কোন রাজা আজ পর্য্যন্ত প্রজাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করে নি। আর তুমি কি না রাজত্বটা হাতে নিয়েই বিগ্রহের মাথাপিছু কর ধার্য্য করেছ? আদেশটা কি শুধু হিন্দুদের জন্যে, না তোমাদের বৌদ্ধদের জন্যেও শুনি?

মহীপাল। সবারই জন্যে।

জ্যোতি। কেন? রাজভাণ্ডারে কি এতই অর্থের অভাব হয়েছে? কত অর্থ চাই তোমার? আমার লক্ষ টাকার গহনা আছে, দরকার থাকে, পুরনারীদের—সবার সব গহনা খুলে নাও।

বসুন্ধরা। তুমি সে জন্যে—

মহীপাল। সেজন্যে আক্ষেপ করো না। যখন প্রয়োজন হবে, তোমাদের সবারই কাছে আমি হাত পেতে দাঁড়াব।

বসুন্ধরা। তাই বলে এমনি করে তুমি রাজাকে—

মহীপাল। এমনি করে রাজাকে আশ্রয় করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও?

বসুন্ধরা। শোন জ্যোতি, আমি তোমাকে স্পষ্ট বলতে চাই—

মহীপাল। যে বিবাহ না করে পুরুষের চলে, মেয়েদের চলে না।

জ্যোতি। সে কথা অনেকবার হয়ে গেছে মা। তুমি আর নূতন করে কি বলবে? সমগ্র বরেন্দ্রভূমিতে আজ পর্য্যন্ত রাজা মহীপাল ছাড়া কোন পুরুষ আমি দেখতে পাচ্ছি না। যদি সে শুভদিন আসে, আমার দাদাকে যদি কেউ যুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারে, তাকেই আমি বরমাল্য দেব।

বসুন্ধরা। সে জন্যে আমার কোন—

মহীপাল। বিধিনিষেধ নেই।

বসুন্ধরা। মহীপাল, তুমি কি এমনি করেই আমার মুখ বন্ধ করে দিতে চাও? চতুষ্পদ জন্তুও নিজের ভাল বোঝে। তুমি কি কোনদিন নিজের ভাল বুঝবে না? এই মেয়েটা—

মহীপাল। এই মেয়েটা না থাকলে কবে আমাকে অপঘাতে মরতে হত। একথা আর কতবার বলবে মা? দেখ ত শূরপাল তোমার ঘরের দিকে যাচ্ছে কেন?

বসুন্ধরা। শূরপাল? সে কেন আমার ঘরে যাবে? কি তার উদ্দেশ্য? আমি এসব ভাল দেখছি না মহীপাল; এখনও সাবধান হও, নইলে তোমার রন্ধ্রগত শনি।

[প্রস্থান।

জ্যোতি। মা তোমায় কি বলতে এসেছিলেন দাদা?

মহীপাল। বলতে এসেছিলেন, যে তোমার বিবাহ যদি এখনও আমি না দিই, তিনিই একদিন জোর করে তোমার হাত আর একজনের হাতে তুলে দেবেন। একবার হাতে হাত মিলিয়ে দিলে আর ত তুমি ফিরতে পারবে না। বরও নাকি তিনি ঠিক করেছেন।

জ্যোতি। বল কি তুমি? জোর করে আমার বিয়ে দেবে?

মহীপাল। যদি ভাল চাও, মার ত্রিসীমানায় আর তুমি যেও না।

জ্যোতি। ও বুড়ীর মুখ আর আমি দেখব? ওর বাপ মার বিসূচিকা হক।

মহীপাল। আর হবার উপায় নেই। তারা এখন স্বর্গে। কিন্তু দুদিন ধরে দিব্যকে দেখছি না কেন? কোথায় গেল বলতে পার?

জ্যোতি। আমি কি করে বলব?

মহীপাল। লোকটা এই আছে, এই নেই। ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। ব্যাপার কি? চোখে নেশা লাগল না কি? কৈবর্ত্তকে বিশ্বাস নেই।

জ্যোতি। কেন তুমি লোকটার জাত তুলে কথা বলছ? কৈবর্ত্ত কি মানুষ নয়? তোমার চেয়ে সে কিসে ছোট? তুমি বৃদ্ধ, আর সে কৈবর্ত্ত।

মহীপাল। তোমার রাগ দেখে মনে হচ্ছে, সে তোমার জাত-ভাই।

জ্যোতি। অন্যায় কথা আমি ভালবাসি না। লোকটা কারও মুখের দিকে চেয়ে কথা বলে না,—আর তুমি বলছ নেশা লেগেছে?

মহীপাল। না লাগাই সম্ভব; কিঞ্চিৎ বয়স হয়েছে ত।

জ্যোতি। বীরের আবার বয়স কি?

মহীপাল। তাহলে অন্ততঃ একজন বীর এদেশে আছে, কী বল?

শূরপালের প্রবেশ।

শূরপাল। এর অর্থ কি দাদা? ঘোষক আমাকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়ে নিতে চায়? এ কার আদেশ?

মহীপাল। আমারি আদেশ। দেশের সুস্থ যুবকদের সবাইকে নিয়ে আমি বাঙ্গালী বাহিনী গড়ে তুলব।

শূরপাল। এ আদেশ কি আমাদের জন্যও?

মহীপাল। সবারই জন্য। রাজভ্রাতা আর দেশের দীনতম প্রজায় কোন ভেদ নেই।

শূরপাল। ওই ছোটলোক জানোয়ারগুলোর সঙ্গে আমাকেও অস্ত্রচালনা শিখতে হবে?

জ্যোতি। শিখলে মান যাবে না মেজদা। মান যায় তখন, যখন বিদেশীরা এসে দেশের সম্পদ্ লুটে নিয়ে যায়, আর তোমাদের মা বোনগুলোর আঁচল ধরে টানে ; বুঝেছ ?

শূরপাল। খুব বুঝেছি। তুই এখানে কেন এসেছিস্?

জ্যোতি। ভাইয়ের কাছে বোন্ আসবে না?

শূরপাল। ভাই! শূদ্রাণীপুত্র আবার ভাই!

জ্যোতি। তোমার মত ভাইকে আমি ছাইয়ের উপর রেখে বলি দিতে পারি, কিন্তু এই শূদ্রাণী পুত্রের মুখে রোদের আঁচ লাগলেও সহ্য করতে পারি না। তালপাতার সেপাই, লজ্জা করে না তোমার? তুমি চাও রাজা হতে? সারাজীবন ধরে বেদ বেদান্ত উপনিষদ পড়েছ, অথচ হাতে একখানা কাটারি ধরতে শেখনি। কুলাঙ্গার! পালবংশের কলঙ্ক!

শূরপাল। বড় ভাইকে তুই এত বড় কথা বলিস্? আমি তোকে অভিশাপ দেব।

জ্যোতি। তবু তলোয়ার ধরবে না। তোমার মত ভীরু বাঙ্গালীরাই জগৎটাকে জানিয়ে দিয়েছে যে বাঙ্গালীর বল হাতে নয়, জিভে।

[প্রস্থান ।

শূরপাল। শোন শূদ্রাণীপুত্র,—

রামপালের প্রবেশ।

রামপাল। ছিঃ মেজদা, তুমি কি পাগল হয়েছ? ভাইকে চোখ রাঙাতে এসে মাকে টেনে আনছ কেন? পিতা স্বর্গ থেকে অভিশাপ দেবেন।

শূরপাল। তাঁর অভিশাপ আমি গ্রাহ্য করি না। তিনিই ত

শূদ্রাণীপুত্রকে রাজদণ্ড দান করে গেছেন। আর তুই হতভাগা এরই জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছিস্।

রামপাল। তুমি রাজা হলে এমনি করে তোমারও জয়ধ্বনি দিতাম। যা বলতে এসেছ, ভদ্রভাবে বল।

শূরপাল। বলব আবার কি? আমি সৈন্যদলে যোগ দেব না।

মহীপাল। না দাও, কারাগারের দোর খোলাই আছে।

শূরপাল। কি? আমাকে তুমি কারারুদ্ধ করবে?

মহীপাল। আইনের চোখে রাজকুমার আর কামার কুমারের একই দাম।

শূরপাল। কিসের আইন? কে করেছে আইন?

মহীপাল। আমি বরেন্দ্রভূমির পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজ মহীপাল।

শূরপাল। মন্ত্রীদের সম্মতি নেই, অমাত্যদের সমর্থন নেই, তোমার মুখের কথাই আইন হয়ে যাবে?

মহীপাল। হ্যাঁ। মন্ত্রীরা মাসোহারা নেবে, অমাত্যরা মর্য্যাদার পরিচ্ছদ পরে সন্তুষ্ট থাকবে।—আইন করব আমি, আমার মুখের কথায় ভিখারী হবে রাজা, আর রাজা হবে ভিখারী। আমিই দেশের ভাগ্যবিধাতা, আমিই পরমেশ্বর।

রামপাল। তোমার হাতেই পালরাজবংশের শ্মশানশয্যা রচিত হবে।

শূরপাল। আমি তোমার আদেশে পদাঘাত করি দস্যু।

মহীপাল। পদাঘাত করবে, তবু অস্ত্রাঘাত করবে না। তাহলে কারাগারই তুমি চাও? ভেবে দেখ যুবক। হয় তরবারি, না হয় শৃঙ্খল,—একটা তোমায় এই মুহূর্ত্তে তুলে নিতে হবে।

[তরবারি ও শৃঙ্খল শূরপালের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন]

শূরপাল। আমায় তুমি শৃঙ্খলিত করতে চাও শূদ্রাণীপুত্র? এত স্পর্দ্ধা তোমার? শক্তির অহঙ্কারে তুমি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়েছ। ধর্ম্ম কি নেই ভেবেছ? ভগবান্ কি ঘুমিয়ে আছে মনে করেছ?

মহীপাল। ধর্ম্ম! ভগবান্! ক্ষত্রিয়ের সন্তান পূজুরী বামুনের অসার বুলি শিখে এসেছ। নিষ্ক্রিয় ভগবদ্ভক্তের স্থান লোকালয়ে নয়, নির্জ্জন অন্ধকারে। যাও, কারাগারে বসে ভগবানের আরাধনা কর গে। [শৃঙ্খলিত করিলেন] সঙ্গে এই তরবারিখানাও দিয়ে দিলাম। ভগবানকে বিশ্রাম দিয়ে যেদিন তরবারির পূজো করতে শিখবে, সেদিন পাবে মুক্তি। যাও, বাইরে কারারক্ষী তোমার অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

শূরপাল। [রামপালকে] জয়ধ্বনি দেবে না? আকাশ ফাটিয়ে জয়ধ্বনি দাও, আর জিভ দিয়ে শূদ্রাণীপুত্রের পদলেহন কর।

[প্রস্থান।

রামপাল। দাদা!

মহীপাল। প্রতিশোধ নেবে? এখানে কেউ নেই। দেখছ ত আমি নিরস্ত্র। যদি সিংহাসন অধিকার করতে চাও, এই তার উপযুক্ত অবসর।

রামপাল। রামপাল গুপ্তঘাতক নয়, রাজদ্রোহীও নয়।

মহীপাল। তবে তোমার চোখে আগুন জ্বলছে কেন?

রামপাল। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, তুমি কি মনে করেছ, তোমার বিচারক কেউ নেই?

মহীপাল। কে আমার বিচারক?

রামপাল। জনশক্তি।

মহীপাল। কোথায় জনশক্তি?

রামপাল। দুদিন পরেই তাকে দেখতে পাবে। তোমার অবর্ণনীয় অত্যাচারে সুপ্ত জনতার ঘুম ভাঙ্গছে। যেদিন সে বিদ্রোহের নিশান তুলে এগিয়ে আসবে, সেদিন তোমার এই ক্ষমতার প্রাসাদ তাসের ঘরের মত ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

মহীপাল। কবে আসবে সে শুভদিন ?

গীতকণ্ঠে গণদেবের প্রবেশ।

গণদেব।—

গীত।

আসিছে নামিয়া ভৈরবে ওই বজ্র দুর্নিবার,
অহঙ্কারের প্রাসাদ তোমার করিবারে চূরমার!
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের চেয়ে অমিত শক্তিমান,
তেত্রিশ কোটি দেবের আয়ুধ সে হাতে বিগুমান,
যুগযুগান্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়া
অচল পাষাণ উঠেছে জাগিয়া,
কে আছে মহীতে প্লাবন রুধিতে জাগ্রত জনতার ?

[প্রস্থান।

মহীপাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রামপাল। হাসির কথা নয় রাজা। এ শক্তিকে তুমি চেন না, চিনতে যেও না; নিজেও মরবে, রাজবংশটাও সমাধি রচনা করবে। তুমি কোন্ ছার ? এ জনশক্তি রাজা রামচন্দ্রকেও পত্নীত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। এ ঘুমন্ত রাক্ষসকে তুমি আর জাগিও না দাদা। কোন রাজা যা কখনও করেনি, তুমি তাই করেছ। বিগ্রহের উপর তুমি কর বসিয়েছ। এখনও সাবধান। রাজা যখন হয়েছ, রাজাই হও দস্যু হয়ো না।

মহীপাল। দস্যুই যদি মনে কর, বুকটা ত পেতে দিয়েছি, হান তরবারি ; তারপর আদর্শ রাজার মত রাজত্ব কর, বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে, দেশের বুকে স্বর্গ নেমে আসবে। [রামপালের কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন]

রামপাল। পিতা যাকে রাজদণ্ড দিয়ে গেছেন, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আমি করব না।

মহীপাল। পাছে অপযশ হয়। বুকের উপর তরবারি হানবে না, পেছন থেকে শরক্ষেপ করবে, কেমন? বিদ্রোহীকে আমি সইতে পারি, কিন্তু গুপ্তঘাতককে আমি কখনও সইব না।

রামপাল। রাজা!

মহীপাল। আজ হতে তোমারও স্থান হবে শূরপালের পার্শ্বে।

রামপাল। কারাগারে! তাই ভাল দাদা, তাই ভাল। চোখের উপর পালরাজবংশের সমাধি আমি দেখতে চাই না। যাবার সময় আবারও আমি বলে যাচ্ছি,—সাবধান, ধ্বংশ তোমার শিয়রে।

[প্রস্থান।

মহীপাল। জাগো, সুপ্ত জনশক্তি, ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠ! জগৎকে দেখিয়ে দাও, বাঙালী কোমল হলেও দুর্ব্বল নয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পিঙ্গলাক্ষের বাড়ী।

পিঙ্গলাক্ষ ও ভামিনীর প্রবেশ।

পিঙ্গলাক্ষ। হয়ে গেল গিন্নী।

ভামিনী। কি হয়ে গেল?

পিঙ্গলাক্ষ। সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। গয়নাগাটি খোল, আরও যেখানে যা আছে, বের কর।

ভামিনী। গয়নাগাটি খুলব কেন? আমি কি বিধবা?

পিঙ্গলাক্ষ। বিধবা হতে আর বেশী দেরী নেই। এখন থেকে অভ্যেস কর। চাই কি আমার শ্রাদ্ধটাও এইবার সেরে নাও, আমি নেমন্তন্নটা খেয়ে যাই।

ভামিনী। মড়া তবু কি আসল কথাটা বলবে?

পিঙ্গলাক্ষ। রাজা কবে তোমাকে দেখতে এসেছিল?

ভামিনী। কি তুমি পাগলের মত বলছ? রাজা আসবে কেন?

পিঙ্গলাক্ষ। কেন আসবে, তা তুমি জান। সে যে বললে, তোমার গায়ে বিশ হাজার-টাকা গহনা দেখে গেছে।

ভামিনী। ওমা, সে ত এক ভিখিরী এসেছিল। গহনাগুলো দেখে শত মুখে সুখ্যাত করলে, আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস

করলে,—কোনটার কি দাম। আমি বললুম,—এ আর তুমি কি দেখছ? এর চেয়ে বেশী গহনা আমার তোলা আছে।

পিঙ্গলাক্ষ। জমি জায়গা বাড়ীঘরের কথাও জিজ্ঞেস করেছে ত? আমি কত বেতন পাই, তা জিজ্ঞেস করে নি?

ভামিনী। জিজ্ঞেস করার আগেই ত আমি বলে দিলুম।

পিঙ্গলাক্ষ। বলে দিলে?

ভামিনী। বলব না? ভয়টা কিসের? আমি কি কারও খাই, না পরি? যে মিছে কথা বলব? পাড়ার পোড়ামুখীরা এসে যখন সম্পত্তির কথা জিজ্ঞেস করে, আমি দশখানা বানিয়ে বলি। মরুক না হিংসেয় জলে পুড়ে।

পিঙ্গলাক্ষ। তোমার মরণ হয় না কেন?

ভামিনী। তুমি আগে মরবে, তবে ত আমি মরব। পোড়া-মুখো মিনসের মরবার নামটি নেই গা? থান কাপড়ের উপর গহনা পরলে কি রকম মানায়, এত আমার দেখতে সাধ,—কিছুতেই কি তা মিটল?

পিঙ্গলাক্ষ। এইবার মিটবে। রাজা কি করেছে জান? পনের বছর ধরে যা কিছু সঞ্চয় করেছি, সব হিসেব নিয়ে গেছে ব্যাটা। এক বছরের মধ্যে তিন লাখ টাকা রাজসরকারে ফিরিয়ে দিতে হবে।

ভামিনী। তিন লাখ।

পিঙ্গলাক্ষ। না দিতে পারলে আমার দু ঠ্যাং ধরে চিরবে।

ভামিনী। পোড়াতে দেবে ত? না, কুকুরকে ধরে দেবে? সে কিন্তু আমার সইবে না।

পিঙ্গলাক্ষ। মস্করা করো না। বাড়ীর দলিলগুলো বের কর, বাড়ীগুলো বিক্রী করতে হবে।

ভামিনী। খবরদার, বাড়ীতে হাত দিও না বল্লছি। কার বাড়ী বিক্রি করবে তুমি? ও সব আমার—।

পিঙ্গলাক্ষ। তোমার!

ভামিনী। মুখ ভেটকে রইলে যে? দলিল পত্তরে কার নাম আছে? তোমার না আমার?

পিঙ্গলাক্ষ। যার নামই থাক। বলি উপার্জ্জন ত আমিই করেছি?

ভামিনী। তা ত করবেই। গাধা মনিবের চিনির বস্তা বয় বলে চিনি কি তার না মনিবের?

পিঙ্গলাক্ষ। আমি তোর গাধা চুলোমুখি?

ভাঁমিনী। মিন্সের ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই গা? সোয়ামী চিরকালই ইস্তিরীর গাধা। বিয়ের সময় আমার মা কি বলেছিল মনে নেই? "হাতে দিলাম মাকু, ভ্যা কর ত বাপু!" তুমি তক্ষুণি "ভ্যা-ভ্যা" করে উটলে না?

পিঙ্গলাক্ষ। তাতে কি এই বোঝায় যে আমার প্রাণ গেলেও আমার সম্পত্তিতে আমিই হাত দিতে পাব না? নিয়ে এস দলিল।

ভামিনী। বিরক্ত করো না, আমার রাগের শরীর।

পিঙ্গলাক্ষ। আরে উনুনমুখি, আমার প্রাণ যাবে যে।

ভামিনী। তোমার ও চোট্টার প্রাণ যাওয়াই ভাল। চুরি করার সময় মনে ছিল না?

পিঙ্গলাক্ষ। তোমাদের জন্মেই ত চুরি করেছি।

ভামিনী। সে সব আমার জানবার দরকার কি? তোমার মত গাড়োলকে যখন আমি বিয়ে করেছি, তখন আমাকে রাণীর হালে তুমি ত রাখবেই। সে জন্মে চুরি কর, কি ডাকাতি কর, আমি তা

দেখতে যাব কেন? তোমাকে আমি সব দিয়ে দিই, আর আমার গবাক্ষ পথে বসুক।

পিঙ্গলাক্ষ। আরে, তোর গবাক্ষকে ত এখুনি কাণ ধরে নিয়ে গিয়ে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করে দেবে।

ভামিনী। কি? আমার ছেলে যাবে ওই সব ছোটলোকের সঙ্গে সৈনিক হতে?

পিঙ্গলাক্ষ। না হলে কারাগারে নিয়ে যাবে, সে খবর রাখ?

ভামিনী। রাখি। ভামিনী না রাখে কোন্ খবর?

পিঙ্গলাক্ষ। ঘোষক আসছে, চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাবে।

ভামিনী। ঘোষক আসুক কি তোষক আসুক, ছেলেকে পেলে ত নিয়ে যাবে।

পিঙ্গলাক্ষ। কি রকম? ছেলেকে বাপের বাড়ী চালান করেছ না কি?

ভামিনী। বালাই ষাট,—ছেলেকে বাপের বাড়ী চালান করব কোন্ দুঃখে? বাপকেই বরং আমার ঘরে নিয়ে এসেছি।

পিঙ্গলাক্ষ। চিতা থেকে তুলে নিয়ে এলে? তোমার বাপ ত দু বছর আগে অক্কা পেয়েছে।

ভামিনী। খবরদার,—যা তা বলো না। তাহলে দলিল ত দেবই না, তোমাকেও আর আমার বাড়ীতে ঢুকতে দেব না।

পিঙ্গলাক্ষ। চুলোমুখি, তোকে আমি কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব। [প্রহারের উদ্যোগ]

বৃদ্ধের বেশে গবাক্ষের প্রবেশ।

গবাক্ষ। আরে তুমি কচ্ছ কি বাবাজি? নিজের স্ত্রীকে প্রহার কচ্ছ? প্রহার করতে হয় পরের স্ত্রীকে।

পিঙ্গলাক্ষ। অ্যাঁ! আরে, এ তুমি কাকে কোত্থেকে জোগাড় করেছ?

গবাক্ষ। এমন অকাল কুষ্মাণ্ডের হাতে আমি মেয়েটাকে তুলে দিয়েছি? তোমার মা তোমাকে আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে মারে নি কেন?

পিঙ্গলাক্ষ। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব ব্যাটাচ্ছেলে।

গবাক্ষ। শোন্ ভামিনী, ছোটলোকের বাচ্ছার কথা শোন্। আমি শ্বশুর বলেই এখনও সহ্য কচ্ছি। আর কেউ হলে হারামজাদাকে এতক্ষণ শুইয়ে দিত.

পিঙ্গলাক্ষ। বেরো শূয়ার আমার বাড়ী থেকে।

গবাক্ষ। তবে রে জামাইয়ের নিকুচি করেছে। [লাঠি তুলিল; পিঙ্গলাক্ষ তাহার গলা টিপিয়া ধরিল]

ভামিনী। হতভাগা মিনসে, ছেলেটাকে মেরে ফেলবে না কি? [পিঙ্গলাক্ষের হাত ছাড়াইয়া দিল]

পিঙ্গলাক্ষ। ছেলে!

ভামিনী। [ভ্যাঙ্গাইয়া] ছেলে! চোখের মাথা খেয়েছ? নিজের ছেলেকে চিনতে পাচ্ছ না? ও যে আমার গবাক্ষ।

ঘোষকের প্রবেশ।

ঘোষক। ভেতরে আসব?

ভামিনী। আর কত ভেতর চাও? এসেই ত পড়েছ।

পিঙ্গলাক্ষ। ঘোষক যে? কি মনে করে?

ঘোষক। আপনার ছেলে কোথায়? গবাক্ষ?

পিঙ্গলাক্ষ। গবাক্ষ? হুঁ—ম [ফোঁপাইয়া উঠিল] সর্ব্বনাশ হয়ে

গেছে ঘোষক। ছেলে গিয়েছিল তার মামার বাড়ী। সেখানে নদীতে স্নান করতে গিয়ে কুমীরের পেটে—ওফ্।

ভামিনী। ও আমার গবাক্ষ রে, ওরে আমার সবেধন নীলমণি, কোথায় গিয়ে নিশ্চিন্দি হলি রে বাবা!

গবাক্ষ। কাঁদিস নি ভামিনি, কাঁদিস নি। ভগবান্ মুখ তুলে চাইলে আবার হবে।

পিঙ্গলাক্ষ। [স্বগত] ব্যাটাচ্ছেলের কথা শুনেছ? [প্রকাশ্যে] ওফ্, বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

ভামিনী। বাবা গো, এ তুমি কি খবর নিয়ে মেয়ের বাড়ী এলে গো? আমি যে আর সইতে পাচ্ছি নে গো বাবা—

গবাক্ষ। না সয়ে করবি কি মা? জামাইয়ের মুখের দিকে চা। বেচারার মুখখানা শোকে দুঃখে শেয়ালের মত হয়ে গেছে।

পিঙ্গলাক্ষ। [স্বগত] হারামজাদার কথা শোন?

ভামিনী। ওরে আমার—

গবাক্ষ। চুপ কর্ ভামিনী। যে মরে সেই বাঁচে। বাবাজীর গান শুনিস নি? [সুরে] "হরি দিন ত গেল, সন্ধ্যে হ'ল পার কর আমারে।"

ঘোষক। কবে মরেছে আপনার ছেলে?

পিঙ্গলাক্ষ। } কাল।
ভামিনী। } পরশু।
গবাক্ষ। } তরশু।

ঘোষক। একটা লোক তিনদিন ধরে মরে গেল?

পিঙ্গলাক্ষ। কথাটা তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ঘোষক। তরশু কুমীরে ঠ্যাং দুটো কেটে নিয়ে গেল,—

ভামিনী। পরশু অজ্ঞান হয়ে গেল,—

গবাক্ষ। কাল মারা গেল।

ঘোষক। আর আজ মড়াকান্না স্নুরু করে দিলে।

পিঙ্গলাক্ষ। } ওরে গবাক্ষ রে, কোন্ পাপে তুই অকালে চলে
ভামিনী। } গেলি রে বাবা—

ঘোষক। [গবাক্ষকে] তুমি লোকটা কে?

পিঙ্গলাক্ষ। আমার শ্বশুর।

ঘোষক। দু বছর আগে না আপনার স্ত্রী বাপের শ্রাদ্ধ করলে? কটা বাপ আপনার?

ভামিনী। যা তা বলবেন না।

গবাক্ষ। আমার মেয়ের রাগের শরীর

ঘোষক। আমারও অনুরাগের শরীর নয়। শ্রাদ্ধের পর লোকটা কি চিতা থেকে উঠে এল?

গবাক্ষ। মশায় বড় রসিক লোক।

পিঙ্গলাক্ষ। তুমি জান না ঘোষক, আমার শ্বশুর বাড়ীর দেশে লোকে বেঁচে থাকতেই শ্রাদ্ধ করে যায়।

ভামিনী। মরে গেলে আর শ্রাদ্ধ হয় না।

ঘোষক। শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেতে এসে আপনার মাকে ত বিধবার সাজে দেখে গিয়েছিলাম।

গবাক্ষ। এখন সে বেঁচে থাকলে সধবার সাজে দেখতে।

ঘোষক। বটে? মশায়ের নামটি কি?

গবাক্ষ। আমার নাম গব্—

ভামিনী। গবুচন্দ্র রায়।

ঘোষক। আর বাপের নাম হবুচন্দ্র রায়। বাড়ী কোথায়?

গবাক্ষ। বাড়ী? ও ভামিনি, বাড়ীর কথা বলছে যে।

ভামিনী। বলছে,—বলে দাও না। যেমন মুখ্যু বাপ, তেমনি তার ব্যাটা।

পিঙ্গলাক্ষ। বাপের নিন্দে করিস নি বলছি।

ভামিনী। কি? আবার আমাকে চোখ রাঙানি? জারি জুরি সব বের করে দেব।

পিঙ্গলাক্ষ। জারি জুরি আমার? আমার গর্দ্দান যাচ্ছে, সে দিকে হুঁস নেই, যত মায়া ছেলের জন্যে চুলোমুখি? আমি তোদের মা-ব্যাটা, থুড়ি বাপবেটী, দুটোকেই একসঙ্গে পুঁতে ফেলব।

গবাক্ষ। আরে ও বাবাজি, ও ভামিনি, কি রকম কচ্ছে দেখ। আমি তাহলে বাড়ী চললুম!

ঘোষক। বাড়ী নয়, যমের বাড়ী চল। [গবাক্ষের দাডি ধরিয়া টান মারিল, গবাক্ষ দাড়ি টানিয়া ধরিল]

গবাক্ষ। আরে, ও ভামি—মা, টানে যে। ও বাবা—জি, তুমি যে কিছু বলছ না?

পিঙ্গলাক্ষ। নিয়ে যাও ঘোষক। আমি কিচ্ছু বলব না। বাড়ী-ঘর স্ত্রী পুত্র সব মায়া! পার ত ছেলের সঙ্গে ওর মাকেও নিয়ে যাও।

ঘোষক। চল, ঘানি টানবে চল।

গবাক্ষ। ও মা,—

ভামিনী। ছেড়ে দিন কোটাল মশাই। ও আমার ননীর পুতুল, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। ওর এখনও বিশ বছর হয় নি। এই সবে পনেরো হয়েছে। ওকে ছেড়ে দিয়ে ওর বাপ শূয়ারকে নিয়ে যান।

ঘোষক। সে ব্যবস্থা মহারাজই করবেন। চল,—

গবাক্ষ। ও মা, আরে নিয়ে গেল যে। যুদ্ধে গেলে আমি মরে যাব। ও বাবা, ও মা,—তুত্তোর বাপ মায়ের নিকুচি করেছে।

[ঘোষক সহ প্রস্থান।

ভামিনী। হতভাগা মিনসে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে, তবু ছেলের হাতখানা টেনে ধরতে পারলে না? আমার ওই ননীর পুতুলকে যুদ্ধে নিয়ে গেলে ও কি একদিনও বাঁচবে?

পিঙ্গলাক্ষ। অমন সোনার চাঁদ ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। তুমি এখন দলিল বার কর।

ভামিনী। বেরোও আমার ঘর থেকে ছোটলোকের বাচ্চা ছোটলোক।

পিঙ্গলাক্ষ। চুলোমুখীকে আমি—

ভামিনী। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।

পিঙ্গলাক্ষ। যাচ্ছি ত বললুম। যত সব—

[প্রস্থান।

ভামিনী। এমন সোয়ামীর ঘর করার চেয়ে বিধবা হওয়া অনেক ভাল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহাভারতের গৃহ।

মহাভারতের প্রবেশ।

মহা। যা যাঃ, ভারি আমার কুটুম! তোর জন্যে আমার খাওয়া শোওয়া ঘুচে গেছে! দেখে যা না শূয়ার। আগে এক থালা ভাত খেতুম, এখন দু থালায় কুলোয় না। আগে মাঝরাতে ঘুমোতুম, এখন সন্ধ্যেবেলায় মরি, আর রোদ উঠলে বেঁচে উঠি। তোর কথা আমার মনেও পড়ে না। পাজি, নচ্ছার, অখাদ্য শালা।

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব।—

গীত।

কোন্ দুঃখে তুই চলে গেলি নীলমনি রে মথুরায়?
যশোদা আর ব্রজরাজের আঁখিতে জল না ফুরায়!

মহা। তুমি বেয়াই আবার কোত্থেকে এলে?

বৈষ্ণব।— **পূর্ব্ব-গীতাংশ।**

কি স্বর্গ তুই পেলি হাতে,
কি মধু হায় রাজার ভাতে,
গোপিনীদের ক্ষীর ননী সব দেবতাদের মন ভুলায়।

মহা। যাও যাও, খুব হয়েছে।

বৈষ্ণব।—

পূর্ব্ব-গীতাংশ।

নাই ত সেথা যশোদা মা,
আছে অরি কংস মামা
বুক চিরে কে দেবে সুধা ও অভাগা শ্যামরায়?

মহা। আহা হা, যশোদা মা'র কথা আর বলো না। সেই ত আরও এগিয়ে দিলে। রাক্ষুসী রাক্ষুসী। ছোটটাকেই কি রাখবে না কি? দুধের দাঁত শক্ত হক, তলোয়ার হাতে দিয়ে বার করে দেবে।

বৈষ্ণব। কাঙালের ঘোড়া রোগ। কৈবর্ত্তের ব্যাটা রাজা হবে।

মহা। হবে না ত কি? সেদিনই ত হয়ে গেছল,—ইচ্ছে করে হল না তাই। কৈবর্ত্ত তোমার গায়ে লাগল না। কৈবর্ত্তের ছেলে এ রাজ্যের সেনাপতি হয়েছে, সে খেয়াল আছে তোমার? এর পর একদিন দুম করে রাজা হয়ে বসবে।

বৈষ্ণব। বসুক। ছোটলোকের ছেলে রাজা হলে দেখেও সুখ। দাও ভিক্ষে দাও। যাবার সময় আবার চান করতে হবে।

মহা। দেব না ভিক্ষে, ভাগো।

বৈষ্ণব। আচ্ছা, তাহলে আসি। তুমি যেদিন রাজার বাবা হবে, সেদিন এসে ভিক্ষে নিয়ে যাব। ধনে পুত্রে সর্ব্বনাশ হক।

[প্রস্থান।

মহা। চাষীর ছেলে চাষী হবে, তা নয়, হল কি না সৈনিক। এ খোঁচা মারবে, ও মাথায় কোপ মারবে, সে পিঠে তীর মারবে, তা হলেই ত হয়ে গেল। নিজে ত গেলই, ভাইপোটাকে পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। চারদিকে শত্তুর, কে কোন্‌খান থেকে কি করে বসবে, আর মাথাটা ধড় থেকে খসে পড়বে। তারা ব্রহ্মময়ি মা।

ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। বৃক্ষময়ি নয়, ব্রহ্মময়ী।

মহা। যা যাঃ, ফাজলামো করতে হবে না। কোন বেয়াইকে আমি চাই নে, সব শত্তুর।

ভৈরব। আমি তোমার শত্রু?

মহা। তুই শত্তুর, তোর মা শত্তুর; তোর দাদাটা যে ছিল, সে সব চেয়ে বড় শত্তুর। বদমায়েসকে বললুম,—কিচ্ছু তোর করতে হবে না। নাঙ্গল ধরব আমি, ফসল কাটব আমি, তুই শুধু বোয়ের কাছে বসে থাকবি। কথা শুনলে? দর্প করে বেরিয়ে গেল। কি হয়েছে কে জানে? কোথায় যুদ্ধে গেছে আর চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে গিয়ে হয়ত ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে। নিক, আমি তাবলে নিঃশ্বেষ ফেলছি না।

ভৈরব। কেন তুমি ভাবছ দাদু? কাকা বলেছে, দেশের কাজ করতে গিয়ে মরাও সুখ।

মহা। তুই ও যা না শূয়ার। মর গে যা। বদমায়েস বিচ্ছু কোথাকার। এই বিচ্ছুটাই বড় শূয়ারকে তাড়িয়েছে।

ভৈরব। আমি তাড়িয়েছি বুড়ো?

মহা। তাড়াস নি? আমি কিছু জানি নে? তুইই ত সেদিন তার হাত কামড়ে দিয়েছিলি। সেই তরে সে অভিমান করে চলে গেছে।

ভৈরব। তোমার মাথা করেছে।

মহা। তারা বৃক্ষময়ি।

ভৈরব। রাগে তোমার বৃক্ষময়ি। আমি মাকে গিয়ে বলছি যে তুমি আমায় মরার শাপ দিয়েছ।

মহা। যা না। ভারী তোর মা। তাকে আমি ভয় করি? পাগলের বেহদ্দ। ওর বাপ ছিল পাগল, মার ছিল মাথা খারাপ। ওর ও মাথার রগ ঢিলে। খবরদার যাস নি বলছি। বলছি আর বলব না, তবু উপ্‌সে উঠ্‌ছে।

ভৈরব। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন দাদু? মা এখন ঘরে নেই।

মহা। ঘরে নেই! কোথায় গেছে তোর মা?

ভৈরব। তা বুঝি জান না? তুমি ত সকালে মাঠে চলে গেলে। তারপরই রাজবাড়ী থেকে চার জন লোক এল।

মহা। রাজবাড়ী থেকে? কেন? কেন? তোর দাদার কোন ভালমন্দ হয় নি ত? তোর কাকার মাথায় কেউ কোপ বসিয়ে দেয় নি ত? আমি তখনি জানি, একটা কিছু অঘটন না হলে তোর মার শিক্ষা হবে না। খা, এখন ভাল করে খা।

ভৈরব। কথাটা আগে শোন না। রাজপুরুষেরা এসে বললে,—

মহা। যে ভীমের হয়ে গেছে, আর দিব্যর প্রাণটা ধুকপুক কচ্ছে। বলে যা শূয়ার।

ভৈরব। রাজপুরুষেরা এসে বললে,—তোমাদের বাড়ী কটা ঠাকুর আছে? মা বললে,—আমাদের একই ঠাকুর মা চণ্ডী।

মহা। তারা বৃক্ষময়ি।

ভৈরব। বৃক্ষময়ি থাক, চণ্ডীর কথা শোন। তারা বললে, ঠাকুরের জন্যে বছরে পাঁচ টাকা খাজনা দিতে হবে। মা খাজনা দেবে না, তারাও চণ্ডীকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। মা তখন তাদেরই লাঠি দিয়ে লোকগুলোকে মেরে তক্তা বানিয়ে দিলে।

মহা। অ্যাঁ!

ভৈরব। তারা তখন ফাটা মাথা আর ভাঙ্গা পা নিয়ে পালিয়ে গেল, আর মা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে লোকজনদের ডেকে বললে,—

মহা। কি বললে?

ভৈরব।—

গীত।

কে আছ মানুষ, কে আছ জোয়ান, হাতে নাও হাতিয়ার,
প্রতিশোধ নাও দস্যুর হাতে মায়ের লাঞ্ছনার!

মহা। খেলে আমার মাথা।

ভৈরব।—

পূর্ব্ব-গীতাংশ।

কিসের অশন, কিসের শয়ন, কিসের জীবন তোর,
গৃহের দেবতা অপমানে যদি ফেলে নয়নের লোর,
অত্যাচারীর বক্ষশোণিতে
মায়ের চরণ আয় ধুয়ে দিতে,
এসেছে লগন মৃত্যু বরণে মাতৃবন্দনার।

[প্রস্থান।

মহা। আর কি? হয়ে গেল। এরপর বাড়ীটাকে এসে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যাবে, তবে এদের মনের সাধ পূর্ণ হবে।

দিব্যর প্রবেশ।

দিব্য। কিসের সাধ বাবা? [প্রণাম]

মহা। সে কি? তুমি হঠাৎ কি মনে করে? রাজকাজ কি

শেষ হয়ে গেল? যুদ্ধু ফুদ্ধু কি সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে? ছ'মাসের মধ্যে একবার বাড়ীমুখো হতে পারলে না; এত তোমার যজ্ঞির কাজ?

দিব্য। আমায় ক্ষমা কর বাবা। সত্যই এতদিন আমার তিলমাত্র অবসর ছিল না। স্বর্গগত মহারাজ বিগ্রহপালের মৃতদেহ আমিই বাঙ্গলার উপকণ্ঠে এক বনের মধ্যে প্রোথিত করে এসেছিলাম। আমার দিবসের চিন্তা নিশীথের স্বপ্ন ছিল সেই পবিত্র দেহাবশেষ বরেন্দ্রভূমিতে এনে ঘৃত চন্দনে দাহ করব। ছ মাসের চেষ্টায় সে স্বপ্ন আমার এই সেদিন মাত্র সফল হয়েছে। তাই আমি তোমার পদধূলি নিতে আসতে পারি নি।

মহা। খুব ঘটা করে রাজার সেবা কর। নিজে ত যমের মুখে গলা বাড়িয়ে দিয়েছই, হতভাগা ভাইপোটাকে পর্য্যন্ত অপঘাতে মারবার ফন্দি এটেছ? সে শুয়ার আছে, না গোল্লায় গেছে? বলে ফেল, চান করে ধুয়ে মুছে আসি।

দিব্য। কোন ভয় নেই বাবা। অপঘাতে মরবার ছেলে সে নয়। তার মত যোদ্ধা বরেন্দ্রভূমিতে বেশী নেই।

মহা। রেখে দে তোর যোদ্ধা আর বোদ্ধা। চাষী কৈবর্ত্তের ব্যাটা,—চাষ করবে, ফসল ঘরে আনবে। তা নয়, রাজার সেবা করতে ছুটল। কি করেছে তোর রাজা জানিস?

দিব্য। কি করেছেন মহারাজ?

তরঙ্গিনীর প্রবেশ।

তরঙ্গিনী। কি করেছেন জান না তুমি? তাঁর হুকুমে গোটা চারেক রাজপুরুষ এসে বললে,—গৃহদেবতা যার যা আছে, প্রত্যেকের মাথা পিছু বছরে পাঁচ টাকা বিগ্রহ কর দিতে হবে।

দিব্য। গৃহদেবতার উপর বিগ্রহ কর!

তরঙ্গিনী। আমি বললাম,—দেব না: আমি কর। আমার মা পাথরের পুতুল নয়, জাগ্রত দেবতা। তা৲ মাথার উপর কর বসাতে পারে, এমন শক্তিমান্ মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় নি। তোমাদের রাজার যদি সাধ্য থাকে, কর যেন নিজে এসে নিয়ে যান।

মহা। ব্যস ব্যস এবার এসে গুষ্ঠীকে গুষ্ঠী কচুকাটা করে রেখে যাবে, তবে তোমাদের শিক্ষা হবে। তারা ব্রহ্মময়ি, পার কর।

দিব্য। বিগ্রহ কর তুমি দাও নি ত বৌদি?

তরঙ্গিনী। আমি মাথা দেব, তবু বিগ্রহ কর দেব না।

দিব্য। পায়ের ধূলো দাও বৌদি।

তরঙ্গিনী। পায়ের ধূলো দেব সেদিন, যেদিন তুমি এর প্রতিকার করতে পারবে। আমি যখন কর দিতে অস্বীকার করলাম, একজন তখন বিগ্রহ তুলে নিতে হাত বাড়ালে।

মহা। বাড়াবেই ত।

দিব্য। তারপর?

তরঙ্গিনী। মাকে আমি বুকে তুলে নিলাম, তখন তাদের মধ্যে একজন আমার চুলের মুঠি ধরলে।

দিব্য। কি বললে? চুলের মুঠি ধরলে? তোমার?

তরঙ্গিনী। তারপর কি যে হল, আমার মনে নেই। সম্বিৎ যখন ফিরে এল, দেখলাম,—আমার হাতে তাদেরই একজনের লাঠি; তিনজন রাজপুরুষের মাথা ফেটে রক্তের নদী বইছে, আর এক-জনের একটা পা বোধহয় জন্মের মত ভেঙ্গে গেছে।

মহা। শুনলি? আরও চাকরি করার সাধ আছে?

দিব্য। বাবা, অধীর হয়ো না তুমি। বৌদি, তুমি শান্ত হও।

আমি এখনি চলে যাচ্ছি। এ যদি রাজার আদেশ হয় তাহলে তোমার কাছে নতজানু হয়ে তাঁকে মার্জ্জনা ভিক্ষা করতে হবে, আর যে পাষণ্ড তোমার গায়ে হাত তুলেছে তার রক্তে তোমার পা ধুয়ে দিতে হবে।

মহা। চুপ চুপ্; ওরে, মাথাটা নামিয়ে দেবে।

দিব্য। মাথার মায়া আমার নেই বাবা। যে পাষণ্ড আমাদের কুলবধূকে অপমান করেছে ;—

মহা। কিচ্ছু করে নি বাবা। আমরা চাষী বাসী লোক, আমাদের ত সবাই মারে।

তরঙ্গিনী। মার খেয়ে আপনারা হাত তোলেন না বলেই তাদের সাহস বেড়ে গেছে।

দিব্য। তুমি ভালই করেছ বৌদি। বাকিটা আমি করব। দেখি কৈবর্ত্তের মান মর্য্যাদা বলে কিছু আছে কি না।

বৃদ্ধবেশী মহীপাল ও প্রতিবেশীগণের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। চেপে যাও বাবা।

মহীপাল। কি তুমি তখন থেকে "চেপে যাও চেপে যাও" বলছ? এ হচ্ছে জাতির অপমান, সেটা বোঝ? অপমান সয়ে সয়েই দেশটা রসাতলে গেল। আজ আমাদেরই দোষে আমাদের ছেলেপিলেরা একখানা লাঠি হাতে নিতে ভয় পায়। এমনি করেই কি দেশটাকে তোমরা—বিদেশীর হাতে তুলে দিতে চাও?

মহা। তোমাকে ত চিনিনা বাপু। কোত্থেকে মোড়লী করতে এসেছ? একে মনসা, তায় ধূনোর গন্ধ! বেরোও তুমি আমার বাড়ী থেকে।

তরঙ্গিনী। বাবা!

নকুল। শোন দিব্য। কৈবর্ত্ত জাতির এ অপমানের আমরা চরম প্রতিশোধ নেব। আমরা বিদ্রোহ করব।

দিব্য। বিদেশীর আক্রমণে, দুর্ভিক্ষ মহামারীতে দেশটা ছারখার হয়ে যাচ্ছে, এ সময় আমরা রাজদ্রোহ করব।

সিদ্ধেশ্বর। চেপে যাও। রাজা বলে কথা।

নকুল। কে রাজা? কিসের রাজা? প্রজাদের ধর্ম্মবিশ্বাস নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলে, তাকে আমরা আর সিংহাসনে বসিয়ে রাখব না। তার হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে যে ভুল তুমি করেছ, আজ তা সংশোধন কর। দাসত্বের শৃঙ্খল রাজার মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে এস। আমরা সামন্তচক্র গড়ে তুলেছি। তুমি আমাদের চালন কর; আমাদের মানুষ কর দিব্য।

দিব্য। আমায় ক্ষমা কর নকুল। মহারাজ আমায় ত্যাগ না করলে আমি তাঁকে ত্যাগ করব না।

তরঙ্গিনী। কেন করবে? তোমার ভাজের চুলের মুঠি ধরেছে মাত্র, তোমার ত কাণ ধরে নি। তোমার বাবাকে যখন লাথি মারবে, তখনও কি তুমি এই কথাই বলবে?

মহা। পেলে, ছেলেটার মাথা সবাই মিলে চিবিয়ে খেলে। যাও যাও, খুব হয়েছে। আমার ছেলে রাজার সঙ্গে লড়তে যাবে কোন্ দুঃখে?

সিদ্ধেশ্বর। তার চেয়ে চেপে যাও।

মহীপাল। এত বড় অপমান তোমরা মুখ বুজে সয়ে যাবে?

সিদ্ধেশ্বর। যে সয়, সে রয়।

মহা। কিসের অপমান? অপমান আমাদের হয় নি।

তরঙ্গিনী। এর চেয়ে বেশী আর কি হবে বাবা?

মহা। তুমি বোঝ না কেন? যুদ্ধ ফুদ্ধ কি আমাদের কাজ? তাও দেশের রাজার সঙ্গে? যা করেছ, তাতেই কি হয় দেখ। যাও যাও, তোমরা এখন ঘরে যাও। আমার ছেলে যা কচ্ছে, তাই করবে। তোমাদের চক্কোর ফক্কোর নিয়ে তোমরা উচ্ছন্ন যাও।

[প্রস্থান।

নকুল। দিব্য!

দিব্য। যাও নকুল,—আমার একই কথা।

তরঙ্গিনী। কুলবধূর অপমান, গৃহদেবতার অপমান সহ্য করবে?

দিব্য। দেহে প্রাণ থাকতে নয়।

মহীপাল। প্রাণ কি তোমার আছে বাপু? দশ বছর রাজার দাসত্ব করে পাথর চাপা পড়েছে।

নকুল। তাহলে সামন্তচক্রে তুমি যোগ দেবে না? জাতির অপমান তুমি সহ্য করবে? গৃহদেবতার লাঞ্ছনায় তোমার কিছুই যায় আসে না? বেশ যাও, ভাল করে রাজার পায়ের ধূলো জিভ দিয়ে পরিষ্কার কর, আজ আছ সেনাপতি, কাল হবে মহামন্ত্রী, পরশু হবে রাজা। কৈবর্ত্তজাতির কুলাঙ্গার।

[প্রস্থান।

দিব্য। তুমি কিছু বলবে না?

সিদ্ধেশ্বর। বলছি চেপে যাও।　　　　　　[প্রস্থান।

দিব্য। তুমি স্থির হও বৌদি। রাজার কাছে আমি কৈফিয়ৎ চাইব। প্রতিকার যদি না পাই, তাহলে তাঁকে বুঝিয়ে দেব, আমাদের গায়ে মানুষেরই চামড়া, গণ্ডারের নয়।

[প্রস্থান।

তরঙ্গিনী। আপনি গেলেন না?

মহীপাল। যাচ্ছি মা যাচ্ছি। তোমাকে একটু ভাল করে দেখে যাই। তুমি কৈবর্ত্তের মেয়ে? লেখাপড়া জান? তলোয়ার ধরতে জান?

তরঙ্গিনী। কিছুই জানি না। তাবলে প্রাণ থাকতে কারও অপমান সইতেও শিখি নি।

মহীপাল। কেন সইবে? সয়ে সয়ে জাতটা মেষের মত দুর্ব্বল হয়ে গেল। বাহুতে নেই শক্তি, বুকে নেই সাহস, চোখে নেই দীপ্তি! একশো বছরের অনিয়ম বিশৃঙ্খলা আর বল্গাহীন কুশাসন বাঙ্গালী জাতির মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। আর পঞ্চাশ বছর যদি এমনি করে চলে, তাহলে এ জাতি পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বেরিয়ে এস তোমরা এলোকেশী ভৈরবীর বেশে, পুরুষ-গুলোকে লাথি মেরে জাগিয়ে তোল, অসার দুর্ব্বল ছেলেগুলোকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দাও। হাতে যে অস্ত্র ধরবে না, তার বুকের মধ্যে অস্ত্র বিঁধিয়ে দাও।

তরঙ্গিনী। কে আপনি? হিন্দু না বৌদ্ধ? ছোটলোক, না ভদ্রসন্তান?

মহীপাল। ভুলে যাও মা, ভুলিয়ে দাও সবাইকে, আজ থেকে আমাদের অন্য পরিচয় নেই, আমাদের সবারই এক পরিচয়,—আমরা বাঙ্গালী। ওঠ, জাগ, কত অর্থ চাই, কত অস্ত্র চাই? আমি খবর পেয়েছি, হাতীমারার হাওরের মধ্যে ওই যে হানাবাড়ী আছে, ওর তলায় করালী ডাকাতের এত অর্থ আর এত অস্ত্র জমা আছে, যা রাজভাণ্ডারে নেই। করালী ডাকাত রাজার হাতে প্রাণ দিয়েছে, তার পাপের অর্থ দেশের কল্যাণে ব্যয় হক।

তরঙ্গিনী। কে আপনি জানি না। কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব? আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

মহীপাল। আশীর্ব্বাদ করি মা, যুগে যুগে এস তুমি এই বাংলার মাটিতে, পুরুষ যখন অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলবে, তুমি তাদের আশা দিও, ভরসা দিও,—তাদের কাণে বজ্রনির্ঘোষে বলো, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

[প্রস্থান।

তরঙ্গিনী। একি হল? কে এসে বসল আমার বুকের মধ্যে? মা চণ্ডি? পাথরের বিগ্রহ ছেড়ে তুমি আমার বুকে আশ্রয় নিয়েছ? আমি যে ছোটলোকের মেয়ে মা। মুখে ভাষা নেই, কণ্ঠে স্বর নেই, কেমন করে জাগরণীর গান গাইব? না-না, এ আমায় পারতেই হবে। জয় মা, জয় মা।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

বন্দিশালা।

শূরপাল ও রামপাল।

রামপাল। থামলে কেন মেজদা? অস্ত্র নাও।

শূরপাল। আজ আর আমি পারব না।

রামপাল। রাজার ছেলে অস্ত্র চালাতে পারবে না, পারবে কি পুঁথি পড়তে?

শূরপাল। ওই তোমাদের এক কথা। এখানে ত পুঁথি নেই? যেদিন এখানে এসেছি, সেদিন থেকে ত শুধু অস্ত্রচালনাই শিখছি।

রামপাল। এ সুবুদ্ধি যদি তোমার আগে হত, তাহলে আজ তোমায় বন্দিশালায় আসতে হত না। পিতা হয়ত রাজদণ্ডটা তোমাকেই দিয়ে যেতেন।

শূরপাল। তাঁর ভুল আমিই সংশোধন করব।

রামপাল। তার অর্থ?

শূরপাল। অর্থ ত কতবার বলেছি। বরেন্দ্রভূমির সিংহাসন আমারই প্রাপ্য, আমিই তা অধিকার করব, আর ওই শূদ্রাণীপুত্র মহীপালের মাথাটা আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করব।

রামপাল। এ তোমার কি নীচতা মেজদা? কথায় কথায় তুমি তাঁর মাকে কটূক্তি কচ্ছ কোন্ বিবেচনায়?

শূরপাল। শুধু কটূক্তি! আমি যখন সিংহাসনে বসব, ওই ছোট-লোকের মেয়েকে চুলের মুঠি ধরে পাষাণে আছড়ে মারব।

রামপাল। সিংহাসনও তুমি পাবে না, রাজমাতার চুলের মুঠিও

তোমায় ধরতে হবে না। প্রয়োজন হলে তোমার বিরুদ্ধে আমিই প্রথম অস্ত্র ধরে দাঁড়াব।

শূরপাল। তুমি কুলাঙ্গার।

রামপাল। স্বর্গগত পিতৃদেব যাঁকে রাজ্যটা দান করে গেছেন, তার বিরুদ্ধে গোপনে ছুরি শানাচ্ছ তুমি, তবু তুমি হলে কুলপ্রদীপ ; আর আমি মনে প্রাণে তাঁকেই রাজা বলে স্বীকার করেছি, আমি হলাম কুলাঙ্গার!

শূরপাল। এত রাজভক্তি তোমার, তুমি কারাগারে এলে কেন?

রামপাল। সাধ করে এসেছি দাদা। শুধু তোমার জন্যে। সংসারের কিছুই বোঝ না তুমি; শুধু পুঁথি পড়তে জান, আর পরের কথায় নেচে উঠতে জান। কে তোমাকে বুঝিয়েছে যে এ রাজ্য তোমারই প্রাপ্য ছিল, তুমি কিছুতেই তা ভুলতে পাচ্ছ না। বন্দিশালায় একা ভেবে ভেবে তুমি পাগল হয়ে যাবে, তাই আমি তোমার সঙ্গী হতে এলাম।

শূরপাল। রাজদ্রোহ আমিই করেছি, তুমি ত কর নি। তোমার কি অপরাধ—যার শাস্তি এই কারাবাস?

রামপাল। কাকে তুমি কারাবাস বলছ দাদা? পিতার রাজত্বে কি আমরা এর চেয়ে সুখে ছিলাম? হাতে কি আর আমাদের শৃঙ্খল আছে? একটা প্রহরী তোমাকে একবার অসম্মান করেছিল, তার পিঠে দশ ঘা চাবুক পড়েছে।

শূরপাল। ওরে, এসব অভিনয়।

রামপাল। এই পরিপাটি ঘর, এই দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা, অফুরন্ত সেবা, অজস্র ভোজ্য পানীয়,—এ সবই কি অভিনয়? শুধু

আমাদের বাইরে যাবার অধিকার নেই, আর সবই ত আছে মেজদা। অস্ত্র ধারণের অধিকারও কেউ কেড়ে নেয় নি।

শূরপাল। নিতে সাহস করে নি। সে জানে, প্রজারা—আমাদেরই চায়, শূদ্রাণী পুত্রকে চায় না। আমাদের উপর কোন অত্যাচার করলে প্রজারা তার টুঁটি কামড়ে ধরবে।

রামপাল। প্রজারা পাথর দিয়ে গড়া মেজদা। তোমার আমার জন্যে কারও নিঃশ্বাসও পড়ে না। সে জন্যে নয় দাদা, সে জন্যে নয়।

শূরপাল। তবে কি জন্যে?

রামপাল। বুঝতে পাচ্ছি না। রাজা হবার পর থেকে এই বিচিত্র মানুষটিকে আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। হয় এ দেবতা, না হয় উন্মাদ। সাধারণ মানুষের মাপকাঠি দিয়ে একে মাপতে যেও না মেজদা। নূতন রাজার রাজ্যাভিষেকে লক্ষ লক্ষ টাকা রাজকোষ থেকে বেরিয়ে যায়। মহারাজ মহীপালকে দেখ; আজ পর্য্যন্ত তার অভিষেকই হল না। নূতন রাজমুকুট এল, একদিনও মাথায় দিলে না।

শূরপাল। তার আর মাথায় দিতে হবে না। ও মুকুট আমার মাথায় উঠবে।

রামপাল। তুমি ত নির্ব্বোধ নও; কেন তুমি বুঝতে পাচ্ছ না যে তুমি যদি রাজা হতে, তাহলে রাজ্যটা এতদিনে শ্মশান হয়ে যেত। আর এই মানুষটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি। মুখে আহার নেই, চোখে ঘুম নেই। চোর যেখানে চুরি করতে হাত বাড়িয়েছে সেখানেই মহীপাল; দুশ্চরিত্র মাতাল যেখানে পথচারিণীকে কটূক্তি কচ্ছে, সেখানেই তার বজ্রকঠিন হাত মাতালের গলা টিপে ধরেছে। একটা মানুষ যেন লক্ষ রূপে দেশময় ছড়িয়ে আছে। কঙ্কালী

ডাকাতকে হত্যা করেছে এক ভিক্ষুক, মতি গুণ্ডা প্রাণ দিয়েছে এক ফেরিওয়ালার হাতে। আমার বিশ্বাস ওরা বিভিন্ন সাজে ওই একই মানুষ মহীপাল।

জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। কাকে বোঝাতে চাও ছোড়দা? জেগে যে ঘুমোয়, তাকে কেউ জাগাতে পারে না।

শূরপাল। তুই আবার এখানে জ্বালাতে এলি কেন? বেরিয়ে যা তুই ঘর থেকে।

জ্যোতি। তুমি বেরিয়ে যাও বরেন্দ্রভূমি থেকে। আমি যদি রাজা হতাম, তোমাকে মাথা মুড়িয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে রাজ্য থেকে দূর করে দিতাম, আর পিঠে বেঁধে দিতাম তোমার ওই কুবুদ্ধিভরা অসার অকেজো পুঁথিগুলোকে।

শূরপাল। বড় ভাইকে তুই অপমান করিস্ অসভ্য মেয়ে?

জ্যোতি। তুমি তোমার বড় ভাইকে জাতি গোত্র তুলে গাল দিতে পার, আর আমি বড ভাই বলে তোমার পাদোদক খাব মনে করেছ? তুমি যে পূজনীয় গুরুজন, যে বুলি শেখাবে,—তাই দিয়ে তোমাকে সম্ভাষণ করব, আর কিছু বেশী দেব সুদ। অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক, ঘরভেদী বিভীষণ। দেশটা দুর্ভিক্ষে মহামারীতে উজোড় হয়ে গেল, আর তুমি রাজপ্রাসাদে বসে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরবার চেষ্টা কচ্ছ? গলা কাটা গেছে, তবু ল্যাজের বিষ যায় নি?

রামপাল। চুপ কর দিদি।

জ্যোতি। কেন চুপ করব? মহীপাল রাজা না হয়ে আজ যদি তুমি রাজা হতে মেজদা, তাহলে তাঁর মাথাটা কি তুমি অক্ষুণ্ণ

রাখতে, না তাঁকে এমনি করে কারাগারের নাম করে বিশ্রামাগারে রেখে দিতে?

শূরপাল। বিশ্রামাগার! তাই আমাদের বাইরে যাবার অধিকার নেই।

জ্যোতি। কি করে থাকবে? রাজ্যলোভ তোমাকে পাগল করে তুলেছে। বাইরে গেলে তুমি সোজা গাড়ী চাপা পড়বে।

শূরপাল। আমি তোর মাথাটা নামিয়ে দেব। [তরবারি নিষ্কাসন]

রামপাল। থাক্ দাদা, থাক। যা করেছ তুমি, তাতেই ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে থাকবে। ভগ্নীবধের পৌরুষ আর দেখিও না।

জ্যোতি। কি আশ্চর্য্য! তুমি তলোয়ার ধরতে শিখেছ? তাই বুঝি বুক বেড়ে গেছে মেজদা? সেনাপতি দিব্যর বাড়ীতে কেন গিয়েছিলে? তলোয়ারের প্যাঁচ শিখতে বুঝি?

শূরপাল। বাজে কথা বলিস নি। আমি যাব ছোটলোক কৈবর্ত্তের বাড়ী?

জ্যোতি। কোন্ মহাপুরুষ গিয়ে দিব্যর বাপকে আর তার ভাজকে বুঝিয়েছিল যে দিব্য মুখের কথা খসালেই বরেন্দ্রভূমির রাজা হতে পারে?

রামপাল। এ সব কি মেজদা? এতদূর এগিয়েছ তুমি?

শূরপাল। কেন ওসব বাজে কথা বিশ্বাস কর?

জ্যোতি। বাজে কথা? বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যে গাড়োয়ান তোমার গাড়ী টেনে এনেছিল, তার নাম কি জান?

রামপাল। নিশ্চয়ই মহারাজ মহীপাল।

জ্যোতি। তোমার মাথাটা আর কেউ হলে তখনি নামিয়ে দিত। শূদ্রাণীপুত্র শুধু তোমার গাড়ী টেনেছে, আর সারা পথ হা হা করে হেসেছে।

রামপাল। এ তুমি করেছ কি মেজদা ?

জ্যোতি। কৈবর্ত্তের বউ তোমায় কুকুর লেলিয়ে দেয়নি ?

শূরপাল। মিছে কথা বলিস নি।

জ্যোতি। পারলে না তাদের বশে আনতে ? সারাজীবন চেষ্টা করলেও পারবে না। এরা ত আর ভদ্রলোক নয়, ছোটলোক কৈবর্ত্ত।

শূরপাল। কৈবর্ত্তের উপর তোমার মমতা বরাবরই বেশী। সিংহাসনটা যদি হাতে পাই, এই কৈবর্ত্তের ঝাড়বংশ আমি নির্ম্মূল করব, আর দিব্যকে তোমার চোখের উপর হত্যা করব।

জ্যোতি। তুমি রাজা হলে আমি গলায় দড়ি দেব।

[প্রস্থান।

শূরপাল। দিব্য! দিব্য! দিব্য কি স্বর্গের দেবতা ?

রামপাল। না, মর্ত্তের মানুষ। কিন্তু এমন মানুষ বরেন্দ্রভূমিতে বেশী জন্মায় নি।

শূরপাল। তাই বলে রাজকন্যা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে ?

রামপাল। প্রশংসার যোগ্য প্রাত্রই সে।

শূরপাল। তাই বলে একটা কৈবর্ত্ত—

রামপাল। কৈবর্ত্ত ও তাঁরই সৃষ্টি, যিনি তোমাকে আমাকে দধীচি ভীষ্মদেবকে সৃষ্টি করেছেন।

শূরপাল। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোকে আর ওই অসভ্য বাচাল মেয়েটাকে একসঙ্গে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদি।

বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসুন্ধরা। কেন তোমরা কাঁদবে যাদু ? কাঁদবার জন্যে আমিই

ত আছি। মরণ ত নেই আমার। বজ্রধর ইন্দ্রের মত স্বামী শত্রুর বিষাক্ত শরে প্রাণ দিলে, ভাবলুম—তোমাদের তিনজনকে নিয়ে আবার সুখের নীড় রচনা করব। পোড়া অদৃষ্ট তাতেও বাদ সাধলে। ভাই ভাই কলহ কোথায় না আছে? তাই বলে বড় ভাই ছোটভাইদের কারারুদ্ধ করবে?

রামপাল। মা,—

বসুন্ধরা। বুকটা কি পাথর দিয়ে গড়া? এত দুঃখেও ফেটে গেল না? চোখে ঘুম নেই, মুখে আহার নেই, দিবানিশি তোমাদের দুটি ছেলের জন্যে চোখের জলের বিরাম নেই। উঃ—কাকে বোঝাব? কে বুঝবে,—মহীপালের চেয়েও তোরা আমার কত বেশী আদরের?

রামপাল। দুঃখ করো না মা। আমাদের কোন কষ্ট নেই।

বসুন্ধরা। নেই বললেই কি আমি শুনব বাবা? ওরে আমি যে মা। তোদের মুখের প্রত্যেকটি রেখা আমি চিনি। কত করে বললুম ওদের ছেড়ে দাও বাবা। মাতৃহীন অভাগা ছেলে দুটোকে নিয়ে আমি গাছতলায় গিয়ে থাকব, তবু ওদের তুমি কারাগারে রেখো না।

শূরপাল। কি বললে?

বসুন্ধরা। বললে, তুমি জান না মা। ওরা রাজদ্রোহী। আমি বললুম,—ওরা ছেলেমানুষ ভুল করে যদি ওদের পা পিছলে গিয়েই থাকে, তার কি ক্ষমা নেই? তাহলে কিসের তুমি বড় ভাই? কথা শুনলে না, কোন কথা শুনলে না। উঃ, আমার ছেলেরা কারাগারে? এ দৃশ্য দেখার আগে আমার মরণ হল না কেন?

শূরপাল। এইবার হবে শূদ্রাণি। তোমাকে আর তোমার ছেলেকে একই চিতায় ডোমেরা দাহ করবে।

রামপাল। চুপ্ কর মেজদা। কি বলছ তুমি পাগলের মত?

বসুন্ধরা। বলুক না বাবা। অবিচারে অত্যাচারে বাছা আমার যদি ক্ষেপে গিয়ে থাকে, সে দোষ ওর নয় বাবা, যে ওকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে, তার। আমি ওতে কিছু মনে করি নি যাদু। শিশু মাকে কত লাথি মারে, মা কি তা মনে রাখে রে পাগল? ছেলে মায়ের কাছে চিরদিনই শিশু।

রামপাল। মা, আমাদের অসংখ্য ভুলত্রুটি এমনি করেই তুমি ক্ষমা করেছ, চিরদিন তাই করো মা। আমরা মাতৃহীন,—তুমিই আমাদের মা। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পিতার যোগ্য পুত্র হতে পারি।

বসুন্ধরা। জন্মের সঙ্গেই অজস্র আশীর্ব্বাদ দিয়ে রেখেছি বাবা।

শূরপাল। ভালই করেছ। এতদিন ত তোমাকে এখানে দেখতে পাই নি। আজ কি মনে করে এসেছ?

বসুন্ধরা। রোজই আসি বাবা। আড়াল থেকে দেখি, আর চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফিরে যাই। আজ তোমার জন্মদিন, তোমার মা থাকলে আজ তোমায় কাছে বসিয়ে পায়সান্ন মুখে তুলে দিতেন। আমি আজ নিজের হাতে পায়সান্ন রেঁধে এনেছি বাবা। দুভাই মিলে খাও, আমি দেখে নয়ন সার্থক করি। দাসি,—[পায়সান্নের পাত্র লইয়া দাসীর প্রবেশ। বসুন্ধরা পাত্র গ্রহণ করিল। দাসী চলিয়া গেল।] খাও যাদু, দুজনে আমার হাত থেকে মুঠো মুঠো তুলে নাও, আয়ুবৃদ্ধি হবে।

রামপাল। এস মেজদা।

শূরপাল। তুমিই খাও, আমার আয়ুবৃদ্ধির প্রয়োজন নেই।

রামপাল। তা হবে না। মাকে যদি অসম্মান কর, তাহলে তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন। [শূরপালকে টানিয়া আনিল]

বসুন্ধরা। তুলে নাও বাবা, তুলে নাও।

মহীপালের প্রবেশ।

মহীপাল। খবরদার!—[মায়ের হাত হইতে থালা টানিয়া লইলেন]

বসুন্ধরা। মহীপাল!

মহীপাল। সবই কি ভুলে গেছ মা? আজ না আমাদের পিতার মৃত্যুতিথি? আজ আমাদের নিরম্বু উপবাস। রাজদ্রোহীদের কারাগারে রেখেছি বলে তাদের ধর্ম্মটা ত কেড়ে নিতে পারি না। পিতার অসম্মান হবে, পূর্ব্বপুরুষদের বিধান পদদলিত হবে।

বসুন্ধরা। এ তুমি কি করলে অপদার্থ? বাছাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে?

মহীপাল। ও মুখে খেলে আয়ুবৃদ্ধি হবে না, মৃত্যু এসে এক মুহূর্ত্তে গলা টিপে ধরবে। কালই আমি সূপকার দিয়ে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়ে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এ অমৃত ওদের খেতে দেব না। শোন মা,—রাজদ্রোহীর উপর তোমার যখন এত স্নেহ, তখন এ বন্দিশালায় আর তোমার আসা চলবে না। এত যার মমতা, তাকে আমি বিশ্বাস করি না।

[বসুন্ধরাকে লইয়া প্রস্থান।

শূরপাল। ভালই হল; শূদ্রাণীর পায়সান্ন মুখে তোলার চেয়ে বিষ খাওয়া ভাল।

[প্রস্থান।

রামপাল। তোমার মত পাষণ্ডের ভাই হওয়ার চেয়ে মরাই ভাল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

ভীম ও পিঙ্গলাক্ষ।

পিঙ্গলাক্ষ। তুমি বুঝি আমাদেব দিব্যসুন্দরের ভাইপো?

ভীম। আজ্ঞে হাঁ।

পিঙ্গলাক্ষ। তা তোমার ত এখনও বিশ বছর হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

ভীম। মনে এদেরও হয় নি। আমিই বললুম,—কাল আমার বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে।

পিঙ্গলাক্ষ। তুমিও যেমন। কথাটা চেপে গেলেই পারতে।

ভীম। সত্যি কথা যে চাপা যায়, আগে একথা মনেই হয় নি। আপনার পরামর্শ নিলে আর এ বিপদ হত না।

পিঙ্গলাক্ষ। তোমাদের ছোটলোকদের বুদ্ধি কিঞ্চিৎ মোটা।

ভীম। আপনাদেব মত ঘি দুধ ত আমবা খেতে পাই না, বুদ্ধিটা হবে কোথেকে বলুন। আপনি কেমন কৌশল কবে ছেলেকে শ্বশুব বানিযে দিলেন। সেবাব যখন দেশে মেযে চুবিব হিডিক লেগেছিল, তখন আপনি না কি নিজেব স্ত্রীকে ছেডে সাজিযে বেখেছিলেন। লোকেব সামনে ছেলেও বাবা বলত, স্ত্রীও বাবা বলত।

পিঙ্গলাক্ষ। তোমাব কাকা বলেছে বুঝি?

ভীম। সবাই বলে।

পিঙ্গলাক্ষ। বেশ বেশ, বলতে দাও। কেমন তলোযাব চালাতে শিখলে বল। দেখো বাবা, হাত পা কেটে মবো না যেন। চিবদিন কাস্তে ধবাব অভ্যেস, তলোযাব হাতে নিযে কি যে কববে, ভেবে ভেবে আমি পাগল হযে গেলাম। মহাবাজকে কত অনুবোধ কবলাম,— দোহাই মহাবাজ, যুদ্ধ টুদ্ধ যা করতে হয, আমবাই কবব, এই চাষী কৈবর্ত্তদেব বেহাই দিন। ওদেব হাতে অস্ত্র তুলে দিলে নিজেদেব মাথা নিজেবা কাটবে।

ভীম। সেনাপতি দিব্য কবাব নিজেব মাথা কেটেছে?

পিঙ্গলাক্ষ। আমি না থাকলে কবে কেটে ফেলত। ছোটলোকেব ঘবেও এতবড মূর্খ আমি আব দেখি নি।

ভীম। কি বকম?

পিঙ্গলাক্ষ। বকমটা দেখতে পাচ্ছ না? এদেশেব বাজদণ্ড যাব হাতে পডে, সেই হয বাজা, কেউ তাব বাজ্যলাভে বাধা দিতে পাবে না। আব এই লোকটা কি না অনাযাসে বাজদণ্ডটা মহীপালকে দিয়ে দিলে।

ভীম। আপনি কাকাব হাতখানা চেপে ধবতে পাবলেন না।

পিঙ্গলাক্ষ। আমি এখানে থাকলে ত চেপে ধবব?

ভীম। দেখুন দেখি। কাকা রাজা হলে আমি হতুম রাজার ভাইপো। কত মান, কত ঐশ্বর্য্য, কত যশ! সব আশায় ছাই দিলে? আজ কি না আমাকে ছোটলোকের মত তলোয়ারের প্যাঁচ শিখতে হচ্ছে।

পিঙ্গলাক্ষ। তুমি শিখো না। কেন শিখবে? কে রাজা, কিসের রাজা? তোমরা খুড়ো ভাইপো একবার রুখে দাঁড়াও দেখি, আমি তোমাদের পেছনে আছি। দিব্যকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাও ভীম। যে ভুল সে করেছে, আজ তা সংশোধন করুক।

ভীম। রাজদ্রোহ করব? তারপর মাথা দুটো যদি কেটে নেয়।

পিঙ্গলাক্ষ। কেটে নেয় তখন দেখা যাবে। পাষণ্ড ব্যাটা; আমার অভিশাপে দগ্ধ হয়ে যাবে। আমাকে বলে কি না, তিন-লক্ষ টাকা রাজভাণ্ডারে জমা দিতে হবে।

ভীম। নগরপালন করে, এত টাকাই চুরি করেছিলেন?

পিঙ্গলাক্ষ। বাজে কথা বলো না। প্রজারা যদি ভালবেসে আমাকে প্রণামি দেয়, সে কি আমার দোষ?

ভীম। কে বললে? যে ভালবাসে, তার দোষ।

পিঙ্গলাক্ষ। উচ্ছন্ন যাবে। এই যে বিগ্রহকর বসিয়েছে,—এতেই হয়ে গেল দেখবে।

ভীম। এসব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আপনি এখন টাকা জোগাড় করুন গে। রাজাকে দেখছেন ত? সময় মত না দিতে পারলে আপনার পুকুরচুরি বের করে দেবে।

পিঙ্গলাক্ষ। ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। কদ্দিন বাড়ী যাও নি ছোকরা? বাড়ীর খবর টবর রাখ? বিপদ যে শুধু একা আমারই হয়েছে, তা মনে করো না। তোমরাও বাদ যাও নি। ভদ্রলোকের

ঘরে আর যাই করুক, রাজপুরুষেরা মেয়েদের অপমান করতে সাহস করে না।

ভীম। তার অর্থ? কে কাকে অপমান করেছে?

পিঙ্গলাক্ষ। অপমান ঠিক নয়। ও ত তোমাদের হয়েই থাকে। কৈবর্ত্তের মেয়ের চুলের মুঠি ধরলে কি যায় আসে? বলি, শাড়ী ত টেনে ধরে নি।

ভীম। আমি তোমার মাথাটা নামিয়ে দেব বর্ব্বর।

পিঙ্গলাক্ষ। আগে তোমার খুড়োকে জিজ্ঞেস করে এস, কথাটা সত্যি না মিথ্যে। যদি মিথ্যে হয়, আমি নিজেই মাথাটা তোমায় দিয়ে যাব। আর যদি সত্যি সত্যি রাজপুরুষেরা তোমার মায়ের কেশাকর্ষণ করে থাকে, তাহলে?

ভীম। তাহলে তারা ত মরবেই, রাজাকেও সহমরণে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

পিঙ্গলাক্ষ। দুর্গা দুর্গা। আর দুমাস মাত্র বাকি। তিনলাখ টাকাও দিতে পারব না, মাথাও থাকবে না। যাবার আগে দেশটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করে রেখে যাব। দেবতাগুলো মানুষ না কি? তোদের মাথায় এ ব্যাটা বাড়ি মাচ্ছে, আর তোরা একসঙ্গে রুখে দাঁড়াতে পারিস না?

বৌধায়নের প্রবেশ।

বৌধায়ন। এই যে পিঙ্গলাক্ষ। তোমার কথাই আমি ভাবছিলাম।

পিঙ্গলাক্ষ। ভেবে ভেবে ত অনেক উপকার করেছেন। আর না ভাবলেও চলবে।

বৌধায়ন। টাকার কি করলে?

পিঙ্গলাক্ষ। আপনার কাছ থেকে ধার নেব মনে করেছি।

বৌধায়ন। মনে করতে দোষ নেই, না পেলেই হল।

পিঙ্গলাক্ষ। এ আপনি রহস্য কচ্ছেন। আমার অপঘাতে মরা সত্যিই কি আপনি সইতে পারবেন?

বৌধায়ন। খুব পারব। চোরের মার দেখলে কার না আনন্দ হয়?

পিঙ্গলাক্ষ। দেখুন কিছু মনে করবেন না; বৃন্দাবনে সবাই সতী, নাম কিনেছে রাধা।

বৌধায়ন। ছেঁদো কথা রাখ। বাড়ী বিক্রী করে টাকা জোগাড় কর গে যাও।

পিঙ্গলাক্ষ। কার বাড়ী? সব স্ত্রীলোকের নামে।

বৌধায়ন। যার নামেই হক, টাকাটা ত তোমারই।

পিঙ্গলাক্ষ। আজ্ঞে না। সব আমার শ্বশুরের দেওয়া।

বৌধায়ন। অমন শ্বশুব যদি আমাদের থাকত, তাহলে কি আর এ বয়সে চাকরি করি? তা তুমি এখানে কি মনে করে?

পিঙ্গলাক্ষ। এসব কি মন্ত্রিমশাই? আপনি বেঁচে থাকতে রাজকুমারেরা গেল কারাগারে? আপনি কি এ অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করবেন?

বৌধায়ন। এই কথা বলতেই কি কাজকর্ম্ম ছেড়ে রাজপ্রাসাদে এসেছ?

পিঙ্গলাক্ষ। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।

বৌধায়ন। তা ত যাবেই। তিন লাখ টাকা।

পিঙ্গলাক্ষ। প্রজারা রেগে বারুদ হয়ে আছে।

বৌধায়ন। তুমি গিয়ে চকমকি ঠুকে দাও।

পিঙ্গলাক্ষ। আপনি তাহলে এখনও প্রতিকার করবেন না?

বৌধায়ন। দেখ পিঙ্গলাক্ষ, মায়ের চেয়ে যার বেশী দরদ, তাকে বলে ডান। যাও, নিজের কাজে যাও। রাজা আসছেন, তাঁর সামনে পড়লে চাকরিটাও আর থাকবে না।

পিঙ্গলাক্ষ। জুজুর ভয়ে আপনারা মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যেতে পারেন; পিঙ্গলাক্ষ তেমন বাপের ব্যাটা নয়।

[প্রস্থান।

বৌধায়ন। অপদার্থ।

মহীপালের প্রবেশ।

মহীপাল। মহামন্ত্রি, পিতার সমাধির উপর সৌধ নির্ম্মাণের আয়োজন করেছেন?

বৌধায়ন। করেছি বাবা।

মহীপাল। যে সব বিগ্রহ রাজপ্রাসাদে জমা হয়েছে, তাদের ভোগের ব্যবস্থা করেছেন?

বৌধায়ন। হঁ্যা রাজা।

মহীপাল। বেশী দেবেন না। দেশের দরিদ্রতম প্রজা যা খায়, দেবতাদের তাই দেবেন। কোন দেবতার গায়ে যেন এক টুক্‌রো সোনা না দেখতে পাই। রাজ-অতিথিশালায় কত লোককে আশ্রয় দেওয়া হয়?

বৌধায়ন। এক হাজার।

মহীপাল। এর মধ্যে অক্ষম কজন?

বৌধায়ন। অন্ধ, খঞ্জ, জরাজীর্ণ, নিঃস্ব একশো জন আছে।

মহীপাল। অবশিষ্ট নশো রাজ অতিথিকে সাতদিনের খাদ্য দিয়ে বিদেয় করে দিন।

বৌধায়ন। মহাবিপ্লব হবে মহীপাল।

মহীপাল। হক।

বৌধায়ন। পঞ্চাশ বছর ধরে তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা এক হাজার অতিথির ভরণ পোষণ করে আসছেন।

মহীপাল। আমি তাঁদের অধম সন্তান, তাঁদের মহত্ত্ব আমি কোথায় পাব মন্ত্রিবর? কাজ চায় কাজ দেব, বেতন দেব, পুরস্কার দেব, তাই বলে সমর্থ নরনারীর আলস্যের প্রশ্রয় দেব না। ঘোষক, বন্দীকে নিয়ে এস।

বৌধায়ন। এ সব তুমি কি কচ্ছ মহীপাল? এক বছর তুমি রাজ্যটা হাতে নিয়েছ। চুরি ডাকাতি দমন করেছ সত্য, কিন্তু প্রজাদের অশন বসনে হাত দিলে কোন সাহসে? তাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস পদদলিত করে বিগ্রহের উপর কর বসালে কোন্ অধিকারে? তার উপর পূর্ব্ব পুরুষদের নিয়ম কানুনও তুমি তুলে দিতে চাও? একটা মানুষকেও কি তুমি বন্ধু থাকতে দেবে না? সমগ্র দেশটা বারুদ হয়ে আছে, শুধু একটা স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা।

মহীপাল। বারুদের পাহাড় হাওয়ায় উড়ে যাবে মন্ত্রি, স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করতে বরেন্দ্রভূমে কেউ নেই।

বৌধায়ন। কে কোথায় আগুন নিয়ে বসে আছে, তুমি কিছুই জান না। কথা শোন রাজা। তোমার পরিণাম ভেবে আমার চোখে ঘুম নেই।

মহীপাল। আমার চেয়ে বেশী তা কে জানে মন্ত্রিবর?

বৌধায়ন। রাজকুমারদের কেন তুমি কারারুদ্ধ করে রেখেছ?

তুমি কি জান না, প্রজারা তাদেরই চায়,—তোমাকে কেউ চায় না? তাদের বন্দিত্ব ক্ষিপ্ত প্রজাদের আরও ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

মহীপাল। তুলেছে? আপনি জানেন?

বৌধায়ন। জানি মহীপাল। কথা শোন; তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি, ওদের তুমি মুক্তি দাও।

মহীপাল। তাহলে ওরা আমাকে হত্যা করবে। আমি গোপনে তাদের পরামর্শ শুনেছি।

বৌধায়ন। সে কি!

মহীপাল। আপনি কি আমার অকাল মৃত্যু চান? বলুন,—একদিন মরতে ত হবেই, না হয় আপনার কথা শুনে আজই ভাইদের হা'তে মরি।

বৌধায়ন। নারায়ণ! নারায়ণ! তুমি দীর্ঘজীবী হও। আমি বোঝাতে পাচ্ছি না বাবা, এই রাজবংশটার জন্যে কি যে আমার বেদনা, সে শুধু আমিই জানি। মনে হচ্ছে, আর বুঝি একে ধরে রাখতে পারলুম না। যাক্ যাক্,—সব তাঁরই ইচ্ছা, সব তাঁরই বিধান।

[প্রস্থান।

মহীপাল। সব তাঁরই ইচ্ছা, মানুষ শুধু বাজিকরের পুতুল! সিংহ হাঁ করে শুয়ে থাকবে, আর শিকার ছুটে এসে তার মুখে প্রবেশ করবে! অদৃষ্টের ক্রীতদাস ভীরু কাপুরুষের দল!

ঘোষক সহ জনৈক শিখাধারী ব্রাহ্মণ ও গুণ্ডার প্রবেশ।

ঘোষক। মহারাজ, এই সেই পাষণ্ড। নির্জ্জন বন পথে ব্রাহ্মণ

তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিলেন, এই দুর্ব্বৃত্ত তাঁর স্ত্রীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি অকস্মাৎ উপস্থিত না হলে—

মহীপাল। আমাকে চেন?

গুণ্ডা। চিনব না কেন? আপনি ত দেশের রাজা মোশাই।

মহীপাল। ঘোষক যা বলছে সত্য?

ব্রাহ্মণ। অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই লোকটা রাজপথ থেকে আমাদের পিছু নিয়েছিল। বনের ধারে যাঁহাতক গিয়েছি, অমনি খপ্ করে আমার ব্রাহ্মণীর হাত ধরে এক টান।

গুণ্ডা। কথাটা শুনুন মোসা। ঐ মেয়েমানুষটা নিজে আমাকে ইসারা করে ডেকেছিল।

ঘোষক। চুপ্।

গুণ্ডা। এই দেখুন, আপনারা এই ঠাকুরের কথাই শুনবেন, আমার কথা কেউ শুনবেন না।

মহীপাল। আপনিই ত গঙ্গাশরণ বাচস্পতি? তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী নিয়ে কি শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছিলেন?

ব্রাহ্মণ। আপনি যথাথ অনুমান করেছেন।

মহীপাল। স্ত্রীকে যখন ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তখন আপনি কি করলেন ঠাকুর মশাই?

ব্রাহ্মণ। আমি ফাঁড়িদারকে খবর দিতে রাজপথে ছুটে গেলুম।

ঘোষক। আপনার হাতে ত লাঠি ছিল, হতভাগার মাথায় মারেন নি?

ব্রহ্মাণ। তাহলে আমার প্রাণটাই যেত।

মহীপাল। সর্ব্বনাশ! স্ত্রী গেলে স্ত্রী পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাণ গেলে প্রাণ আর পাওয়া যায় না। আপনার টিকিটা যত বড়, বুদ্ধিটা

যদি তত বড হত, তাহলে বিচারের জন্য এখানে আসতে হত না। রক্ষি,—[রক্ষীর প্রবেশ।] এই ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে ওর টিকিটা আগে সমূলে ছেদন কর; তারপর ব'সে দশ ঘা চাবুক লাগাও।

ঘোষক। মহারাজ!

মহীপাল। আঁৎকে উঠছ কেন? তোমার রাজাকে তুমি চেন না?

ঘোষক। কিন্তু এ যে ব্রাহ্মণ;—

মহীপাল। ব্রাহ্মণ শুধু টিকি আর পৈতে থাকলেই হয় না, আরও কিছু চাই। নিজের স্ত্রীকে যে রক্ষা করতে পারে না, বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় বার তার বিবাহ করা চলে না।

গুণ্ডা। হেঃ হেঃ।

মহীপাল। বড় আনন্দ হচ্ছে, না? নিয়ে যাও।

ব্রাহ্মণ। এই রাজার বিচার! আমার জাত গেল, আর আমাকেই কশাঘাত! তুমি ধ্বংস হও।

[রক্ষিসহ প্রস্থান।

গুণ্ডা। বেশ করেছেন মোসা। শালা বামুন পাজির পা ঝাড়া।

মহীপাল। এবার তুমি তৈরী হও বন্ধু। মহীপালকে তুমি চেন না। ভাল করে চিনিয়ে দিচ্ছি এস। [তরবারি বাহির করিলেন]

গুণ্ডা। এ আপনি কি বলছেন মহা—

মহীপাল। গত দশদিনের মধ্যে তিনবার তুমি এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে হানা দিয়েছ। তিনবার বাধা পেয়েও তোমার শিক্ষা হয় নি। চুরির ক্ষমা আছে, হত্যার কৈফিয়ৎ আছে, কিন্তু অসহায় নারীর উপর অত্যাচারের ক্ষমাও নেই, কৈফিয়ৎও নেই; যে সব পশু তোমার মত নারীদের ধর্ম্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাইবে,

তাদের আমি ঝাড়ে মূলে নিঃশেষ করব। [গুণ্ডার বুকে তরবারি বিঁধাইয়া দিলেন]

গুণ্ডা। আঃ—সব শেষ হয়ে গেল, সব শেষ হয়ে গেল।

[প্রস্থান।

ঘোষক। মহারাজ!

মহীপাল। গলাটা কাঁপছে কেন ঘোষক?

ঘোষক। মহারাজ, আমি কি এতই অকর্ম্মণ্য? আমার জন্য কি রাজসরকারে আর অন্য কাজ নেই? আপনার ত দ্বারী দৌবারিক মালী অসংখ্য আছে, তার মধ্যে আমার কি স্থান হতে পারে না? আমি যুদ্ধ করতে জানি,—আপনি আমাকে একটা নিম্ন শ্রেণীর সৈনিক করে দিন, আর কোন কাজ না থাকে,—আমি রাজপুরুষদের জুতো পরিষ্কার করব. এ অবাঞ্ছিত কাজ থেকে আমায় মুক্তি দিন।

মহীপাল। তোমাকে মুক্তি দেব ঘোষক? তাহলে কে বাইবে আমার ভাঙ্গা তরী, কে হবে আমার অশ্রান্ত যাত্রার সঙ্গী? রাজা রামচন্দ্রের ছিল দুর্ম্মুখ, আর মহীপালের আছে ঘোষক। তুমিই ত আমার শ্রেষ্ঠ সৈনিক। আগে 'আমার' মুক্তি হক, তারপর হবে তোমার মুক্তি।

ঘোষক। মহারাজ, প্রজাদের ঘর থেকে যত বিগ্রহ আমি কেড়ে এনেছি, ততবারই পেয়েছি লাঞ্ছনা। অভিশাপে অভিশাপে জীবনটা জর্জ্জরিত হয়েছে, কটূক্তি শুনে কান দুটো বধির হয়ে গেছে, পিঠের আচ্ছাদন তুলে দেখুন—আঘাতের আর স্থান নেই।

মহীপাল। তোমাকে তারা আঘাত করলে, আর তুমি কিছু বললে না?

ঘোষক। মড়াকে আমি খাঁড়ার ঘা দিতে পারি নি মহারাজ!

প্রত্যাঘাত শুধু তাদেরই দিয়েছি, যারা সামর্থ থাকতেও সৈনিক হতে চায় নি।

মহীপাল। দিব্যের বাড়ীতে কোন্ মহাপুরুষদের পাঠিয়েছিলে?

ঘোষক। আমারই সেখানে যাওয়া উচিত ছিল মহারাজ। যাদের পাঠিয়েছিলাম, তারা ভ্রাতৃবধূকে অপমান করেছে।

মহীপাল। একজন তার চুলের মুঠিও ধরেছিল।

ঘোষক। বলেন কি আপনি?

মহীপাল। গিয়ে দেখ, তোমার কক্ষে তারা বন্দী। চুলের মুঠি যে ধরেছিল তার শিরশ্ছেদ কর, আর অবশিষ্ট তিনজনকে বিশ ঘা বেত্রাঘাত কর। মৃত সৈনিকের পরিবারের ভরণপোষণ রাজসরকারই করবে। বুঝেছ?

ঘোষক। না মহারাজ। আপনাকে যত দেখছি, ততই আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে যাচ্ছি। কে আপনি, কি আপনি, কি চান আপনি—কিছুই আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

মহীপাল। আমি মরার পরে বুঝতে চেষ্টা করো, এখন নিজের কাজে যাও।

ঘোষক। মহারাজের জয় হক। [প্রস্থান।

মহীপাল। আকাশে আজ মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বাভাস দেখছি।

গীতকণ্ঠে নীলকণ্ঠের প্রবেশ।

নীলকণ্ঠ।—

গীত।

ওরে পাগল, ফিরে আয়!
বিপথে আর ঘুরবি কত, মরণ তোরে পায় পায়!

সবাই যে তোর হল অরি,
বিষে জীবন উঠল ভরি,
ছুটলি কেন মরণপানে, সবাই ভবে বাঁচতে চায়।
করলি না ভোগ জীবনটারে,
ফেললি জলে মুক্তাহারে
রইলি কেন উপবাসী, ভাবতে যে বুক ফেটে যায়।

মহীপাল। নীলকণ্ঠ,—

নীলকণ্ঠ। এ তুমি কি করছ মহীপাল? গোটা রাজ্যটা যে বিদ্রোহী হয়ে উঠল! যারা কোনদিন লাঠি ধরেনি, তারাও আজ অস্ত্র হাতে নিয়েছে। মেয়েগুলো পর্য্যন্ত হাতা বেড়ি ফেলে অস্ত্রে শান দিচ্ছে। সমগ্র বরেন্দ্রভূমিতে নিষ্ক্রিয় বুঝি আর কেউ নেই। সবার সব অস্ত্র উদ্যত হয়ে আছে তোমাকে লক্ষ্য করে।

মহীপাল। তুমি দেখেছ?

নীলকণ্ঠ। দেখেছি। রাজসূয় যজ্ঞের অয়োজন করেছে তারা, শুধু একজন পুরোহিতের অপেক্ষা। একটা বছরের মধ্যে এ কি সর্ব্বনাশ করলে তুমি? এখনও ফিরে এস মহীপাল, নইলে তোমার ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

মহীপাল। সাধনার তরণী কি কূলে এল?

দিব্য ও ভীমের প্রবেশ।

দিব্য। এর অর্থ কি মহারাজ? প্রজাদের বিগ্রহের উপর আপনি কর বসিয়েছেন?

মহীপাল। হ্যাঁ বন্ধু।

দিব্য। যারা কর দেবে না, তাদের বিগ্রহ আপনি রাজপ্রাসাদে ছিনিয়ে এনেছেন?

মহীপাল। সত্য।

দিব্য। কত বিগ্রহ রাজপ্রাসাদে জমা হয়েছে?

মহীপাল। পাঁচ সাতশো হবে।

ভীম। আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা কখনও প্রজার ধর্ম্মের উপর হাত দিয়েছেন?

মহীপাল। না।

দিব্য। তবে আপনার এ দুর্ম্মতি হল কেন?

মহীপাল। কুলাঙ্গার বলে।

দিব্য। আপনি কি মনে করেছেন, প্রজারা কতকগুলো নিষ্প্রাণ পাথরের পুতুল?

মহীপাল। তাই ত দেখছি।

ভীম। মহারাজ মহীপাল,—

মহীপাল। আদেশ কর।

দিব্য। মহারাজ,—আমরা প্রজা, আপনি আমাদের রাজা। রাজাকে আমরা ভগবানের অবতার বলেই চিরদিন পূজো করেছি। আমরা মাথা তুলতে শিখি নি, চুরি করতে জানি না, তাই কি আমরা অপরাধী? তাই কি আমাদের বুকে মই দিতে রাজ-কর্ম্মচারীদের এত উৎসাহ?

মহীপাল। কথাটা কি, তাই বল।

ভীম। আমাদের ঘরে চারজন রাজপুরুষকে পাঠিয়েছিল কে বল?

মহীপাল। আমি।

দিব্য। আমাদের সাতপুরুষের জাগ্রত দেবতাকে ছিনিয়ে আনতে কে আদেশ দিয়েছিল?

মহীপাল। তোমাদের জন্য কোন বিশেষ আদেশ দিই নি। কর যে দেবে না, তার বিগ্রহ ছিনিয়ে আনবার আদেশ আমিই দিয়েছি।

ভীম। আপনি কি জানেন, আমার মা বিগ্রহ কর দিতে অস্বীকার করেছেন বলে একজন রাজপুরুষ তাঁর চুলের মুঠি ধরেছিল?

দিব্য। আপনি এ কথা শুনেছেন?

মহীপাল। তোমার কাছেই শুনছি।

ভীম। কোথায় সে পাষণ্ড?

দিব্য। আমরা এই মুহূর্ত্তে তার ছিন্নশির দেখতে চাই।

মহীপাল। কেন? চুলের মুঠি ধরাতে তোমার ভ্রাতৃবধূর অপমান হয়েছে বুঝি? ছোটলোক কৈবর্ত্তের আবার অপমান!

ভীম। কৈবর্ত্ত ছোটলোক নয়, ছোটলোক আপনি!

দিব্য। এই কৈবর্ত্ত সন্তান ছিল বলেই আপনি আজ বরেন্দ্র-ভূমির সিংহাসনে বসেছেন; আর যাদের প্রাপ্য সিংহাসন, তাদের পাঠিয়েছেন কারাগারে। এই ছোটলোক কৈবর্ত্ত নিজের জীবন বিপন্ন করে আপনার পিতাকে বন্দিত্বের অপমান থেকে রক্ষা করে-ছিল। এই সেদিনও বিদেশীর শ্যেন্ দৃষ্টি এড়িয়ে তার দেহাবশেষ এই ছোটলোকই এনে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে।

মহীপাল। সেনাপতির কর্ত্তব্যই করেছে।

ভীম। কর্ত্তব্য শুধু আমাদের জন্যে, আপনার জন্যে নয়?

মহীপাল। বেরিয়ে যাও বর্ব্বর কৈবর্ত্তের দল।

দিব্য। আমি তাহলে পদচ্যুত?

জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। দাদা! এ তুমি কি কচ্ছ। কাকে কি বলছ দাদা? এ মূর্ত্তি ত তোমার কখনও দেখিনি। নিজের হাতে রাজ্যের স্তম্ভটা তুমি চূরমার করতে চাও?

মহীপাল। স্তম্ভ! কৈবর্ত্ত যদি রাজ্যের স্তম্ভ হয়, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই! বেরিয়ে যাও।

ভীম। এও তুমি সহ্য কচ্ছ কাকা? আমি কিন্তু সইব না।

দিব্য। চল ভীম, চল; ভদ্রলোকের ঘরে ছোটলোকের আর স্থান নেই।

জ্যোতি। কোথায় যাবে মূর্খ? পনর বছর তরবারি চালনা করেছ। রাজার উপর অভিমান করে আজ কাস্তে ধরতে যাবে?

দিব্য। কাস্তে নয় রাজকুমারি। তরবারিই ধরব, তবে রাজার কল্যাণের জন্যে নয়, ধ্বংসের জন্যে। সেদিন যে রাজদণ্ড আমি এক উন্মাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম, আজ তা জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে জনশক্তির হাতে তুলে দেব।

ভীম। আজ থেকে আর আমরা আপনার ভৃত্য নই।

দিব্য। শত্রু! [উভয়ের তরবারি ফেলিয়া প্রস্থান।

জ্যোতি। ফিরিয়ে আন দাদা, সেনাপতিকে ফিরিয়ে আন।

মহীপাল। না।

জ্যোতি। কথা শোন, নইলে সর্ব্বনাশ হবে।

মহীপাল। যে দেশে দিব্য সেনাপতি নেই, সে দেশে কি মানুষ বাস করে না?

জ্যোতি। করে দাদা, কিন্তু অসংখ্য শত্রুর বেড়াজালের মধ্যে তোমার যে এই একটি মাত্র বন্ধু। তুমি ওকে ত্যাগ করো না দাদা।

মহীপাল। ত্যাগ ত করি নি দিদি, শুধু সুতো ছেড়ে দিয়েছি। আবার সে এল বলে।

জ্যোতি। ওরা যে তোমাকে ধ্বংস করবে।

মহীপাল। আমাকে নয়, আমাকে নয়, ধ্বংস করবে এই দেশ-ব্যাপী মাৎস্যন্যায়। চিরদিন আমায় বিশ্বাস করেছ, আজও বিশ্বাস কর, তোমাকে রাজরাণী না করে আমি মরব না।

জ্যোতি। এ যে সব অন্ধকার হয়ে গেল দাদা।

মহীপাল। না রে না, আলোর প্লাবন ছুটে আসছে, তাই চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। আজ বড় আনন্দের দিন। বরেন্দ্রভূমির আজ নবজীবনের সূচনা। গাও দিদি, সেই গানটা গাও,— "সুদর্শনধারি মুরারি।"

[জ্যোতি গাহিতে লাগিল ও মহীপাল করতালি দিতে লাগিলেন।]

গীত।

সুদর্শনধারি মুরারি!
এস নিয়ে বরাভয়, দুর্জ্জনে কর লয়, পিপাসিতে দেহ কৃপা-বারি।
ধর্ম্ম লুকালো মুখ, পাতকে ভরেছে দেশ,
লুপ্ত শক্তি যত, ধ্বংসে ধরেছে কেশ;
বজ্রদহনে আজ জাগাও হে অধিরাজ ঘন ঘোর তিমির বিদারি।

মহীপাল। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

[জ্যোতিসহ প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

পিঙ্গলাক্ষের বাড়ী।

ছদ্মবেশে পিঙ্গলাক্ষের প্রবেশ।

পিঙ্গলাক্ষ। কে আছ বাড়ীতে? ওগো, শুনছ?

ভামিনীর প্রবেশ।

ভামিনী। কোন্ ড্যাকরা রে? এত রাত্রে বাড়ীর ভেতর ঢুকে কে 'ওগো ওগো' কচ্ছে—? কে তুমি?

পিঙ্গলাক্ষ। আমি ফাঁড়িদার।

ভামিনী। সে তোমার দোফালা দাড়ি দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। তা এখানে এত রাত্রে কাকে বাঁধতে এসেছ?

পিঙ্গলাক্ষ। তোমাকে।

ভামিনী। আমাকে! বল কি ফাঁড়িদারের পো? কার বুকে আমি মই দিয়েছি?

পিঙ্গলাক্ষ। আমার বুকে।

ভামিনী। তোমার বুকে! কবে?

পিঙ্গলাক্ষ। ওই যে, পরশু দুপুর বেলা তুমি চান করে ভিজে কাপড়ে বাগানের ধার দিয়ে আসছিলে। দেখে আমার প্রাণটা একেবারে বেদখল হয়ে গেছে। তাই সুযোগ বুঝে আজ পাঁচীল টপকে এলুম।

ভামিনী। বেশ করেছ।

পিঙ্গলাক্ষ। সে শালা বাড়ীতে নেই ত?

ভামিনী। কোন্ শালা?

পিঙ্গলাক্ষ। তোমার সেই ভেরুয়া সোয়ামীটার কথা বলছি।

ভামিনী। না, সে আজ সাতদিন ঘরে নেই।

পিঙ্গলাক্ষ। খুব ভাল হয়েছে। কাছে এস।

ভামিনী। কি রকম বেরসিক লোক তুমি? লাঠি নিয়ে প্রেম করতে এসেছ? লাঠিটা আমায় দাও দেখি।

পিঙ্গলাক্ষ। এই নাও। [ভামিনীর হাতে লাঠি দিল] এইবার কাছে এস।

ভামিনী। পাজি, ছোটলোক, লুচ্চা,—[প্রহার]

পিঙ্গলাক্ষ। এই, এই, আরে আমি, ও ভামিনি,—

ভামিনী। ভামিনীর সাথে পিরীত করতে এসেছ—ড্যাকরা? [প্রহার] তোকে আমি—

পিঙ্গলাক্ষ। আরে দূর ভেমো গয়লানি, নিজের সোয়ামীকে চিনতে পারলি নি? [দাড়ি খুলিয়া ফেলিল]

ভামিনী। অঁ্যা! তুমি!

পিঙ্গলাক্ষ। তুমি!—তোমার মরণ হয় না?

ভামিনী। তা তুমি এতক্ষণ বললে না কেন?

পিঙ্গলাক্ষ। বলবার ফাঁক পেলে ত বলব।

ভামিনী। ইস্, তাই ত, তোমাকে আমি ঠ্যাঙালুম? আমার যে নরকেও স্থান হবে না গো। ওগো, আমার একি সর্ব্বনাশ হল গো?

পিঙ্গলাক্ষ। ওগো, তুমি চুপ কর গো। না হয়, আরও দু ঘা মার গো।

ভামিনী। ওগো আমার—

পিঙ্গলাক্ষ। আবার চ্যাঁচালে তোমাকে আমি পুতনা বধ করব।

ভামিনী। কোথায় গেছলে তুমি? সাতদিন আস নি কেন?

পিঙ্গলাক্ষ। সে ভয়ানক ব্যাপার। রাজা দিব্যকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ভামিনী।। তাতে তোমার বাবার কি?

পিঙ্গলাক্ষ। আরে, সে বেরিয়ে গিয়েই গোটা দেশটাকে নাড়া দিয়ে তুলেছে।

ভামিনী। আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার পেছনে খাঁড়া নিয়ে ছুটেছে। তাই বুঝি ভোল বদলে পালিয়ে বেড়াচ্ছ?

পিঙ্গলাক্ষ। আরে না-না, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

ভামিনী। ভালই করেছ। সেই ত জুতোপেটা করে তাড়াত, তার চেয়ে নিজের থেকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

পিঙ্গলাক্ষ। রাজা যদি দেখতে পায়, তাহলে আমায় সোজা শূলে বসিয়ে দেবে।

ভামিনী। কেন? আমার ইচ্ছে আমি চাকরি করব না। এর জন্যে শূল? ইয়াকি পেয়েছ?

পিঙ্গলাক্ষ। আরে, সে জন্যে নয়। আমি "সামন্ত চক্রে" নাম লিখিয়ে এসেছি।

ভামিনী। সে আবার কি জিনিষ?

পিঙ্গলাক্ষ। ও তুমি বুঝবে না। সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আমরা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব।

ভামিনী। কি যন্ত্র বললে?

পিঙ্গলাক্ষ। যন্ত্র নয়, গণতন্ত্র। রাজার ছেলে আর রাজা হবে না। এবার আমরা সবাই রাজা হব।

ভামিনী। আর মহারাজ মহীপাল?

পিঙ্গলাক্ষ। সে মরবে। খুব শীগ্‌গিরই আমরা রাজধানী আক্রমণ করব।

ভামিনী। তুমিও রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে?

পিঙ্গলাক্ষ। আমিই ত আগে করব।

ভামিনী। হ্যাঁ গা, কদিন ধরে রাজার চাকরি কচ্ছ?

পিঙ্গলাক্ষ। তা, পনর বছর হবে।

ভামিনী। চাকরি নেবার সময় তোমাদের কি শপথ করতে হয়েছিল?

পিঙ্গলাক্ষ। শপথ করেছিলাম,—"আমি যদি পিতার বৈধ সন্তান হয়ে থাকি, অসময়ে রাজাকে ত্যাগ করব না।"

ভামিনী। এমন দুঃসময়ে তবে রাজাকে ত্যাগ করলে কেন? তুমি বুঝি মায়ের জারজ ছেলে?

পিঙ্গলাক্ষ। যা তা বলো না বলছি। সোনা দানা দলিল-ফলিল সব নিয়ে এখনি বেরিয়ে এস।

ভামিনী। পনর বছর যার নুন খেয়েছি, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলেছ তুমি, তোমার সঙ্গে আমি বেরিয়ে যাব? দুত্তোর গমের যন্ত্রের মুখে আগুন।

পিঙ্গলাক্ষ। গমের যন্ত্র নয়, গণতন্ত্র। ভাল চাও ত বেরিয়ে এস। গবাক্ষ এসেছে না? তাকে ডাক।

ভামিনী। কেন? তোমাদের পোঁ ধরবে? তুমি তোমার মায়ের জারজ ছেলে, কিন্তু আমার ছেলে আমার জারজ ব্যাটা নয়।

পিঙ্গলাক্ষ। হারামজাদীকে আমি—

ভামিনী। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। নইলে আমি তোমায় আবার লাঠি পেটা করব।

গবাক্ষের প্রবেশ।

গবাক্ষ। কি হয়েছে মা? এ কি, বাবা এসেছ? এ কদিন কোথায় ছিলে বাবা?

ভামিনী। গমের যন্ত্র তৈরী করতে গেছল।

পিঙ্গলাক্ষ। গমের যন্ত্র না তোমার মাথা। চল্ গবাক্ষ, চল্। যেখানে যা আছে, সব নিয়ে চলে আয়।

গবাক্ষ। কোথায় যাব বাবা?

পিঙ্গলাক্ষ। সামন্ত চক্রে।

গবাক্ষ। তুমি কি সামন্ত চক্রে যোগ দিয়েছ?

পিঙ্গলাক্ষ। আমিও দিয়েছি, তুমিও দেবে।

গবাক্ষ। শুনছ মা?

পিঙ্গলাক্ষ। ওকে কি জিজ্ঞাসা কচ্ছ বাবা? দেখছ না, মেয়েছেলের বারো হাত কাপড়ে কাছা নেই।

গবাক্ষ। কিন্তু বাবা,—

পিঙ্গলাক্ষ। কিন্তু আবার কি? তোমার রাগ হচ্ছে না? তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করে দিয়েছে এই মহীপাল নয়?

গবাক্ষ। সে ত আমার ভালর জন্যেই করেছে বাবা। আগে শেয়াল দেখলে ভয়ে ছুটে পালাতুম, আর আজ বাঘ দেখেও ভয় পাই না। এতদিন নিত্যরোগী ছিলাম, আজ সব রোগ দেহ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। রাজার চেয়ে আমারই ত বেশী উপকার হয়েছে বাবা।

ভামিনী। ঠিকই ত।

পিঙ্গলাক্ষ। এ ব্যাটাও ত বেসুরো গাইছে দেখছি। ভারী তোমরা রাজভক্ত হয়েছ। এই হতভাগা রাজা আমার উপর যে তিনলাখ টাকার খাঁড়া ঝুলিয়ে রেখেছে, সে কথা কি ভুলে গেছ?

গবাক্ষ। ভুলব কেন বাবা? আগুনে হাত দিলে হাত যে পোড়ে, তা কি তুমি জানতে না? মহারাজ দয়ালু, তাই তোমায় দশ হাজার টাকা ছেড়ে দিয়েছেন!

পিঙ্গলাক্ষ। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব শূয়ার। বাপের সঙ্গে তর্ক? তুই আমার সঙ্গে যাবি কি না, তাই বল্।

গবাক্ষ। যাব মা?

ভামিনী। এ কথা তুই আমাকে জিজ্ঞেস কচ্ছিস্? বাপের ব্যাটা যে হয়, সে মনিবের সঙ্গে বেইমানি করে না।

গবাক্ষ। ব্যস, হয়ে গেল। যাও বাবা, তুমি একাই গিয়ে সামন্তচক্রে যোগ দাও। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমার বাপের মুখে তুমি চুনকালি দিতে পার, আমি মুখ্যু বাবা, লেখাপড়া শিখি নি, তোমার মাথাটা আমি ধড় থেকে নামিয়ে দিতে পারি, তাই বলে তোমার মুখে চুনকালি দেব না। যার হাত থেকে তলোয়ার নিয়েছি, তলোয়ার তারই গুণ গাইবে বাবা, দিব্যরও নয়, সামন্তচক্রেরও নয়।

পিঙ্গলাক্ষ। আচ্ছা, আজ আমি যাচ্ছি। যুদ্ধটা হয়ে যাক, তারপর তোদের মা-ব্যাটাকে দেখব।

ভামিনী। ওগো, শোন শোন।

পিঙ্গলাক্ষ। কি?

ভামিনী। কথা হচ্ছে যুদ্ধে যখন যাচ্ছ, তখন আব যে তুমি ফিরবে, তা মনে হয় না। একে সোয়ামী, তার উপর বয়সেও বড়।

দাও, পায়ের ধূলো দাও। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমায় সিঁথেয় সিঁদূর পরতে না হয়।

পিঙ্গলাক্ষ। যা যাঃ চুলোমুখি, যাকে তাকে আমি পায়ের ধূলো দিই না। [পা দিয়া ঠেলিয়া প্রস্থান।

ভামিনী। ছোটলোকের বাচ্ছা। কবে মরবে, কবে আমার হাড়ে বাতাস লাগবে?

গবাক্ষ। চুপ কর না, চলেই ত গেছে।

ভামিনী। শোন্ গবাক্ষ, বলি তুই ত বাপের ব্যাটা?

গবাক্ষ। কি যা তা বলছিস্? মাথা খারাপ হল না কি?

ভামিনী। আমি যা বলছি, শুনে যা। কার্ত্তিক ঠাকুরকে পূজো দিয়ে তোকে আমি পেয়েছিলুম। রূপে ত কার্ত্তিককে হার মানিয়েছিস, গুণে অন্ততঃ তার মত হ। মরতে ত একদিন হবেই; কুকুর বেড়ালের মত রাস্তায় পড়ে মরবি, আর ডোমেরা টেনে নিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেবে, এ যেন আমায় না দেখতে হয়। মরবি ত মানুষের মত মরবি, আর ভুলেও কখনও মনিবকে ত্যাগ করবি না।

গবাক্ষ। তোর কথা আমি ভুলব না। দেখ্ মা, আমার মনে হচ্ছে, রাজাকে যত খারাপ আমরা ভাবছিলুম তত খারাপ সে নয়।

ভামিনী। কি করে জানলি?

গবাক্ষ। একদিন অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হল কে যেন কাঁদছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি, বাগানের ধারে বঙ্গলক্ষ্মীর যে পাথরের মূর্ত্তি আছে, তাকে জড়িয়ে ধরে একটা লোক আকুল হয়ে কাঁদছে আর বলছে,—"বুকের রক্ত দিলাম, তবু তুই জাগবি না মা?" কাছে গিয়ে দেখলাম, সে আমাদের রাজা।

ভামিনী। তারপর?

গবাক্ষ। আমি পা টিপে টিপে চলে এলাম। সেইদিন থেকে আমার জীবনে নতুন জোয়ার এসেছে মা। মনে হচ্ছে, একটা মানুষ দেশের জন্যে সব দিলে, আর আমরা তার পেছনে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনিও দিতে পারব না? তুই আমাকে আশীর্ব্বাদ কর মা, ওরা দেশ দেশ করে মুখে রক্ত উঠে মরুক, আমি যেন রাজার জন্যে বুকের রক্ত দিতে পিছপা না হই।

ভামিনী। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি বাবা নুনের দেনা তুমি যেন শোধ দিতে পার। [প্রস্থান।

গবাক্ষ। জয় মহারাজ মহীপালের জয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন্দিশালা।

সন্তর্পণে দিব্যের প্রবেশ।

দিব্য। কুমার! শূরপাল! রামপাল!

রামপালের প্রবেশ।

রামপাল। কে? সেনাপতি দিব্য! এখানে এই গভীর রাত্রে কি মনে করে সেনাপতি মশায়?

দিব্য। সেনাপতি আর আমি নই রামপাল। সেনাপতি এখন ঘোষক।

রামপাল। ঘোষক সেনাপতি! কেন? আপনি কি পদত্যাগ করেছেন?

দিব্য। পদত্যাগ করি নি, মহারাজ নিজেই আমাকে বিতাড়িত করেছেন।

রামপাল। মহারাজ মহীপাল বিতাড়িত করেছেন সেনাপতি দিব্যকে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না রূপকথা শুনছি?

দিব্য। স্বপ্নও নয়, রূপকথাও নয়। আজ আমার মত শত্রু মহারাজ মহীপালের আর কেউ নেই।

রামপাল। কেন? কেন? কি করেছেন তিনি আপনার?

দিব্য। তাঁর আদেশে রাজকর্ম্মচারীরা আমাদের বাড়ীতে বিগ্রহ-কর ধার্য্য করতে গিয়েছিল। আমার ভ্রাতৃবধূ বললেন,—বিগ্রহকর আমরা দেব না। তারা তখন আমাদের জাগ্রত দেবতা মা চণ্ডীকে ছিনিয়ে আনতে হাত বাড়ালে।

রামপাল। আপনার ভ্রাতৃবধূ নিশ্চয়ই বাধা দিয়েছিলেন?

দিব্য। রাজপুরুষদের একজন তখন তার কেশাকর্ষণ করলে।

রামপাল। কি সর্ব্বনাশ! তারপর? দাদাকে একথা বলেছেন?

দিব্য। বলেছিলাম কুমার। তিনি উত্তর দিলেন,—ছোটলোক কৈবর্ত্তের মেয়ের চুলের মুঠি ধরলে অপমান হয় না। আমি যখন সেই পাষণ্ডের বিচারের দাবী করলাম, তিনি তখন আমাকে রাজ-প্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত করলেন।

রামপাল। কেউ থাকবে না। আপনি যখন বিতাড়িত, তখন এ রাজ্যে রাজার বন্ধু বলতে আর কেউ থাকবে না। মনের কথা কোনদিন কাউকে বুঝতে দিলে না; ভাই বলে যাকে জড়িয়ে ধরবার কথা,—তাকে করেছে পদাঘাত; রাজ্যের স্তম্ভ যারা হতে

পারত, তাদের সবাইকে অত্যাচারে অবিচারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, এত ত্যাগ কোন কাজে লাগল না, এমন একটা জলজ্যান্ত মানুষ সাধ করে নিজের ধ্বংস ডেকে নিয়ে এল! ওঃ—

দিব্য। রামপাল,—

রামপাল। আপনি এখানে এলেন কি করে?

দিব্য। আমার অগম্য স্থান রাজপ্রাসাদে নেই।

রামপাল। বাইরে যেন কার পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। যান যান, চলে যান। কেন আপনি এলেন?

দিব্য। আমি তোমাদের বন্দিশালা থেকে নিয়ে যেতে এসেছি। কোথায় শূরপাল? তাকে ডাক।

শূরপালের প্রবেশ।

শূরপাল। কে ডাকছে আমাকে? এ কি, সেনাপতি দিব্য? আমাদের হত্যা করতে এসেছ? প্রকাশ্য দিবালোকে আসতে সাহস হল না, এসেছ নিশীথের অন্ধকারে? কিন্তু আর আমরা নির্জীব নই। আমাদের একটা আঘাত দিলে আমরা দেব দুটো; আর একটা দেব সুদ।

দিব্য। শুনে সুখী হলুম কুমার। কিন্তু আমি সে জন্যে আসি নি। আর আমি বরেন্দ্রভূমির সেনাপতি নই।

শূরপাল। সেনাপতি নও তুমি?

দিব্য। না। তোমাদর মত আমিও আজ রাজোদ্রোহী।

শূরপাল। শুনছ রামপাল?

রামপাল। শুনেছি মেজদা।

দিব্য। বেরিয়ে এস। আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি।

রামপাল। কোথায়?

দিব্য। যেখানে আমরা সামন্তচক্র গড়ে তুলেছি। তোমরা জান, বরেন্দ্রভূমির প্রজারা মহীপালকে কেউ চায় না। তারা বরং তোমাদের চায়। মহীপাল মরবে। তারপর সামন্তচক্র যাকে রাজা বলে নির্ব্বাচিত করবে, তার মাথায়ই আমরা রাজমুকুট পরিয়ে দেব। বেরিয়ে এস, এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে এস।

রামপাল। তুমি বেরিয়ে যাও রাজদ্রোহী। মহারাজ মহীপালকে তুমি চেন না। গোটা রাজ্যটার উপর সহস্র চোখ মেলে তিনি বসে আছেন। তাঁর শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে বন্দীদের নিয়ে যেতে চাও কে তুমি উন্মাদ? তোমার কি প্রাণের ভয় নেই?

দিব্য। না। ভয় কাকে বলে, আমি তা জানি না। কেন বিলম্ব কচ্ছ? আমার সঙ্গে বেরিয়ে এস; আমি দেখব বরেন্দ্রভূমির রাজপ্রাসাদে কার সাধ্য আমার গতিরোধ করে।

রামপাল। ফিরে যাও হিতৈষী বন্ধু। তুমি রাজদ্রোহী হলেও আমাদের কল্যাণ কামনা করেই এসেছ। নইলে এই মুহূর্ত্তে প্রাসাদটাকে জাগিয়ে তুলে তোমার রাজদ্রোহের পুরস্কার দিতাম।

দিব্য। এ তুমি কি বলছ রামপাল?

রামপাল। বন্দী হলেও আমরা রাজবংশধর। যার তার সঙ্গে যোগ দিয়ে আমরা নিজেদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারব না।

শূরপাল। তুই বলছিস্ কি নির্ব্বোধ? মুক্তির এতবড় সুযোগ আমরা হেলায় হারাতে পারি? তারপর মহীপাল এসে যখন মাথাটা ধড় থেকে নামিয়ে দেবে, তখন?

রামপাল। তখন মরব। তবু মনে সান্ত্বনা থাকবে যে ভাইয়ের হাতে মরেছি।

দিব্য। মরবে কেন কুমার ? তোমরাই বাঁচবে, মরবে শুধু মহীপাল।

রামপাল। আমাদের ভাইয়ের মারণযজ্ঞ কচ্ছ তোমরা, আর আমরা সেই যজ্ঞে আহুতি দেব ?

শূরপাল। কেন দেব না ? সে কি আমাদের রাজদ্রোহী বলে কারারুদ্ধ করে নি ?

রামপাল। রাজদ্রোহীকে কারারুদ্ধ না করলে রাজত্ব চলে না।

শূরপাল। সে কি আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নি ?

রামপাল। যদি করে থাকেন, সে দোষ তাঁর নয় পিতার।

শূরপাল। পিতার কাণে সেই মন্ত্রণা দিয়েছিল।

রামপাল। সবই তোমার অনুমান।

শূরপাল। তোমার মত আমি তাকে কিছুতেই ভাই বলে স্বীকার করব না।

রামপাল। তাতে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না।

শূরপাল। আমি তাকে সিংহাসন থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

রামপাল। সাধ্য থাকে দিও। তাই বলে নিজের ঘরে পরকে ডেকে আনবে কেন মেজদা ?

শূরপাল। রামপাল !

রামপাল। যেও না মেজদা, মরবে।

শূরপাল। মরবে তুমি, আমি বাঁচবার জন্যেই বেরিয়ে যাচ্ছি।

জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। কোথায় যাচ্ছ মেজদা ? তাইত, মহামান্য সেনাপতি দাঁড়িয়ে আছেন দেখছি। বন্দিশালার দোর তাহলে তুমিই খুলেছ ?

দিব্য। হ্যাঁ রাজকুমারি। কুমারদের আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

জ্যোতি। কোথায়? সামন্তচক্রে যোগ দিতে? তুমি রাজদ্রোহী, তুমি দস্যু, তুমি চোর। কেন এসেছ তুমি এ রাজপ্রাসাদে? আমি তোমায় ধরিয়ে দেব।

দিব্য। তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না রাজকন্যা। ক্ষতি হবে তোমার এ ভাই দুটির। দিব্যকে বন্দী করতে পারে, এত বড় দুঃসাহসী রাজপুরুষ এ প্রাসাদে একজনও নেই। আমি এই মুহূর্তে বাতাসে মিশে যাব, কিন্তু তোমার ভাইদের মাথা আজই মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

রামপাল। পড়ুক। তুমি কে আমাদের অযাচিত বান্ধব যে আমাদের মাথা রক্ষা করতে এসেছ?

জ্যোতি। বেরিয়ে যাও তুমি রাজদ্রোহি। শত্রুর বেড়াজালের মধ্যে রাজাকে ত্যাগ করে তুমি সদর্পে চলে গেছ, অন্নদাতার ধ্বংসের জন্যে মারণযজ্ঞের আয়োজন করেছ, আবার তুমিই এসেছ রাজকুমারদের প্রাণরক্ষা করতে? ভণ্ড, প্রবঞ্চক, লজ্জা নেই তোমার?

দিব্য। কিসের লজ্জা? আমি যে ছোটলোক। লজ্জা মান সম্ভ্রম আমার কি থাকতে পারে রাজকুমারি? রাজপুরুষেরা আমাদের কুলনারীদের চুলের মুঠি ধরলে রাজার বিচারে তাদের অপরাধ হয় না, শোন নি সে কাহিনী? শোন নি যে দীর্ঘ পনর বছর বুকের রক্ত যে রাজবংশের জন্য ঢেলে দিয়েছি, তারই বিচারে আজ আমি পদাহত, বিতাড়িত, রাজপ্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত?

জ্যোতি। একদিনের শাসনটাই শুধু মনে রেখেছ, আর দশ বছরের সোহাগ বুঝি মনে নেই? বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ।

রামপাল। জ্যোতি,—

শূরপাল। তুই হতভাগী দোর আগলে দাঁড়ালি কেন? সরে যা।

জ্যোতি। না, রাজদ্রোহীর সঙ্গে তোমাকে আমি যেতে দেব না। রাজা হবে মনে করেছ? সিংহাসন ত দাদা নিজেই তোমাকে দিতে চেয়েছিল। তখন বুঝি নিতে লজ্জা হয়েছিল?

শূরপাল। আমি কি ভিক্ষুক যে তার হাত থেকে ভিক্ষে নেব।

জ্যোতি। ভাইয়ের স্নেহের দান হল ভিক্ষে, আর যারা তোমার কেউ নয়, তাদের অনুগ্রহ তোমার কাছে শ্রদ্ধার প্রণামী!

শূরপাল। আমি তোকে গলা টিপে হত্যা করব।

জ্যোতি। আমি তোমাকে এখনি ধরিয়ে দেব। কে আছ এখানে?

দিব্য। কেউ নেই। থাকলেও দিব্য কাউকে গ্রাহ্য করে না।

জ্যোতি। রক্ষি, প্রহরি,—সৈন্যগণ,—

রামপাল। চুপ কর বোন্, সর্ব্বনাশ করো না।

দিব্য। ডাক, সবাইকে ডেকে আন। সহস্র সৈন্যের মাঝখান দিয়ে আমি কুমারকে নিয়ে বেরিয়ে যাব, কারও সাধ্য থাকে, আমায় বাধা দিক। শোন রাজকন্যা, শোন রামপাল, সমগ্র বরেন্দ্রভূমি আজ দাবানলে জ্বলে উঠেছে। অবিচারে—অত্যাচারে কেঁচোগুলোও আজ সাপের মত ফণা তুলে এগিয়ে আসছে। জনশক্তির এ দুর্ব্বার গতি রোধ করবার সাধ্য কারও নেই। বলো তোমাদের অত্যাচারী রাজাকে,—"অনন্ত সামন্ত চক্রের" চরম আদেশ আমি এইখানে দাঁড়িয়ে তারস্বরে জানিয়ে যাচ্ছি, মহীপাল মরবে, আর তার সঙ্গে সহমরণে যাবে তোমরা অকর্ম্মণ্য অপদার্থ রাজভক্তের দল।

[প্রস্থান।

শূরপাল। অতএব তোমার মোয়াও গেল, হাতও গেল।

[প্রস্থান।

জ্যোতি। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? রাজদ্রোহী প্রাসাদে প্রবেশ করে বন্দীকে নিয়ে পালিয়ে যাবে?

সহসা মহীপালের প্রবেশ।

মহীপাল। তুমি গেলে না রামপাল?

রামপাল। এ কি, দাদা?

জ্যোতি। তুমি জেগে আছ, তবু রাজদ্রোহী বন্দীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে? প্রহরীদের ডাক, সৈন্যদের জাগিয়ে তোল।

মহীপাল। থাক্। তুমিও যাও রামপাল। কেউ তোমায় বাধা দেবে না।

রামপাল। আমি যাব না।

মহীপাল। আমি তোমায় মুক্তি দিচ্ছি।

রামপাল। চাই না আমি মুক্তি।

মহীপাল। বন্দিশালায় চিরদিন আবদ্ধ হয়ে থাকবে?

রামপাল। তাই থাকব। তবু অপরকে ডেকে এনে নিজেদের বংশটাকে ধ্বংস করব না।

মহীপাল। কিন্তু আমি ত তোমার শত্রু।

রামপাল। তুমি আমার শত্রু হতে পার, কিন্তু আমি তোমার শত্রু নই।

জ্যোতি। আশ্চর্য্য! তোমার রাগ হচ্ছে না?

রামপাল। কেন যে রাগ হচ্ছে না, তা বুঝতে পাচ্ছি না।

মহীপাল। যাও রামপাল, চলে যাও। শুনলে ত সামন্তচক্রের দণ্ডাদেশ? তারা আমাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিয়ে হয়ত ওই অকর্ম্মণ্য শূরপালকে সিংহাসনে বসাবে। তুমি ওদের সঙ্গে যোগ

দিলে হয়ত রাজমুকুট তোমারই মাথায় উঠবে। আমি যা পারি নি, তোমার শক্তি আছে, তুমি তা পারবে।

রামপাল। আমি রাজমুকুট চাই না, সিংহাসন চাই না, চাই শুধু তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মরতে।

মহীপাল। কি বিচিত্র এই সংসার! দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে কোথা থেকে এল এই পান্থপাদপ? মাৎস্যন্যায়ের যুগে ধর্ম্ম যেখানে মুখ ঢেকেছে, স্নেহ দয়া মায়া যেখানে পুঁথির পাতায় আত্মগোপন করেছে, মা যেখানে সন্তানের মুখে বিষের বাটি তুলে দেয়, সেখানে কে সৃষ্টি করলে মমতার এ দুটি জীবন্ত বিগ্রহ? কাছে এস ভাই, কাছে এস বোন, সমগ্র পৃথিবী আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দেয় দিক। আমি যখন থাকব না,—তখন তোমরা দুজন আমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢেকে দিও, আর পথচারীদের বলো,—মহীপাল পাগল ছিল, কিন্তু দেশদ্রোহী ছিল না। [রামপাল ও জ্যোতিকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন]

ঘোষকের প্রবেশ।

ঘোষক। মহারাজ, আপনি এখানে! আমি আপনাকে প্রাসাদময় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মহীপাল। কেন?

ঘোষক। সামন্তচক্র রাজধানী আক্রমণ করেছে।

সকলে। আক্রমণ করেছে!

রামপাল। নগরে প্রবেশ করলে কি করে?

ঘোষক। পিঙ্গলাক্ষ গুপ্তপথে প্রবেশ করে তোরণদ্বার খুলে দিয়েছে। পিল পিল করে শত্রুসৈন্য রাজধানীতে প্রবেশ কচ্ছে।

জ্যোতি। কত সৈন্য তাদের বলতে পার?

ঘোষক। লেখা জোখা নেই। সমগ্র কৈবর্ত্ত সম্প্রদায় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বরেন্দ্রভূমির হাজার হাজার প্রজা। কামার কুমোর চাষী তাঁতী কেউ বুঝি আর নিরস্ত্র নেই মহারাজ।

মহীপাল। কোথায় পেলে তারা অস্ত্র?

ঘোষক। ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না মহারাজ। নীলকণ্ঠ বলছিল, হাতীমারার হাওরে হানাবাডীর মধ্যে করালী ডাকাতের বহু অর্থ আর অস্ত্র সঞ্চিত ছিল।

মহীপাল। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছিল ঘোষক, ছিল। করালী মরার সময় আমাকে বলে গিয়েছিল, এত অর্থ আর এত সম্পদ্ কোন সম্রাটের ভাণ্ডারেও নেই।

জ্যোতি। একথা শুনেও তুমি তা রাজধানীতে নিয়ে আসতে পারলে না? তোমার মত বিষয়বুদ্ধিহীন লোকের রাজা না হয়ে গাড়োয়ান হওয়াই উচিত ছিল। এখন কপালে করাঘাত কর, আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দাও।

মহীপাল। কি করে জানব বল যে শত্রুরা হানাবাড়ীতেও হানা দেবে। এ নিশ্চয়ই ওই ছোটলোক কৈবর্ত্তের কাজ।

জ্যোতি। ছোটলোক তুমি। রাজা হওয়া ওদেরই সাজে, তোমার নয়। ওদের হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে তুমি গিয়ে লাঙ্গল চাষ কর। সেই তোমার বিধিলিপি।

[প্রস্থান।

ঘোষক। মহারাজ!

রামপাল। মহারাজের মুখের দিকে চাইছ কি ঘোষক? সৈন্যদের

জাগিয়ে তোল। কাল প্রভাতের সূর্য্য উদিত হবার আগেই আমরা শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। হয় জয়, নয় মৃত্যু। জয় পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজ মহীপালের জয়।

[প্রস্থান।

মহীপাল। ঘোষক, তুমি দেখলে? চাষী তাঁতী কামার কুমোর সবাই অস্ত্র ধরে এগিয়ে আসছে? ভয়ে কেউ কাঁপছে না? সঙ্কোচে কারও পা টলছে না? কেউ ওদের পিছু ডাকছে না?

ঘোষক। না মহারাজ। বাঙ্গালীর ঘরের সাধারণ মানুষের এমন ভয়াল মূর্ত্তি আমি আর দেখি নি।

মহীপাল। এ অঘটন কে ঘটালে ঘোষক? যারা মার খেয়ে পালাবার পথ খুঁজত, ধমক দিলে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, কে দিলে তাদের বুকে এ দুর্জ্জন সাহস?

ঘোষক। আপনিই দিয়েছেন। না বুঝে আপনি প্রজাদের উপর যত অত্যাচার করেছেন, ততই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। রাজাকে যারা ভগবানের অবতার বলে মনে করত, তারা আজ বলছে,— রাজা মহীপালকে আমরা মূষিকের মত বধ করব।

মহীপাল। বলছে? তাই ত ঘোষক, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। ভয়ে যে আমার রক্ত হিম হয়ে আসছে। যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে ত?

ঘোষক। পারব কি না জানি না; তবে প্রাণ থাকতে আপনাকে ত্যাগ করব না। জয় পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজ মহীপালের জয়। [প্রস্থান।

মহীপাল। ওরে ঢাক বাজা, শাঁক বাজা, বাঙালী জেগেছে, মহীপালের সাধনার তরী কূলে এসে পৌঁছেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসুন্ধরা। ও মহীপাল, তুমি এখানে কি কচ্ছ? দূরে ও কারা চীৎকার কচ্ছে?

মহীপাল। ছোটলোক কৈবৰ্ত্তেরা চীৎকার কচ্ছে মা।

বসুন্ধরা। কেন? কি বলছে ওরা?

মহীপাল। বলছে,—রাজা মহীপালকে আমরা চাই না। আমরা শূরপালকে রাজা করব।

বসুন্ধরা। এ যে অসংখ্য লোকের চীৎকার! ওদের সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র নেই ত?

মহীপাল। আছে মা, লাঠি কাস্তে আর হাতুড়ি। মেয়েরা নাকি সম্মার্জনী নিয়ে আসছে।

বসুন্ধরা। তবে তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? একধার থেকে হত্যা কর। কৈবৰ্ত্তের বংশ নির্ম্মূল কর। আর ঐ দিব্যটাকে বেঁধে এনে জীবন্ত সমাধি দাও।

মহীপাল। আমি আর ওদের ছায়া মাড়াব না। ঘোষককে পাঠিয়েছি। সে ওদের একজনকেও ফিরে যেতে দেবে না।

বসুন্ধরা। তার আগে এই ছেলেদুটোকে হত্যা কর।

মহীপাল। হত্যা করতেই ত এসেছিলাম মা। কিন্তু এসে দেখলাম,—শূরপাল পালিয়ে গেছে।

বসুন্ধরা। পালিয়ে গেছে? এতদিনের মধ্যে তুমি এদের সরিয়ে দেবার আর অবসর পেলে না?

মহীপাল। বড় ভুল করেছি মা। এখন অনুতাপে বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। ওঃ—

বসুন্ধরা। এমন নির্ব্বোধ আমি পেটে ধরেছিলাম? সেদিন বিষমাখা পায়েস খাইয়ে আমি ওদের ভবলীলা শেষ করতে এসেছিলাম, বাধা দিলে তুমি নিজে।

মহীপাল। বিষমাখা পায়েস! কই, তা ত তুমি বললে না।

বসুন্ধরা। তোমার ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই? সতীনপোদের পরমান্ন খাওয়াব আমি! রামপাল কোথায়? সেও কি পালিয়ে গেছে?

মহীপাল। না। সে আমার বশ্যতা স্বীকার করেছে।

বসুন্ধরা। আর তুমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠেছ, না? এরা গোখরো সাপ! আজ যদি এদের মাথায় লাঠি না মার, কাল নিশ্চয়ই তোমার মাথায় ছোবল মারবে। শূরপালের সন্ধান কর, আর রামপালকে এখনি হত্যা কর।

মহীপাল। কেন মা তুমি উঠে এলে? কোন চিন্তা নেই তোমার। যে ভুল একবার আমি করেছি, দ্বিতীয়বার আর সে ভুল করব না। শূরপাল রামপালের হাতে মরবে, আর রামপাল মরবে আমার হাতে। ভয় কি তোমার? তোমার মত মা যার, যমেও তাকে স্পর্শ করতে ভয় পায়।

বসুন্ধরা। কবে তুমি ওই ছেলেদুটোর রক্তে আমার পা ধুয়ে দেবে?

মহীপাল। আর দেরী নেই মা। বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠেছে। শমন শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলের রক্তে পা ধুয়ে দিলে এতই যদি তোমার শান্তি হয়, দুদিন অপেক্ষা কর মা; মনোবাসনা তোমার নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।

বসুন্ধরা। মনে থাকে যেন।

[প্রস্থান।

মহীপাল। জেগেছ যদি, আর ঘুমিও না বরেন্দ্রভূমি। জগৎকে দেখিয়ে দাও যে তুমি সিংহের জননী, শৃগালের নও।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মহাভারতের বাড়ী।

মহাভারতের প্রবেশ।

মহা। ও বৌমা,—বৌমা,—

তরঙ্গিনীর প্রবেশ।

তরঙ্গিনী। এই যে আপনি এসেছেন।

মহা। কি কচ্ছিলে তুমি?

তরঙ্গিনী। ছেলেটাকে গান শেখাচ্ছিলাম বাবা।

মহা। ওসব কি ছাই পাঁশ গান? চাষার ছেলে,—খেতখামারের গান গাইবে, চাই কি দুখানা ঠাকুর দেবতার গান গাইবে। তা নয়, দিত রাত কেবল জাগো বাঙালি, তেড়ে ওঠ বাঙালি, গুষ্ঠীর মাথা কর বাঙালি—এসব কি শুনি? বাড়ীটাকে কি তুমি পাগলা গারদ করে তুললে?

তরঙ্গিনী। পাগলা গারদ আমাদের ঘর নয়, রাজবাড়ী। পাগলের সেরা পাগল রাজা মহীপাল। আমরা তার শল্য চিকিৎসা করব।

মহা। কি, রাজার তিকিচ্ছে করবে তোমরা? হয়ে গেল। একথা

রাজার কাণে যখন উঠবে, তোমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে চালকুমড়োর মত বলি দেবে।

তরঙ্গিনী। তাই দিক। এ অপমানের চেয়ে সেও ভাল।

মহা। আরে দূর অপমান! চুলের মুঠিটা যদি মনে কর ধরেই থাকে, তাতে হয়েছেটা কি? তার জন্যে তুমি চুল বাঁধবে না? ঠেঙ্গিয়ে ত সে ব্যাটাদের আমসত্ত্ব বানিয়ে দিয়েছ, তবু তোমার রাগ গেল না?

তরঙ্গিনী। না। রাজা কি করেছেন জানেন? দিব্য আর ভীম রাজার কাছে বিচার চাইতে গিয়েছিল। বিচার করা দূরে থাক, তিনি তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

মহা। বেশ করেছে,—তার বাড়বাড়ন্ত হক। কোথায় তারা? কম্‌নে গেল সে ভীম শূয়ার? আমি তাকে অমনি ঘরে ঢুকতে দেব না। মাথা মুড়িয়ে গোবর খাইয়ে তবে ঘরে তুলব। তুমি যে তখন ছেনো করে জড়িয়ে ধরবে, সেটি হবে না। আমি ওকে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ব।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। এই যে, দাতু এসেছ দেখছি। রাগ করে কোথায় গিয়েছিলে? শ্বশুর বাড়ী না কি?

মহা। জুতিয়ে লম্বা করব।

ভীম। তা না হয় করলে। কিন্তু জুতো তোমার হাতে কেন? জুতো পরতে হয় মাথায়, তাও জান না?

তরঙ্গিনী। কেন বুড়োমানুষের সঙ্গে রহস্য কচ্ছ?

ভীম। কচ্ছি কি সাধে? দেখ দেখি তুজোড়ার তুটো জুতো

নিয়ে কুটুমবাড়ী ঘুরে এল! তারা দু রকম জুতো দেখে মনে করলে কি?

মহা। পায়ে দিয়েছি না কি যে মনে করবে?

ভীম। শোন মা, তোমার শ্বশুরের কীর্ত্তি শোন।

মহা। খুব শুনেছে। তোমার নিজের কথা বল। খুব ত দর্প করে হন হন করে বেরিয়ে গিয়েছিলে। হালে পানি পেলে না? হলে না মন্ত্রী ফন্ত্রী? খুড়ো ভাইপোকে দিয়েছে ত কাণ ধরে তাড়িয়ে?

তরঙ্গিনী। যান বাবা, আপনি ঘরে যান। স্নানাহার করে আগে সুস্থ হন, তারপর সব বলছি॥

ভীম। ক্ষিধের জ্বালায় যেন জুতোজোড়া খেয়ে বসো না।

মহা। যা যাঃ। মনিব কাণ ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে, তার আবার বড় বড় কথা। গলায় দড়ি দিলি নে কেন শূয়ার?

ভীম। দিয়েছিলুম কর্ত্তা। হঠাৎ তোমার মুখখানা মনে পড়ে গেল। আর মরা হল না।

মহা। ওঃ—ভারী আমার পিরীতের বেয়াই।

ভীম। তুমি এখন রন্ধনশালায় গিয়ে পান্তা ভক্ষণ কর গে। মা,—ঘরটা খুলে দাও, গাড়ী আসছে।

মহা। কিসের গাড়ী?

তরঙ্গিনী। অস্ত্রের গাড়ী বাবা। গিয়ে দেখুন, ঠাকুরঘর অস্ত্রে বোঝাই হয়ে গেছে।

মহা। কিসের অস্তর?

তরঙ্গিনী। যুদ্ধের অস্ত্র।

মহা। কোথা থেকে এল?

ভীম। করালী ডাকাতের হানাবাড়ী থেকে এল।

মহা। আরে কার সঙ্গে কার যুদ্ধ হবে?

ভীম। হবে নয়, হচ্ছে। সামন্তচক্র রাজধানী আক্রমণ করেছে।

মহা। আক্কারা করেছে তোদের ওই গুষ্টীর মাথা চক্র? তবে যে দিব্য বলে গেছল ওই গুষ্টীর মাথায় ঢুকবে না?

ভীম। সে সব এখন উল্টে পাল্টে গেছে। কাকা নিজেই যুদ্ধ চালনা কচ্ছে।

মহা। ও বৌমা, এ শূয়ার বলছে কি?

তরঙ্গিনী। ঠিকই বলছে বাবা। সমস্ত বরেন্দ্রভূমি আজ ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে। একশো বছর ধরে তারা মুখ বুজে সয়েছে রাজার অত্যাচার; রাজপুরুষদের চোখরাঙানী আর কারণে অকারণে অপমান। আর তারা সইবে না। নির্ব্বিরোধী গৃহদেবতার উপরও যার অত্যাচারের বিরাম নেই, তাকে এরা আর সিংহাসনে বসে রাজদণ্ড চালনা করতে দেবে না। শুনে সুখী হবেন বাবা, এই বিদ্রোহে প্রধান অংশ নিয়েছে কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়, আর সবার নেতৃত্ব কচ্ছে আপনারই ছেলে দিব্য।

মহা। অ্যাঁ! [জুতাশুদ্ধ গালে হাত দিল]

ভীম। দূর বুড়ো, জুতো গালে দিলে দেখ। [জুতা ফেলিয়া দিল]

মহা। ও বৌমা, এ তোমরা করলে কি?

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব।—

গীত।

কাস্তে ছেড়ে অস্ত্র ধর, দস্যু এল দ্বারে,
জয় মা বলে ঝাঁপিয়ে পড়—অচিন্ অন্ধকারে।

ক্ষণে ক্ষণে লাঞ্ছিত যে, বেঁচে কি তার ফল,
মরার মত মরব মোরা, ফেলব না আর অশ্রুজল!
রোগে ভুগে মরার চেয়ে
মরব অরির রক্তে নেয়ে
ধন্য হবে পিতামাতা বিলিয়ে দিলে জীবনটারে।

মহা। বেরো হতভাগা ডিংরে, আমার হাতে অস্তর তুলে দিতে এয়েছ শূয়ার? মারব এক চড়।

ভৈরব। মার, তবু হাত আস্থক।

ভীম। চিরদিন মার খেয়ে কেঁদেছ, কখনও হাত তোল নি। হাতীর মত দেহ তোমাদের,—তবু চিরকাল মশার হুল সহ্য করেছ। আজ একবার চোখ চেয়ে দেখ,—তোমরা পোকামাকড় নও, হাতী।

ভৈরব। পিঠের উপর যারা চড়ে বসতে চায়,—তাদের মাটিতে ফেলে দুপায়ে মাড়িয়ে দাও। চলে এস।

মহা। কোথায়?

ভৈরব। যুদ্ধে।

মহা। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব।

ভৈরব। অস্ত্র নাও।

মহা। বেরো বিচ্ছু শূয়ার।

ভীম। তোমার ছেলে এত বড় যুদ্ধের নায়ক। তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

মহা। হচ্ছে না আবার?

ভৈরব। তুমি কি মনে করেছ, সবাই যুদ্ধ করবে, আর তুমি ঘরে ঘোমটা দিয়ে বসে থাকবে?

মহা। ঘোমটা ত দেবই, শাড়ীও পরব, চুড়িও হাতে দেব।

ভীম। তুমি মানুষ না কি?

মহা। আমি বনমানুষ।

ভৈরব। তোমার লজ্জা করে না?

মহা। করে—তোমাদের জন্যে। চিরটা কাল ধরে আমরা ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছি, দেশের মানুষকে পেট ভরে খাইয়ে নিজেরা উপোস করেছি। মার খেয়েছি, কিন্তু মার দিই নি কখনও। রাজার খাজনা গুণে দিয়েছি, কখনও জবাব চাই নি। রাজাকে আমরা সাক্ষেৎ দেবতা বলে জেনে এসেছি। আজ আমারই ঘরে রাজাকে মারবার জন্যে অস্তর জমা হচ্ছে?

তরঙ্গিনী। তাই ত হবে বাবা। সেনাপতি দিব্য ছাড়া এত বড় সম্পদ্ আর কার ঘরে জমা হতে পারে?

মহা। কে এসব নিয়ে এল?

ভৈরব। দাদা।

মহা। আর তোর মা বুঝি পাহারা দিচ্ছে। আর তুমি? তুমি শূয়ার কি কচ্ছ?

ভৈরব। আমি শূয়ার শত্রুর গোপন খবর এনে কাকার কাছে দিয়ে আসছি।

মহা। গুষ্টিশুদ্ধু আসরে নেমে গেছ? বেশ করেছ। রাজার টিকটিকি গুলো আনাচে কানাচে ঘুরছে, একধার থেকে কচুকাটা করবে।

ভীম। গিয়ে দেখ, চারজন টিকটিকির একটাও বেঁচে নেই। যারা আমাদের বিরুদ্ধে একটা আঙুল তুলবে তাদের আমরা এমনি করে যমের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

ভৈরব। রামায়ণ মহাভারত কাউকে বাদ দেব না, বুঝে কাজ করো।

[প্রস্থান।

মহা। ও বৌমা, দোহাই মা তোমার, ছেলেগুলোকে তুমি ফিরিয়ে আন। তুমি মুখের কথা বললে দিব্য কেঁচো হয়ে যাবে। আমি যে কটা দিন আছি, সে কদিন এদের তুমি বাঁচতে দাও।

তরঙ্গিনী। তাই হবে বাবা। ওরা আপনার বংশধর, ওরা বেঁচে থাক। আমি পরের মেয়ে,—এ অপমানের বোঝা নিয়ে আমিই পৃথিবী থেকে সরে যাব।

নকুলের প্রবেশ।

নকুল। কার উপর অভিমান কচ্ছ দিদি? আমরা শপথ করেছি, তোমার অপমানের প্রতিশোধ যতদিন না নিতে পারব, যতদিন দেশের অপহৃত বিগ্রহগুলোকে আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারব, ততদিন কেউ আমরা শয্যায় শয়ন করব না।

মহা। তুমি ছোকরাই বৌমার মাথাটা বেশী করে বিগড়ে দিয়েছ। আর একটা সেই বুড়ো গিধেবাড়। একবার যদি লোকটাকে পাই,—কাস্তে-কাটা করে ছেড়ে দেব। কোথায় থাকে লোকটা বলতে পার?

নকুল। আমরাও তাকে খুঁজছি। কেউ তার সন্ধান বলতে পাচ্ছে না।

তরঙ্গিনী। অথচ করালী ডাকাতের বিপুল সম্পদের সন্ধান সেই আমায় দিয়ে গেছে।

মহা। তবে আর দেখতে হবে না; রাজা তাকে যমের বাড়ী

পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার বাড়ী থেকে এই সব অস্তর ফস্তর নিয়ে যাও বলছি। নইলে আমি বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এক বিগে চলে যাব।

নকুল। এ আপনি কি বলছেন ?

মহা। কি বলছি বুঝতে পাচ্ছ না ? কাটাকাটি করে মরতে হয়, তোমরা মরো গা, আমার ছেলে বউ নাতীরা মরবে কেন ? রাজার সঙ্গে লড়বে ! ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দ্দার !

নকুল। সেনাপতি দিব্যের পিতা আপনি, আপনার মুখে এই কথা ? শুনছ দিদি ?

তরঙ্গিনী। যুদ্ধ বন্ধ কর। অপমান হয়েছে আমার, অপমান হয়েছে পাথরের ঠাকুরের। তার জন্যে তোমাদের প্রাণ দিতে হবে না। আমি যাচ্ছি রাজবাড়ী ; রাজার সঙ্গে বোঝাপড়া আমিই করব।

[প্রস্থান।

মহা। ও বৌমা, ও বৌমা,—

নকুল। দিদি,—

মহা। হাত্তোর দিদির নিকুচি করেছে। মেয়েটা হন হন করে চলে গেল, আর তুমি তার হাতখানা টেনে ধরতে পারলে না ?

নকুল। ধরে কি হত ? আপনি যখন তার অপমানের প্রতি-শোধ নিতে দেবেন না,—তখন তার মরাই ভাল।

মহা। তোমার আর বলতে আটকাচ্ছে কিসে ? বুকটা ভেঙ্গে গেলে আমারই ভাঙ্গবে। ও আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমার মরা ছেলের বউ, আমার মেয়ে, আমার মা ! রাজবাড়ী গেলে ওর কি হবে বুঝতে পাচ্ছ ?

নকুল। কি আর হবে? করাত দিয়ে কাটবে।

মহা। করাত দিয়ে! সে যে বড় বিশ্রী হবে ছোকরা। ডাক ডাক, ফিরিয়ে আঁান।

নকুল। ও আর ফিরবে না জ্যাঠা! আপনি যখন যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন,—

মহা। বন্ধ করে দিলুম? আমি বললেই বন্ধ হবে? তুমি অতি অখাত্ত ছোকরা। আমার বউমা যদি না ফেরে, তোমাদের সবাইকে আমি খাব।

[প্রস্থান।

নকুল। বদ্ধ পাগল। কিন্তু এই বুড়ো লোকটা গেল কোথায়? এত উৎসাহ দিয়ে কাজের সময় গা-ঢাকা দিলে! তাই ত, সংসারে মানুষ চেনা দায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। অসভ্য ইতর ছোটলোক, এতকাল যার নুন খেলে, তারই বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে? দাদাও অবশ্য কাজটা ভাল করে নি। কৈবর্ত্ত ছোটলোক বলে গাল দেবার কি দরকার ছিল? ছোটলোক বললেই যে হনহন করে চলে যেতে হবে, এই বা

কোন্ কথা? মরুক গে যাক, আমি তার কথা ভাবতে গেলাম কেন? দেখ দেখি, চোখ বুজলেই সেই ভূতটা এসে সামনে দাঁড়ায়। ভূত বলাটা অবশ্যি ঠিক হল না; কারণ লোকটা দেখতে খুব খারাপ নয়। তা হলেও শত্রু—শত্রু, ওর আবার ভালমন্দ কি?

রামপালের প্রবেশ।

রামপাল। দাদা কোথায় জ্যোতি?

জ্যোতি। দেখ কোথায় বসে গান গাইছে।

রামপাল। গান গাইছে কি রকম?

জ্যোতি। জান না বুঝি? দাদা যে আজকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও গান গায়।

রামপাল। বলিস কি রে? পাগল হয়ে গেল না কি? এদিকে শত্রুসৈন্য যে নগরের প্রায় অর্দ্ধেক অধিকার করেছে।

জ্যোতি। বল কি ছোড়দা? এত শক্তি ওরা কোথায় পেলে বল দেখি।

রামপাল। কোথায় পেলে বুঝতে পাচ্ছ না? একজনের শক্তিতেই ওরা এত শক্তিমান্। দাদাকে যুদ্ধ করতে দেখে তুমি একদিন বিস্ময়ে অবাক হয়েছিলে না? দিব্য বোধহয় তাঁর চেয়েও দুর্দ্ধর্ষ।

জ্যোতি। তাই না কি? দেখতে ত গোবর গণেশের মত। তোমাদের খুব মার দিয়েছে বুঝি?

রামপাল। আমার সঙ্গে এখনও সাক্ষাৎ হয় নি। ঘোষক দুবার যমালয় দেখে এসেছে। সৈন্য সামন্ত কত যে মরেছে, তার সংখ্যা নেই। একটা মানুষ যেন সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে। যেদিকে তাকাই, শুধু দিব্য আর দিব্য।

জ্যোতি। এ ত বড় ভয়ের কথা ছোড়দা। সেই লোকটাই বুঝি ওদের সৈন্যচালনা কচ্ছে? কি করলে তোমরা এতগুলো বীরপুরুষ? লোকটাকে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারলে না? আমি তাকে—

রামপাল। পদাঘাত করতে?

জ্যোতি। না না, পদাঘাত করব কেন? হাজার হক,—একটা সেনাপতি ত।

রামপাল। তাহলেও সে বেইমান, রাজদ্রোহী।

জ্যোতি। বেইমান ঠিক নয়। রাজা নিজেই ত তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

রামপাল। তাই বলে সে রাজ্যটা আক্রমণ করবে? এত-দিনের অন্নদানের কি এই প্রতিদান? ছোটলোক কৈবর্ত্তের বুদ্ধিই এমনি।

জ্যোতি। যাও যাও, কথায় কথায় কেবল ছোটলোক আর ছোটলোক।

রামপাল। তুমি তাবলে রাগের অপব্যয় কচ্ছ কেন?

জ্যোতি। লোকের জাত তুলে গালাগাল আমি ভাল বাসি না। হলই বা সে আমাদের পরম শত্রু; পার তোমরা তাকে রণস্থলে বধ—থুড়ি বন্দী কর। তাই বলে তার জন্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করা ঘোর অন্যায়।

রামপাল। তুমি বসে বসে তার গুণগান কর। আমি দেখছি দাদা কোথায়।

জ্যোতি। তাই যাও। আচ্ছা, লোকটার ওই ত চেহারা, পোষাক টোষাক পরে কি রকম দেখাচ্ছে বল দেখি।

রামপাল। কৈবর্ত্তকে রাজবেশ পরালেও কৈবর্ত্তের মতই দেখায়।

[প্রস্থান।

জ্যোতি। কথা শুনলে? এদের ভাল হবে? এত যাদের আভিজাত্য, তারা করবে রাজত্ব? যাক গে, আমার আর কি? লোকটাকে একবার দেখতে পেলে হত। ছোড়দা কিছু মনে করল্লে না কি?

গীত।

ওরে পাখি ভাই!
উড়ে গিয়ে আয় দেখে তুই, সে চোখে কি নিদ্রা নাই?

মহীপালের প্রবেশ।

জ্যোতি—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সে আঁখিতে আমার মত জল ঝরে কি অবিরত?
এমনি বুকে স্মৃতির অনল জাগে কি তার সর্ব্বদাই?
পাহাড় সম দিনগুলি হায়,
নড়ে না যে, কি হল দায়,
অকূল গাঙে তরী বেয়ে যত চলি, কূল না পাই।

মহীপাল। জ্যোতি,—

জ্যোতি। এ কি? দাদা! তু—তুমি কখন এলে?

মহীপাল। এইমাত্র।

জ্যোতি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছিলে বুঝি?

মহীপাল। গান? কই,—না ত। কে গান গাইছিল? রামপাল এসেছিল না? কোথায় গেল সে?

জ্যোতি। তোমার সন্ধানেই ত গেল। হ্যাঁ দাদা, শত্রু সৈন্য তাহলে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে? এ কি হল দাদা? যারা কোনদিন অস্ত্র ধরে নি, তাদের হাতে আমাদের সৈন্যগুলো এমনি করে মার খেলে? ঘোষককে না কি মেরে চ্যাপ্টা করে দিয়েছে?

মহীপাল। সব ওই ছোটলোক কৈবর্ত্ত দিব্যের কাজ। সে যদি না থাকত, তাহলে প্রজাদের এত সাহস হত না।

জ্যোতি। তুমি যদি তাকে ছোটলোক না ভেবে মানুষ বলে ভাবতে, তাহলে এ বিপর্য্যয় ও হত না।

মহীপাল। তুমি ভেবো না বোন। আমি বলছি, দিব্য মরবে।

জ্যোতি। মরবে!

মহীপাল। আর দুটো দিন অপেক্ষা কর। তার মাথাটা আমি তোমাকে এনে যদি উপহার দিতে না পারি—

জ্যোতি। দাদা!

মহীপাল। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

জ্যোতি। না—সে কথা নয়। কিন্তু—

মহীপাল। কোন কিন্তু নেই। এ বেইমানির প্রতিফল আমি নিশ্চয়ই দেব।

জ্যোতি। কি তুমি বারবার বেইমানি বেইমানি কচ্ছ? বেইমানি করেছ তুমি। বুক দিয়ে এতদিন যে তোমাদের রাজ্য রক্ষা করেছে, তাকে তুমি এমনি করে অপমান করতে পার?

মহীপাল। ছোটলোকের আবার অপমান!

জ্যোতি। যাও যাও,—ভারী তুমি ভদ্রলোক। প্রজাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলেও তুমি হলে ভদ্রলোক, আর সে

লোকটা নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রভুর সেবা করেছে, সে হল ছোটলোক। তোমার মত লোকের মুখ দেখলেও পাপ হয়।

[প্রস্থান।

মহীপাল। ব্যস; যজ্ঞ প্রায় সম্পূর্ণ হল। এবার পূর্ণাহুতি।

গীতকণ্ঠে নীলকণ্ঠের প্রবেশ।

গীত।

নীলকণ্ঠ।—

আঁখিতে যে জল ধরে না, করলি কি তুই ভুল?
সাধ করে তুই নিলি কেন মহাকালের শূল?
আপন বলে রইল না কেউ, সবাই হল পর,
বিধিও বুঝি মুখ ফেরালো, ক্রুদ্ধ চরাচর;
দু হাত ভরে পেয়েছিলি,
সব কি বোকা ডালি দিলি!
সংসারে কে এমন বোকা তোমার সমতুল?

মহীপাল। নীলকণ্ঠ!

নীলকণ্ঠ। এ তুই করলি কি দাদা? ওরা যে নিশান তুলে এগিয়ে আসছে। তোকে যে ওরা কিছুতেই বাঁচতে দেবে না।

মহীপাল। পুরাতনের সিংহাসনে নূতনের অভিষেক হবে, একশো বছরের মাৎস্যন্যায়ের সমাধি রচিত হবে, অভাবে কেউ মরবে না, অবিচারে কারও মাথাকাটা যাবে না, মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াবে শিশু খল খল করে হাসবে, মাঠে মাঠে লক্ষ্মী অঞ্চল বিছিয়ে দেবে, জগৎসভায় বাঙ্গালী মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আনন্দ কর নীলকণ্ঠ, আনন্দ কর।

বৌধায়নের প্রবেশ।

বৌধায়ন। আনন্দ করবে? কি বলছ তুমি রাজা?

নীলকণ্ঠ। বলছে ওর মাথা, অ.ব আমাদের মুণ্ডু।

[প্রস্থান।

বৌধায়ন। সামন্তচক্র রাজধানীর এক চতুর্থাংশ অধিকার করেছে খবর রাখ মহীপাল?

মহীপাল। রাখি মহামন্ত্রি।

বৌধায়ন। এখন কি করতে চাও তুমি?

মহীপাল। কি আর চাইব বলুন। সৈন্যেরা প্রাণপণে যুদ্ধ কচ্ছে। তাতেও যদি পরাজয় হয়, উপায় নেই।

বৌধায়ন। সবাইকে নিয়ে তুমি কি মরতে চাও?

মহীপাল। মরতে আবার কে চায়? আমি বাঁচতেই চাই।

বৌধায়ক। বাঁচবার পথ এ নয়।

মহীপাল। কোন্ পথ, আপনিই বলুন।

বৌধায়ন। সন্ধি কর বাবা।

ঘোষকের প্রবেশ।

ঘোষক। সন্ধি!

বৌধায়ন। হ্যাঁ বাপু, সন্ধি। আঁৎকে উঠছ কেন?

ঘোষক। কার সঙ্গে সন্ধি করব আমবা?

বৌধায়ন। সামন্তচক্রের মধ্যমণি দিব্যের সঙ্গে!

মহীপাল। কি বল ঘোষক?

ঘোষক। তা হয় না মহারাজ।

বৌধায়ন। না হলে সমগ্র রাজ্যটাই তারা অধিকার করবে।

ঘোষক। সাধ্য থাকে করুক। দস্যু কবে ঘরে হানা দেবে, সেই ভয়ে কেউ ঘরের সম্পদ্ দস্যুর বাড়ীতে পৌঁছে দেয় না।

মহীপাল। তা বটে।

বৌধায়ন। তোমার মত নির্ব্বোধ অপরিণামদর্শী চাটুকারের দলই রাজাকে ধ্বংসের মুখে টেনে নামিয়েছে। তুমিই এ রাজ্যের সব চেয়ে বড় রাহু। রাজা যাকে ধরে আনতে বলেছে, তুমি তাকে বেঁধে এনেছ। তোমারই অনুচরেরা দিব্যর ভ্রাতৃবধূকে অপমান করেছে, আর তারই ফল ভোগ কচ্ছে সমগ্র বরেন্দ্রভূমি।

ঘোষক। বেশ ত মন্ত্রিমশায়, যুদ্ধটা শেষ হক; তারপর মহারাজের পায়ে তরবারি ফিরিয়ে দিয়ে আমি নিঃশব্দে চলে যাব।

বৌধায়ন। যুদ্ধ হবে না। তোমার মত নির্ব্বোধের খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে সমগ্র রাজবংশটাকে ধ্বংস হতে আমি দেব না। আমার কথা শোন রাজা। দিব্য অবুঝ নয়। তাদের ব্যক্তিগত অধিকার থেকে তোমার বজ্রমুষ্টি সরিয়ে নাও, সৈনিক শিক্ষালয় তুলে দাও, বিগ্রহকর রদ করে সবার বিগ্রহ ফিরিয়ে দাও। যারা সশস্ত্র এগিয়ে এসেছে, তারা তোমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ফিরে যাবে।

মহীপাল। তাহলে কৈবর্ত্তের সঙ্গে সন্ধি করাই উচিত?

রামপালের প্রবেশ।

রামপাল। }
ঘোষক। } না।

বৌধায়ন। তুমি আবার এখানে এলে কেন? তুমিও কি চাও

যে রাজবংশটা ধ্বংস হক্, বরেন্দ্রভূমির বুক থেকে পালবংশের নাম চিরদিনের জন্য মুছে যাক্?

রামপাল। আমি তা হতে দেব না মহামন্ত্রি। কেন আপনি ভাবছেন? ধর্ম্মপালের বংশধর আমরা, মহারাজ বিগ্রহপালের পুত্র আমরা, শেয়াল শকুনের ভয়ে যার তার সঙ্গে সন্ধি করা আমাদের সাজে না।

মহীপাল। এ কথা তুমি বলতে পার।

ঘোষক। সন্ধি যদি করতেই হয়, দোহাই মহারাজ, আগে আমাকে মরতে দিন, তারপর যা ইচ্ছা করবেন।

বৌধায়ন। তোমরা কি চাও যে প্রজাদের উপর এই অপমান-জনক বিগ্রহকর অব্যাহত থাক?

ঘোষক। }
রামপাল। } না।

বৌধায়ন। তোমরা কি চাও না যে প্রজাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাজশক্তির এ অনধিকার চর্চ্চা রহিত হক?

ঘোষক। }
রামপাল। } চাই।

বৌধায়ন। তবে?

রামপাল। মন্ত্রিমশায়, প্রজারা যা চায়, তার দশ গুণ দিতে রাজাকে আমরা অনুরোধ করব,—চাপে পড়ে নয়, স্বেচ্ছায় ভিক্ষা দিতে।

ঘোষক। এখন নয়, আগে বিদ্রোহীরা অস্ত্র ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাক্, তারপর।

মহীপাল। একথা খুব অসঙ্গত নয়।

বৌধায়ন। তাহলে তুমি যুদ্ধই চালাবে? সন্ধি চাও না?

মহীপাল। কেন চাইব না? আপনারা সবাই একমত হয়ে আমাকে যা বলবেন, আমি তাই করব।

বৌধায়ন। এরা তোমারও মঙ্গল চায় না, রাজ্যেরও ভাল চায় না, চায় শুধু নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে।

মহীপাল। আমারও তাই বিশ্বাস। আপনি এদের ভাল করে বুঝিয়ে বলুন। তিনজনে একমত হয়ে যে মুহূর্ত্তে আমাকে বলবেন, সেই মুহূর্ত্তেই আমি সন্ধি করতে হাত বাড়িয়ে দেব।

বৌধায়ন। ভগবান্ তথাগত তোমার সুমতি দিন।

[প্রস্থান।

ঘোষক। মহারাজ, আপনি জানেন, আপনার এই অহেতুক প্রজাপীড়ন আমি কোনদিন সমর্থন করি নি। তাই বলে প্রজারা আপনার গলা টিপে অধিকার আদায় করবে, এ কখনও হতে পারে না।

মহীপাল। কেউ কেউ বলছে, সন্ধির কথা বলে দিব্যকে ডেকে এনে যমালয়ে পাঠিয়ে দিতে। তুমি কি বল?

ঘোষক। মহারাজ, আপনি প্রজাপীড়ক হতে পারেন, কিন্তু গুপ্তঘাতক নন।

[প্রস্থান।

রামপাল। দাদা, সামন্তচক্রের হাতে এত অস্ত্রশস্ত্র কোথা থেকে এল?

মহীপাল। শুনছি ত করালী দস্যুর সঞ্চিত রাশি রাশি অস্ত্র আর অর্থ তারা গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে গেছে।

রামপাল। তুমি ছাড়া তার সন্ধান আর কে জানত?

মহীপাল। কি জানি ভাই? কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

রামপাল! সন্ধানটা তুমি নিজে বলে দাও নি ত?

মহীপাল। এ তুমি কি বলছ? আমার সম্পদ্ আমি শত্রুর হাতে তুলে দেব?

রামপাল। তুমি সব পার। তোমাকে আমি একতিল বিশ্বাস করি না।

মহীপাল। আমি নিজেও বিশ্বাস করি না! তাহলে রাজদণ্ডটা তুমিই গ্রহণ কর রামপাল।

রামপাল। আমি!

মহীপাল। হ্যাঁ তুমি। পালবংশের ধারা অক্ষুন্ন থাকবে, বিদ্রোহীরা অস্ত্রসংবরণ করে ঘরে ফিরে যাবে। সাপ মরবে, অথচ লাঠি ভাঙ্গবে না। নেবে রামপাল, নেবে?

রামপাল। তোমার রাজ্য আমি নেব? আর তুমি কি করবে?

মহীপাল। আমাকে তুমি বন্দী করে সামন্তচক্রের হাতে তুলে দাও।

রামপাল। তুমি মানুষ না কি? তুচ্ছ একটা সিংহাসনের জন্যে তোমাকে আমি শত্রুর হাতে তুলে দেব? চাই না রাজ্য, চাই না ঐশ্বর্য্য, মান মর্য্যাদা রসাতলে যাক্, তবু তুমি বেঁচে থাক দাদা। তোমার মৃত্যুর বিনিময়ে স্বর্গের ইন্দ্রত্ব ও আমি চাই না।

[প্রস্থান।

মহীপাল। কি সুন্দর এই বাংলাদেশ! কি বিচিত্র এই বাঙ্গালীর প্রাণ!

গবাক্ষ ও ভামিনীর প্রবেশ।

গবাক্ষ। মহারাজ,—

মহীপাল। কে? ও—তুমি পিঙ্গলাক্ষের ছেলে, না? অস্ত্রচালনা শিখেছ বাবা?

গবাক্ষ। শিখেছি কি না জানি না। তবে ভয় কাকে বলে, আর আমি তা জানি না।

মহীপাল। শুনে সুখী হলাম। তোমার পিতা ত সামন্তচক্রে যোগ দিয়েছে, তুমি যাবে না?

গবাক্ষ। না মহারাজ। সামন্তচক্রে যোগ দিলে মা আমার মুখ দেখবে না।

মহীপাল। কি আশ্চর্য্য! পিতা হল রাজদ্রোহী, আর পুত্র থাকবে রাজভক্ত?

ভামিনী। এ দৃশ্য কি আর আপনি দেখেন নি মহারাজ? আপনার এক ভাই আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে, আর এক ভাই আপনারই জন্যে জীবনপণ করেছে।

মহীপাল। পৃথিবীটা আজ চোখের সামনে কি অপরূপ সাজে ধরা দিয়েছে। নিভে যাবার আগে চোখের দীপ্তি কি উজ্জ্বল হয়ে উঠল? কাছে এস বোন। কেন এসেছ আমার কাছে বল।

ভামিনী। স্বামীর ঋণ শোধ করতে এসেছি মহারাজ। এই নিন তিন লাখ টাকা। [পদতলে টাকার থলে রাখিয়া দিল]

মহীপাল। কোথায় পেলে এ টাকা?

গবাক্ষ। বাড়ীঘর বিষয়সম্পত্তি সবই বিক্রি করেছি।

ভামিনী। আসল টাকার সঙ্গে সামান্য কিছু সুদও দিয়ে যাচ্ছি মহারাজ।

মহীপাল। সুদ ত আমি চাই নি।

ভামিনী। আপনি না চাইলেও আমাদের ত ধর্ম্ম আছে। এই

নিন মহারাজ, এই আসলের সুদ। [গবাক্ষকে রাজার পায়ে সমর্পণ করিল] পাহাড় নড়বে, তবু আমার ছেলের রাজভক্তি নড়বে না।

গবাক্ষ। দিন মহারাজ, আমাকে অস্ত্র দিন। আমি যুদ্ধ করব।

মহীপাল। [নিঃশব্দে তরবারি দিলেন]

গবাক্ষ। আমি তবে আসি মা।

ভামিনী। এসো বাবা। আর কিছু না পার, তোমার পিতার মাথাটা যদি নামিয়ে দিতে পার, তাহলেই তোমার মাতৃঋণ শোধ হবে বাবা।

গবাক্ষ। জয় মহারাজ মহীপালের জয়।

[প্রস্থান ।

মহীপাল। বাড়ীঘর ত সবই বিক্রী করেছ দেখছি। স্বামীও যদি মরে যায়, কার কাছে থাকবে?

ভামিনী। ছেলেকে নিয়ে গাছতলায় থাকব, আর দিবানিশি প্রার্থনা করব,—মহারাজ মহীপালের জয় হক।

মহীপাল। এত বড় অত্যাচারী রাজার জয়ধ্বনি দিচ্ছ তুমি? আমার উপর রাগ হচ্ছে না তোমার?

ভামিনী। না। ভয় হচ্ছে, এ অত্যাচার এ প্রজাপীড়ন বোধহয় এইখানেই শেষ হয়ে এল। আর কোন বহুরূপী গভীর রাত্রে গরীবের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াবে না, ফাঁড়িদার ঘুমিয়ে পড়লে কোন সৈনিক তাকে খোঁচা দিয়ে জাগাবে না, মাতাল রাজপথে মাতলামি করলে কেউ তার মাথা ভাঙ্গবে না।

মহীপাল। ভগ্নি,—

ভামিনী। মহারাজ, আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, রাজনীতি বুঝি না। শুধু এইটুকু বুঝেছি, একশো বছরের এই জঞ্জাল দূর করতে বরেন্দ্র-

ভূমিতে আপনারই প্রয়োজন ছিল। কেউ আপনাকে চিনল না। এ আমাদের দুর্ভাগ্য, গোটা দেশেরই দুর্ভাগ্য।

[প্রস্থান।

মহীপাল। এই ত আমার সোনার বাংলা, এই ত আমার ধ্যানের বরেন্দ্রভূমি। কে বলে আমরা হীন? কে বলে আমরা ভীরু?

মহাভারতের প্রবেশ।

মহা। আপনিই আমাদের রাজা?

মহীপাল। হ্যাঁ।

মহা। দণ্ডবৎ। কিন্তু এ কি রকম হল? তারা বৃক্ষময়ি। আপনারও ত দুটো হাত পা মশাই। কিন্তু আপনার নাকচোখ যে সেইরকম দেখছি। মশাই কি সেদিন ওই নোকলো শূয়ারের সাথে আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন?

মহীপাল। কস্মিনকালেও নয়। কে আপনি?

মহা। আমি মহাভারত। আরও একটা সাংঘাতিক পরিচয় আছে; আমি হচ্ছি দিব্যর বাবা।

মহীপাল। যুদ্ধ করতে এসেছেন না কি?

মহা। ক্ষেপেছেন? রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করব আমি? রাজা হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবান। মশায় অবশ্যি কারবারগুলো খুব ভাল করেন নি। তাহলেও আপনি যখন রাজা, তখন নিশ্চয়ই মাথা কিনে নিয়েছেন। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করা কি আমাদের সাজে? তারা বৃক্ষময়ি।

মহীপাল। আপনারা ত সবংশে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। দিব্য সেনাপতি, ভীম সৈনিক, ভৈরব গায়ক, আপনার পুত্রবধূ মন্ত্রণা দাত্রী।

মহা। সব আমার দোষ, বুঝলেন? ওই নোকলো এসে আমায় বোঝালে, আমারও মনে হল,—আপনি থাকতে কৈবর্ত্তের সুখ নেই। অমনি সবাইকে যুদ্ধু করতে নামিয়ে দিলুম। এখন দেখছি, মশাই ত লোক খুব খারাপ নন। ওদের বল্লুম,—ওরে যুদ্ধ বন্ধ কর। আর কেউ আমার কথা শোনে না মশাই। তাই আপনার কাছে এয়েছি।

মহীপাল। কি চাই আমার কাছে?

মহা। আপনি আমাকে গারদখানায় পূরে রেখে দিব্যকে বলে পাঠান,—সে যদি যুদ্ধ বন্ধ না করে, তাহলে আপনি আমার মাথা নেবেন। দেখবেন,—সব ব্যাটা সুড় সুড করে গিয়ে ঘরে ঢুকবে। ডাকুন আপনার লোকজনকে, বাঁধুন আমাকে। হতভাগারা এগিয়ে আসছে। যুদ্ধ ফুদ্ধ সব মাথায় উঠে যাবে। আরে মশায়, অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কেন?

মহীপাল। দেখছি এ কি অপরূপ ছবি আমার বহু নিন্দিত বাংলা মায়ের? যাবার আগে চোখে আমার এ কি মায়াচক্র তুলে ধরলে মা? আমি মন্ত্র ভুলে যাব। চল বৃদ্ধ, কারাগারই তোমার উপযুক্ত স্থান।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় সামন্তচক্রের জয়,
জয় সামন্তচক্রের জয়।"]

মহীপাল। এস গণদেবতা, এস বিচারক, আমি প্রস্তুত।

[মহাভারত সহ প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

দিব্য ও নকুলের প্রবেশ।

নকুল। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল ভাই সব। কিসের সঙ্কোচ, কিসের ভয়, কিসের রাজভক্তি? রাজ্য আমাদের, বরেন্দ্রভূমির প্রতি মৃত্তিকাকণার উপর চাষী তাঁতী শিল্পী শ্রমিক সবারই সমান অধিকার! অত্যাচারী রাজাকে আমরা সিংহাসন থেকে টেনে এনে আবর্জ্জনা কুণ্ডে নিক্ষেপ করব। দেশ আমাদের, আমরা নিজের হাতে রাজা তৈরী করব, প্রয়োজন হয় তাকে আবার একদিন পথের ধূলোয় নামিয়ে নেব। বল, অনন্ত সামন্ত চক্রের জয়।

নেপথ্যে সৈন্যগণ। জয় অনন্ত সামন্ত চক্রের জয়। জয় পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজ মহীপালের জয়।

নকুল। কি দেখছ দিব্য?

দিব্য। দেখছি নকুল, কাকের মাংস কাক কেমন করে চিবিয়ে খাচ্ছে। বাঙালী বাঙালীর বুকের রক্তে স্নান কচ্ছে, আর বাইরের শত্রুরা মনের আনন্দে হাততালি দিচ্ছে! কত লোক মরেছে, আরও কত মরবে, বরেন্দ্রভূমে কে থাকবে তবে আর? আত্মকলহে আমরা যখন শক্তিহীন হয়ে পড়ব, চালুক্যরাজ সোমেশ্বর ডঙ্কা বাজিয়ে আবার এদেশে হানা দেবে।

নকুল। হানা দেবার আগেই আমরা তার ডানা ভেঙ্গে দেব।

দিব্য। কত শবের পাহাড় পেছনে ফেলে এলাম নকুল? দেখেছ?

নকুল। দেখছি। ওদের অধিকাংশই শত্রুসৈন্য।

দিব্য। ওরাও ত বাঙালী; এদেশটা আমাদেরও যেমন, ওদেরও তেমনি। ওরা মরে নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর আমরা দুহাতে এদেশের মধুচক্র লুণ্ঠন করব, তা হয় না! নকুল। চল ফিরে যাই।

নকুল। ফিরে যাব? কি বলছ তুমি পাগল?

দিব্য। সত্যই আমি পাগল হয়েছি। নিজের হাতে গড়া এ ধ্বংসস্তূপ আর আমি দেখতে পাচ্ছি না।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। কাকা,—

দিব্য। কি ভীম, তোমার দাদু ফিরে এসেছেন?

ভীম। না এইমাত্র একটা লোক খবর দিয়ে গেল, দাদু রাজ-প্রাসাদের দিকে হন হন করে ছুটে যাচ্ছে।

দিব্য। রাজপ্রাসাদের দিকে! এ তুমি বলছ কি? কেউ তাঁকে ফেরাতে পারলে না?

ভীম। আমি অস্ত্রাগারে অস্ত্র সাজাতে ব্যস্ত ছিলাম। ভৈরব তার পেছনে ছুটে গিয়েছিল সে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাচ্ছ দাদু?

নকুল। কি বললেন তিনি?

ভীম। বললেন, যমের বাড়ী যাচ্ছি, ভাগ্। এই বলে একখানা আধলা ইট তার গায়ে ছুঁড়ে মারলে, তারপর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল।

দিব্য। তুই ভাবিস নে ভীম, তুই ভাবিস নে এতক্ষণে নিশ্চয়ই তিনি ফিরে এসেছেন। এ কি কখনও হয়? পাগল ত তিনি নন।

আমরা কচ্ছি রাজার বিরুদ্ধে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ, আর তিনি যাবেন রাজপ্রাসাদে ?

নকুল। অসম্ভব নয় দিব্য। তাঁর যা রাজভক্তি দেখলাম, তাতে তাঁর পক্ষে এই স্বাভাবিক।

দিব্য। এ বড় দুঃসংবাদ নকুল। রাজা যদি তাঁকে মুঠোর মধ্যে পান, তাহলে—

তরঙ্গিনীর প্রবেশ।

তরঙ্গিনী। তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকে কারারুদ্ধ করবেন।

ভীম। করুক ; হতভাগা বুড়োকে জ্যান্ত পুতে ফেলুক। চোখের জল ফেলো না মা। কাকা, তুমি একটুও দুঃখিত হয়ো না। ও অনাবশ্যক অকেজো বাপ বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।

তরঙ্গিনী। তার চেয়ে তুমি মর, আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। দিব্য, রাজবাড়ীর তোরণে গোবর্দ্ধন কামারের সঙ্গে বাবার দেখা হয়েছিল।

নকুল। তারপর ?

তরঙ্গিনী। গোবর্দ্ধনকে তিনি বলেছেন,—দিব্যকে গিয়ে বলিস্, যুদ্ধ যদি বন্ধ না করে, তাহলে আমি আর ঘরে ফিরে যাব না।

ভীম। ঘরে ফিরে এলে তারই একদিন কি আমারই একদিন। আমি তার পা দুটো ভেঙ্গে দেব যেন আর কোনদিন ঘরের বাইরে যাবার কল্পনা না করে। কাক, তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি একবার রাজবাড়ী যাব। দেখব, কেমন করে আমার দাদুকে রাজা আটকে রাখে। যাব মা, যাব ?

তরঙ্গিনী। না। তুমি সৈনিক, সৈনিকের কাজ কর গে যাও।

শত্রু এগিয়ে আসছে। খবরদার,—শোকে আচ্ছন্ন হয়ে যেন নিজের মাথায় তরবারি বিঁধিয়ে দিও না।

ভীম। শোকে আচ্ছন্ন হব আমি? ওই ঘরভেদী বিভীষণ বুড়োর জন্যে? সে যদি ফিরে আসে, আমিই তাকে হত্যা করব, তবে আমার নাম ভীম। [প্রস্থান।

দিব্য। যুদ্ধ বন্ধ কর নকুল।

নকুল। না।

দিব্য। এর পরেও তুমি যুদ্ধ চালাতে চাও? শিশুর মত অসহায় এক বৃদ্ধ শত্রুর হাতে বন্দী, আমরা অস্ত্র ত্যাগ না করলে হয়ত তিনি তাকে হত্যাই করবেন।

নকুল। উপায় নেই। একটা মানুষের প্রাণের চেয়ে দেশের কল্যাণ অনেক বড়।

দিব্য। দেশের কল্যাণ নকুল! দেশের মানুষগুলো যদি পরস্পর হানাহানি করে নিঃশেষ হয়ে যায়, কে ভোগ করবে দেশের কল্যাণ?

নকুল। অনন্ত ভবিষ্যৎ।

দিব্য। কিন্তু নকুল—

নকুল। কোন কিন্তু নেই। কেন তোমার গলা কাঁপছে? তুমি বীর, তুমি বরেন্দ্রভূমির লৌহমানব, তোমার চোখে জল আসবে কেন? মহারাজ বিগ্রহপালের আহত দেহ নিয়ে তুমিই না একদিন শত্রুর বেড়াজাল ভেদ করে চলে এসেছিলে?

তরঙ্গিনী। বহু যুদ্ধে মৃত্যুর সঙ্গে যে পাঞ্জা লড়েছে, কোথায় সে সেনাপতি দিব্য? শক্ত করে তরবারি ধর। যে দেশের মানুষ জগতের কল্যাণে বুকের পাঁজর দান করে গেছে, সেই দেশের মানুষ তুমি,—দেশের কল্যাণে পিতার মায়া ত্যাগ করতে পারবে না?

দিব্য। তুমিও একথা বলছ ?

তরঙ্গিনী। ওরে পাগল, তোমার শুধু পিতা। আমার কাছে পিতাই শুধু নয়, অসহায় বৃদ্ধ সন্তান, ভীম ভৈরবের চেয়ে এতটুকু কম নয়। আমি যাচ্ছি। মানুষের পক্ষে যদি সম্ভব হয়, আমি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব।

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব।—

গীত।

হায়, নিভিয়া গিয়াছে আলো!
নিভায়ে গিয়াছে রবিশশী তারা,
এ কি আঁধিয়ার কালো!

দিব্য। কি রে ভৈরব কি ?

ভৈরব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পাত্র উজাড়ি মৃত্যু-গরল আপনি করেছে পান,
না জানি কি তার কার পরে হায় দুর্জ্জয় অভিমান,
কহিতে যে কথা মুখে না জোগায়, ভাবিতে পারি না বুক ফেটে যায়,
গৃহের আঁধার ঘুচিবে না যদি সহস্র দীপ জ্বালো।

দিব্য। বল্ ভৈরব, বল্—কি সংবাদ এনেছিস্ ?

ভৈরব। কাকা, একটা লোক এসে এইমাত্র বাড়ীতে খবর দিয়ে গেল—

তরঙ্গিনী। কি খবর ?

ভৈরব। দাদু নেই।

দিব্য। }
তরঙ্গিনী। } নেই।

ভৈরব। রাজা তাকে বর্শা দিয়ে—খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে।

তরঙ্গিনী। ওঃ—বাবা!

দিব্য। চুপ্। ঘরে গিয়ে চোখের জল ফেল। এখানে নয়। এ যুদ্ধের প্রাঙ্গন—খাদ্য আর খাদকে, ভদ্রলোক আর ছোটলোকে, স্বর্গে আর নরকে যুদ্ধ! এর মধ্যে সন্ধি নেই, বিচার বিবেচনা মায়া মমতার স্থান নেই। প্রতিশোধ নেব। আমার বৃদ্ধ পিতাকে যেমন করে সে হত্যা করেছে, আমিও তাকে তেমনি করে হত্যা করব। শোন নকুল, আর দশদিনের মধ্যে যদি আমি রাজাকে শৃঙ্খলিত করতে না পারি,—তাহলে আমি কৈবর্ত্তের সন্তান নই।

ভৈরব। মা,—

তরঙ্গিনী। ওরে ভৈরব, এর চেয়ে যদি তোরা দুজন আমার বুক ভেঙ্গে চলে যেতিস, তবু আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতুম। এ যে আমার সইবার শক্তি নেই! [প্রস্থান।

ভৈরব। কাজ, আমরা এখন কি করব?

দিব্য। ঘরে গিয়ে গান গাইবে। মহীপাল এখনও দিব্যকে দেখে নি, এইবার দেখবে। খবরদার, কাঁদিস না বলছি। আজ আনন্দের দিন, আজ উৎসবের দিন। যাও ভৈরব।

[ভৈরবের প্রস্থান।

নকুল। ও কে আসছে?

জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। দাদা, দাদা—তাই ত, এ কোথায় এলুম?

দিব্য। এ কি, রাজকুমারি? তুমি এখানে কেন?

নকুল। রাজকুমারী? তুমিই রাজা বিগ্রহপালের কন্যা? তুমিই মহীপালের আদরের বোন?

জ্যোতি। দাদা কোথায়, আমার দাদা?

নকুল। দাদাকে দেখবে? তা ত দেখবেই। তোমাকে মাথায় করে তার কাছে নিয়ে যাব।

জ্যোতি। কোথায় সে, কোনদিকে? মহাশ্রমন ধর্ম্মগিরির আশীর্ব্বাদী কণ্ঠহার তার জন্যে নিয়ে এসেছি।

নকুল। কণ্ঠহার নয়; দীর্ঘ নিঃশ্বাস যদি এনে থাক, দিয়ে যাও, চোখে যদি জল থাকে শেষবারের মত বর্ষণ করে যাও।

জ্যোতি। তার অর্থ? কে তোমরা? ও কে দাঁড়িয়ে? সেনাপতি দিব্য নয়?

দিব্য। হ্যাঁ রাজকুমারি!

জ্যোতি। প্রভুদ্রোহি, বিশ্বাসঘাতক, এখনও তুমি বেঁচে আছ?

দিব্য। প্রভুর জন্যে বারবার মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েছি আমি,—বিশ্বাসঘাতক আমিই ত রাজকুমারি। আর তোমাদের মহানুভব মহারাজ যে এক রাজভক্ত বৃদ্ধের অখণ্ড বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাকে বর্শাবিদ্ধ করে হত্যা করেছে, সে বড় সাধুপুরুষ। আমি এর চরম প্রতিশোধ নেব।

জ্যোতি। রাজা হবে? সেনাপতি হয়ে সাধ মেটেনি? আজ তোমার রাজমুকুট চাই, কেমন? দেখেছ রাজমুকুটের তলায় কত আগ্নেয়গিরির উত্তাপ? আমি দেখেছি। সমগ্র বরেন্দ্রভূমি যখন অঘোর, ঘুমে ঘুমোয়, তখন একজন হতভাগ্য নিশাচরের মত নগর প্রদক্ষিণ করে। সে এই নির্ব্বোধ রাজা মহীপাল।

নকুল। নির্ব্বোধ রাজা আজই মরবে।

জ্যোতি। রাজা মহীপাল যদি মরে, বরেন্দ্রভূমিতে সূর্য্য আর উঠবে না। পথ ছাড় রাজদ্রোহি।

নকুল। ভাইয়ের কাছে আর তোমায় যেতে হবে না রাজকুমারি। তোমার ভাই পুত্রের অপরাধে বৃদ্ধ পিতাকে মৃত্যু দিয়েছে, আমরাও ভাইয়ের অপরাধে ভগ্নীর শিরশ্ছেদ করব। [তরবারি নিষ্কাসন]

দিব্য। নকুল! [বাধা দান]

নকুল। ছেড়ে দাও নির্ব্বোধ। রাজা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে।

দিব্য। রাজার ভগ্নী ত হত্যা করে নি। তুমি শেষে নারী হত্যা করবে?

নকুল। কেন করব না? ওরা যে নিষ্পাপ অথর্ব্ব বৃদ্ধকে হত্যা করেছে।

দিব্য। ওরা যে ভদ্রসন্তান। আমরা চাষী কৈবর্ত্ত কি ওদের অনুকরণ করতে পারি?

জ্যোতি। দিব্য! তুমি কি?

দিব্য। আমি ছোটলোক কৈবর্ত্তের ছেলে। যাও রাজকুমারি, তোমার পথ মুক্ত।

জ্যোতি। [স্বগত] অপদার্থ, ছোটলোক! [প্রস্থান।

নকুল। তোমার রাগ হচ্ছে না? এমন সুযোগ পেয়ে তুমি প্রতিশোধ নিলে না?

দিব্য। নেব—রাজার উপর, অসহায় নারীর উপর নয়। [প্রস্থান।

নকুল। দেখা যাক্, কত প্রতিশোধ তুমি নিতে পার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

ঘোষক ও ভীমের প্রবেশ।

ঘোষক। তুমি এসেছ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে?

ভীম। কেন, আমাকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

ঘোষক। তুমি ত সেদিন অস্ত্র ধরতে শিখলে।

ভীম। তুমি ত একমাস আগেও রাজার ঘোষবাদক ছিলে। তুমি যদি আজ সেনাপতি হতে পার, আমি পারি না সৈনিক হতে?

ঘোষক। পার; মরার অধিকার সবারই আছে। যদি তুমি মরতে চাও, আমার কিছুই বলবার নেই বালক। আমি শুধু ভাবছি তোমার বিধবা মায়ের কথা। তোমার অকালমৃত্যু তার বুক ভেঙ্গে দেবে।

ভীম। কার বুক তোমরা ভেঙ্গে দাও নি দস্যু? পাল রাজ-বংশের গত একশো বছরের অনুশাসন বরেন্দ্রভূমির প্রজাদের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ করেছে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, বিচার নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই। এও আমরা মুখ বুজে সহ্য করেছিলাম। নির্ব্বিরোধী বিগ্রহের মাথায় কর বসাতে তোমাদের পাষণ্ড রাজার বিবেকে বাধল না? কোথায় তোমাদের সেই হিংস্র জহ্লাদ?

ঘোষক। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

[তরবারি নিষ্কাসন, উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

শূরপাল ও রামপালের প্রবেশ।

রামপাল। ফিরে এস মেজদা, ফিরে এস। রাজবংশধর তুমি,

রাজদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?

শূরপাল। না-না, লজ্জা হচ্ছে তোর মুখে রাজার জয়ধ্বনি শুনে। ওরে নির্ব্বোধ, ওরে পশু, যে শূদ্রাণীপুত্র আমাদের শুধু মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় নি, আমাদের কারারুদ্ধ করেছিল, কুকুরের মত তার পদলেহন করতে তোর জিভটা আড়ষ্ট হল না?

রামপাল। না মহাপুরুষ, না। আমার জিভটা আড়ষ্ট হতে চায় তোমাকে দাদা বলে সম্বোধন করতে। ত্রেতার বিভীষণ দেশের শত্রুর দাসত্ব করে অমর হয়ে গেছে, তুমিও অমর হবে মহামতি শূরপাল—তুমিও অমর হবে বিদ্রোহীর জুতো জিভ দিয়ে লেহন করে।

শূরপাল। আমি তোকে ভাই বলে ক্ষমা করব না।

রামপাল। করো না তুমি ক্ষমা, দিও না আমাদের ভাই বলে পরিচয়। পালরাজবংশের স্বর্ণদেউল আজ ধূলিলুণ্ঠিত, অর্দ্ধেক বরেন্দ্রভূমি সামন্তচক্র অধিকার করেছে, তুমি হলে তাদের সঙ্গী?

শূরপাল। কেন হব না? সিংহাসন আমায় লাভ করতেই হবে।

রামপাল। স্বপ্নেও ভেবো না তুমি যে অনন্ত সামন্তচক্র যদি রাজ্যটা অধিকার করতে পারে, তাহলে তোমাকে বসাবে তারা রাজসিংহাসনে। তোমার মত বিশ্বাসঘাতককে তারা গাধার পিঠে চড়িয়ে রাজ্য থেকে বের করে দেবে।

শূরপাল। রামপাল!

রামপাল। সে অপমান থেকে আমি তোমায় রক্ষা করব।

শূরপাল। তার অর্থ?

রামপাল। অর্থ? হয় তুমি এই মুহূর্ত্তে সামন্তচক্র ত্যাগ করে,—দন্তে তৃণ ধারণ করে রাজার বশ্যতা স্বীকার কর, না হয় আমার হাতেই আজ তোমার ভবলীলার অবসান। [তরবারি নিষ্কাসন]

শূরপাল। সে কি! ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ!

রামপাল। তুমিই ত পথ দেখিয়েছ। আমি আজ মরিয়া হয়ে যুদ্ধে এসেছি। তোমার মৃত্যুসংবাদ না নিয়ে আজ আমি ঘরে ফিরে যাব না।

শূরপাল। তবে তাই নিয়ে যা।

[উভয়ে যুদ্ধ ; শূরপাল আহত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল ;
রামপাল তাহাকে ধারণ করিল।]

শূরপাল। আঃ—সব আশার সমাধি!

রামপাল। জীবনে অনেক অপরাধ করেছ। মাকে মা বলে ডাক নি, স্নেহময় ভাইয়ের মাথায় নিরন্তর অবজ্ঞার পুরীষ কর্দ্দম নিক্ষেপ করেছ, রাজবংশধর তুমি—বংশের মর্য্যাদা ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছ। যাবার সময় অন্ততঃ বলে যাও,—"জয় মহারাজ মহীপালের জয়।"

শূরপাল। নরকে যেতে হয় যাব, তবু শূদ্রাণীপুত্রের জয়ধ্বনি দেব না।

রামপাল। নরকেই তবে যাও, স্বর্গের পথ তোমার জন্য নয়।
[প্রস্থান।

শূরপাল। জল—জল—

পিঙ্গলাক্ষের প্রবেশ।

পিঙ্গলাক্ষ। কে? কুমার শূরপাল? আহা, আর কটা দিন বেঁচে

থাকলে সিংহাসনে যে আমরা আপনাকেই বসাতুম। মরেই যখন যাচ্ছেন, তখন গয়নাগাটি নিয়ে কেন মরবেন কুমার? ওগুলো না হয় এই গরীবকে দিয়ে যান।

শূরপাল। সব নাও, সব নাও,—[হার খুলিয়া দিল] একটু জল দাও।

পিঙ্গলাক্ষ। ওই যে দীঘিতে জল আছে কুমার। ঝাঁপিয়ে পড়ুন গে। দেহটাও শীতল হবে, পিপাসাও মিটবে।

শূরপাল। সব শত্রু—সব শত্রু।

[প্রস্থান।

পিঙ্গলাক্ষ। যাও কুমার, যে মরে, সেই বাঁচে।

গবাক্ষের প্রবেশ।

গবাক্ষ। হ্যাঁ বাবা, যে মরে, সেই বাঁচে। তোমারও ত বাঁচবার খুব সাধ। আমি তোমার সে সাধ পূর্ণ করতে এসেছি বাবা।

পিঙ্গলাক্ষ। কে? গবাক্ষ? তোমার ত যুদ্ধ করতে আসার কথা নয়।

গবাক্ষ। তোমারও ত কথা নয় বাবা।

পিঙ্গলাক্ষ। সামন্তচক্রে যোগ দিতে এসেছ?

গবাক্ষ। লাথি মারি তোমার সামন্তচক্রের মাথায়।

পিঙ্গলাক্ষ। আস্তে বাবা, আস্তে। লাথিটা বাড়ীতে গিয়েই মেরো। এখানে ও কথাটি আর যেন উচ্চারণ করো না মানিক; তাহলে মাথাটা হাওয়ায় উড়ে যাবে।

গবাক্ষ। যাক্। তোমার মত মাথার মায়া আমার নেই। তোমার লজ্জা করে না? পনর বছর কণ্ঠায় কণ্ঠায় যাদের অন্ন ধ্বংস করেছ,

তাদের বংশটা নির্ম্মূল করতে এসেছ এই ব্যাটাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ?

পিঙ্গলাক্ষ। দেব না ? বাড়ী ঘর বেচে তিনলাক্ষ টাকা রাজার পায়ে ঢেলে দেব না কি রে শূয়ার ?

গবাক্ষ। চুরি করেছ, গুণাগার দেবে না ? সেই ভয়েই বুঝি তুমি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছ ? আর ভয় নেই বাবা। মা তোমার দেনা শোধ করে দিয়েছে।

পিঙ্গলাক্ষ। কি রকম ?

গবাক্ষ। বাড়ীঘর বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রি করে তিনলাখ টাকা রাজাকে দিয়ে এসেছে, আর স্বদ দিয়েছে আমাকে।

পিঙ্গলাক্ষ। কি ? কি বললি শূয়ার ? বাড়ীঘর সব উড়িয়ে দিয়েছে ? ওরে, সে যে আমার বুকের পাঁজর দিয়ে গড়া। আমায় এমনি করে পথে বসালে ? চুলোমুখি, লক্ষ্মিছাড়ি,—অসৎ মেয়েমাহুষ কোথাকার,—

গবাক্ষ। খবরদার। আমার মাকে যে কটুকথা বলবে, তাকে তুলে আছাড় মারব।

পিঙ্গলাক্ষ। একশোবার বলব। আমার চেয়ে রাজা তার বেশি পিরীতের কুটুম !

গবাক্ষ। বাবা !

পিঙ্গলাক্ষ। বেরিয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।

গবাক্ষ। অস্ত্র নাও বেইমান। হয় তুমি আমাকে বধ কর, না হয় আমি তোমায় স্বর্গে পাঠাব।

পিঙ্গলাক্ষ। আমার এখন স্বর্গে যাবার সময় নেই। তুমিই মরে নরকে যাও।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

মহীপালের প্রবেশ।

মহীপাল। রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার, কলচুরি, চালুক্য—কে আছ বাংলার চারিধারে মাংসলুব্ধ শকুনের দল, আজ একবার ভাল করে চেয়ে দেখ,—ভেতো বাঙালীর হাতে শাণিত অস্ত্রে কি ভোজবাজি খেলছে! কোনদিন যারা তরবারি ধরে নি, তারা আজ মরণমহোৎসবে মেতে উঠেছে! কে আছ কবি, গান গাও; কে আছ চিত্রকর, ছবি এঁকে নাও। আকাশের গবাক্ষ খুলে চেয়ে দেখ দেবসমাজ,—আমার বাংলা দুর্ব্বল নয়, আমার জাতি শুধু মরতেই জানে না, মারতেও জানে।

রামপালের প্রবেশ।

রামপাল। দাদা,—

মহীপাল। ওরে রামপাল, কবি সাহিত্যিকদের ডেকে নিয়ে আয়। ব্যাসদেব কুরুপাণ্ডবদের নিয়ে মহাভারত লিখে গেছে, দিব্য মহীপালকে নিয়ে কেউ মহাবাংলা লিখবে না? এ কি অপরূপ সাজে সেজেছে আজ বাংলার স্বজাতি-নিন্দিত বিজাতি-ঘৃণিত মানুষের দল! এক-দিকে রাজসৈন্যগণ, অন্যদিকে অনন্ত সামন্ত চক্র! মাঝখানে আমি! কার জয় গান গাইব বল্।

রামপাল। মহারাজ!

মহীপাল। চোখে জল কেন অজ্ঞান? ওরে, আজ যে আমাদের আনন্দের দিন। কি বলতে এসেছ?

রামপাল। রাজদ্রোহী শূরপালকে আমি বধ করে এসেছি দাদা।

মহীপাল। বধ করে এসেছ ভাইকে!

রামপাল। ভাই হলেও সে রাজবংশের কুলাঙ্গার।

মহীপাল। তা বটে।

রামপাল। আমি কি অন্যায় করেছি দাদা?

মহীপাল। না না, তুমি ভালই করেছ, তুমি ভালই করেছ। অন্যায় আমার! চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে। পরের ভাই মরবে, আর নিজের ভাই অমর হয়ে থাকবে? আমার বুকে পাথর ছুঁড়ে মারতে পারিস ভাই?

ভামিনীর প্রবেশ।

ভামিনী। মহারাজ!

মহীপাল। কে? ভগ্নী? তুমি আবার এখানে কেন?

ভামিনী। মহারাজ, আমার নির্ব্বোধ স্বামী রাজবংশের নুন খেয়ে রজেদ্রোহিতা করে যে মহাপাপ করেছে, নিজের ছেলের হাতে প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে। এই নিন মহারাজ রাজ-দ্রোহীর ছিন্ন শির! [ছিন্নশির মহীপালের পদতলে রক্ষা] মরেই যে গেছে, তার উপর আর অভিমান রাখবেন না মহারাজ। আশীর্ব্বাদ করুন যেন পরলোকে তার শান্তি লাভ হয়।

মহীপাল। যাও ভগ্নি, ঘরে যাও।

ভামিনী। কোথায় ঘর? আর ত ঘর নেই মহারাজ।

মহীপাল। আছে। গিয়ে দেখ, যেখানে যা ছিল, সবই তেমনি আছে। কিছুই আমি নিই নি।

ভামিনী। মহারাজ, আপনার তুলনা শুধু আপনি।

[ছিন্নশির লইয়া প্রস্থান।

মহীপাল। রামপাল!

রামপাল। আদেশ কর দাদা।

মহীপাল। আমার আদেশ শুনবে ভাই?

রামপাল। নিশ্চয়ই শুনব দাদা।

মহীপাল। তুমি চলে যাও রামপাল।

রামপাল। চলে যাব? এ তুমি কি বলছ? তোমাকে অসংখ্য শত্রুর মাঝখানে একা ফেলে রেখে আমি পালিয়ে যাব! এতদিন কি তুমি আমার এই পরিচয়ই পেয়েছ?

মহীপাল। না রামপাল। পরিচয় ঠিকই পেয়েছি।

রামপাল। তবে?

মহীপাল। এখানে থেকে মৃত্যু ছাড়া আর কোন ফল নেই ভাই। চেয়ে দেখ, রাজতন্ত্রের সৌধচূড়া আজ ভেঙ্গে পড়ছে, গণতন্ত্রের শুভ্র নিশান আকাশে মাথা তুলে আন্দোলিত হচ্ছে। বরেন্দ্রভূমি থেকে মাৎস্য ন্যায় বিদায় নিচ্ছে। অতন্দ্র প্রহরীর মত তুমি এই নববিধানের গতিবিধি লক্ষ্য করবে? যদি কখনও দেখতে পাও, গণতন্ত্র তার আদর্শ ভুলে গিয়ে আবার জাতটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আবার তুমি বরেন্দ্রভূমিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করো।

রামপাল। না না, আমি তা পারব না।

মহীপাল। তুমিই তা পারবে। রণশয্যায় ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ তোমাকে আমি দেব না। বাঙ্গলা জেগে উঠেছে; এই জাগ্রত শক্তির দীপশিখা যাতে অনির্ব্বাণ থাকে, তুমি দশটা চোখ মেলে তা চেয়ে দেখবে। শিখা যখন নিভে যেতে চাইবে, তখন তুমিই তাকে নূতন শক্তি দিয়ে উজ্জ্বল করে রেখো। যাও ভাই, যাও।

রামপাল। কেন? কেন? তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আমি কি মরতে পারি না?

মহীপাল। মরবে কেন ভাই? তুমি বাঁচবে, তুমি আমার সোনার বাংলাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

রামপাল। আমাকে সরিয়ে দিয়ে তুমি একা ওই সব শত্রুর সম্মুখীন হতে চাও? তা হবে না। আগে আমি মরি, তারপর তুমি ওদের কাছে গলা বাড়িয়ে দিও। তোমাকে আমি আগে মরতে দেব না।

মহীপাল। মহীপাল মরবে না। বরেন্দ্রভূমির প্রতি মৃত্তিকা কণায় সে ছড়িয়ে গেছে, প্রত্যেক যুবকের বুকের মধ্যে সে আশ্রয় নিয়েছে। তোমার মধ্যেও আমি বেঁচে থাকব। যাও ভাই যাও, রাজাদেশ অমান্য করো না।

রামপাল। যাচ্ছি। দাদা তুমি কি নিষ্ঠুর! [মহীপালকে প্রণাম] তুমি কি নিষ্ঠুর! [প্রস্থান।

মহীপাল। নিষ্ঠুর! বরেন্দ্রভূমির বুকে এই পরিচয়ই আমার লেখা থাক্,—মহীপাল নিষ্ঠুর। সুখে থাক বরেন্দ্রভূমি, সুখে থাক বাংলাদেশ।

জ্যোতির প্রবেশ।

জ্যোতি। দাদা!

মহীপাল। জ্যোতি এসেছ? শুনেছ জ্যোতি, শুনেছ? শূরপাল প্রাণ দিয়েছে।

জ্যোতি। আপদ গেছে। ওই কাপুরুষের জন্যে তোমার চোখে জল আসছে?

মহীপাল। না না, জল আসবে কেন? জল—তা কি হয়? বিমাতার সন্তান।

জ্যোতি। আমিও ত বিমাতার সন্তান।

মহীপাল। তুমি যে বোন। বোনের কি আর অন্য পরিচয় আছে? আমার ভামিনী ভগ্নী আমা'কে নিজের স্বামীর মাথা উপহার দিয়ে গেল। আমার জ্যোতি সহোদর ভাইদের পেছনে ফেলে আমার জীবনে সহস্র দীপ জ্বালিয়ে দিলে।

জ্যোতি। ছোড়দাকেও তুমি বিদায় করে দিলে?

মহীপাল। সবাই মরে কি লাভ বল্ ভাই? আমি আগে এসেছি, আগে চলে যাব। তোদের এখনও অনেক দেরী।

জ্যোতি। এমনি করে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে তুমি নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে আনতে চাও, না? আমি তোমার সব অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছি। তা হবে না মহারাজ মহীপাল। আমরা সবাই বেঁচে থেকে আর্ত্তনাদ করব, আর তুমি মহা পরিনির্ব্বাণ লাভ করবে, তা আমি হতে দেব না। এই নাও, ধর, গলায় পর।

মহীপাল। কি এ? কে দিলে?

জ্যোতি। রাজগুরু মহাশ্রমণ ধর্ম্মগিরি এসে দিয়ে গেছেন। ভগবান্ তথাগতের পদস্পৃষ্ট এ কণ্ঠমালা যে গলায় পরবে, অমঙ্গল তার ছায়াও স্পর্শ করবে না।

মহীপাল। এই কথা বলেছেন মহাশ্রমণ? দাও, দাও, মহার্ঘ্য মণি নিয়ে এসেছ; কি উপহার তোমায় দেব? এই কণ্ঠমালাই আমার শেষ উপহার। [জ্যোতির গলায় কণ্ঠমালা পরাইয়া দিল]

জ্যোতি। দাদা!

সশস্ত্র দিব্যের প্রবেশ।

দিব্য। মহারাজ মহীপাল, আমি এসেছি।

মহীপাল। এস রাজদ্রোহি, এস মহীপালের মারণযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত, তোমাকে বধ করে আমি আজ অনন্ত সামন্ত চক্রের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেব।

দিব্য। কোথায় আমার পিতা?

মহীপাল। নরকে।

দিব্য। সত্যই তুমি তাকে হত্যা করেছ?

মহীপাল। হ্যাঁ বন্ধু।

জ্যোতি। হত্যা করলে দাদা? কি অপরাধ ছিল তার?

মহীপাল। অপরাধ—সে রাজদ্রোহী দিব্যর পিতা।

দিব্য। তোমার অসংখ্য অত্যাচার আমরা কোনদিন হয়ত ক্ষমা করতে পারতুম, কিন্তু নিরীহ নিরপরাধ রাজভক্ত বৃদ্ধের উপর এই নিষ্ঠুর অত্যাচার আমরা কিছুতেই ক্ষমা করব না।

জ্যোতি। ফিরে যাও সেনাপতি, ফিরে যাও। মহারাজ মহীপালকে রণক্ষেত্রে তুমি আর দেখ নি। আমি দেখেছি। কেন মরবে পাগল? ফিরে যাও।

দিব্য। না রাজকুমারি। আমি ফিরবও না, মরবও না। আমি শপথ করেছি, আজ যদি তোমার ভাইকে আমি বধ অথবা বন্দী করতে না পারি, তাহলে জন্মের মত বাংলা ছেড়ে চলে যাব।

মহীপাল। তাই যাও। ছোটলোক কৈবর্ত্তগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যাও। স্বর্গে তোমাদের জন্য কৈবর্ত্তলোক তৈরী হয়েছে। [উভয়ের যুদ্ধ]

জ্যোতি। দাদা,—ক্ষান্ত হও। দিব্য,—অস্ত্র সংবরণ কর। ওরে, কেউ কি নেই এই বাঘ সিংহ দুটোকে চুলের মুঠি ধরে সরিয়ে দেয়? উঃ—দাদা,—ওরে, রক্তপায়ি রাক্ষস,—যাঃ।

[মহীপালের হাত হইতে তরবারি স্খলন, দিব্য ক্ষিপ্ত হস্তে তাহাকে বন্দী করিল। নেপথ্যে দামামা বাজিল। সৈন্যগণ সামন্ত চক্রের জয়ধ্বনি দিল।]

জ্যোতি। দাদা, তুমি হেরে গেলে।

মহীপাল। হেরে গেলাম ভগ্নি।

দিব্য। চল, তোমার কারাগারেই তোমাকে বন্দী করে রাখব; সাতদিন পরে কারাগারেই হবে তোমার মৃত্যু।

মহীপাল। আমার মৃত্যু। আমার মৃত্যু হবে সেদিন, যেদিন বরেন্দ্রভূমিতে আর কেউ জীবিত থাকবে না।

[দিব্যর সহিত প্রস্থান;

জ্যোতি। সব শেষ হয়ে গেল, সব শেষ হয়ে গেল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় জনতার জয়,
জয় অনন্ত সামন্তচক্রের জয়।"]

বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসুন্ধরা। চুপ্! অনন্ত সামন্তচক্র! ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দ্দার। দে রাজার জয়ধ্বনি দে। দিবি না? পিঠের ছাল তুলে নেব। [মাটিতে কশাঘাত।]

গবাক্ষের প্রবেশ।

গবাক্ষ। মহাদেবি!

বসুন্ধরা। রাজমাতা বল্, রাজমাতা বল্। বলবি না? পিঁপড়ের পালক গজিয়েছে, না? কেন এসেছিস্ তুই?

গবাক্ষ। আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

বসুন্ধরা। কোথায়?

গবাক্ষ। আমাদের ঘরে। চলে আসুন। যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, ততক্ষণ কেউ আপনার অমর্য্যাদা করতে পারবে না। নইলে ওরা আপনাকে চুলের মুঠি ধরে পাথরে আছড়ে মারবে।

বসুন্ধরা। কি, রাজমাতার চুলের মুঠি ধরবে চাষী কৈবর্ত্তের দল? এত বড় কথা তুই বলিস্ হতভাগা?

গবাক্ষ। আপনি ত জানেন, আমরাও একদিন ওদের মা-বোনের চুলের মুঠি ধরেছিলাম।

বসুন্ধরা। মহীপালকে ডাক।

গবাক্ষ। পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজ মহীপাল বন্দী।

বসুন্ধরা। বন্দী! বন্দী কি রে?

গবাক্ষ। তাঁকে হাতে পায়ে শৃঙ্খলিত করে রাজদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদেই নিয়ে আসছে।

বসুন্ধরা। আসবে, আসবে। আকাশ ভেঙ্গে সামন্তচক্রের মাথায় পড়বে, বজ্র গর্জ্জন করবে, প্লাবন ছুটে আসবে, পথের দুধারে প্রজারা ক্ষিপ্ত শার্দ্দূলের মত হুঙ্কার দিয়ে বলবে,—রাজার বন্দিত্ব আমরা সইব না।

গবাক্ষ। কেউ বলছে না মহাদেবি। পথের দুধার থেকে বন্দীর গায়ে ছুটে আসছে ধিক্কার অভিশাপ আর ছিন্ন পাদুকা। সামন্তচক্র উল্লাসে চীৎকার কচ্ছে, রাজকুমারী কখনও কাঁদছেন—কখনও ক্রোধে গর্জ্জন কচ্ছেন,—কিন্তু যাঁর উদ্দেশে এত অপমান এত লাঞ্ছনা, তাঁর মুখে কি আনন্দের দীপ্তি! দেবতা দেখি নি, যোগী ঋষি দেখি নি। দেখলাম একটা আশ্চর্য্য মানুষ!

বসুন্ধরা। কে বাঁধলে? শূরপাল?

গবাক্ষ। শূরপাল নেই।

বসুন্ধরা। নেই! আহা, মরে গেল কচি ছেলেটা? কে মারলে?

গবাক্ষ। তার ভাই রামপাল।

বসুন্ধরা। রামপাল মেরেছে শূরপালকে! দাঁড়া, একটুখানি ভেবে নিই। সূতো ছিঁড়ে যাচ্ছে, জানিস? রামপাল মহীপালকে মারলে না, মারলে তার আপন ভাইকে! আর এই মেয়েটা মহশ্রমণের আশীর্ব্বাদী কণ্ঠহার নিজের ভাইদের দিলে না, নিয়ে গেল সৎমার ছেলের জন্যে? এই ছেলেটা, জ্যোতিকে ডেকে আনতে পারিস? তাকে না নিয়ে আমি যাই কি করে?

বৌধায়নের প্রবেশ।

বৌধায়ন। যাও বসুন্ধরা, আর এখানে থেকে কোন ফল নেই। তারা তোমার ছেলেকে বন্দী করে নিয়ে আসছে। সে দৃশ্য তুমি সইতে পারবে না।

বসুন্ধরা। কি সইতে পারব না? ছেলের বন্দিত্ব! আরে দূর মন্ত্রি। আমার ছেলেকে বেঁধে রাখবে ওই সামন্তচক্র। জান না, মহাশ্রমণের আশীর্ব্বাদী কণ্ঠহার তার গলায়! কে তার গায়ে কাঁটার আঁচড় দেবে, দিক দেখি।

বৌধায়ন। গবাক্ষ!

গবাক্ষ। দেখছেন কি মন্ত্রিবর? মহাদেবীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে?

বৌধায়ন। বসুন্ধরা, জনতা এগিয়ে আসছে, আর তুমি অপেক্ষা করো না।

বসুন্ধরা। আরে দূর, কি রকম মন্ত্রী তুমি? অত বড় সোমত্ত মেয়েকে ফেলে আমি পালিয়ে যেতে পারি? হলই বা সতীনের কাঁটা, তবু মেয়ে ত?

বৌধায়ন। বড় দেরীতে বুঝলে বসুন্ধরা। তবু দেখে সুখী হলুম যে এতদিনে তুমি মা হতে পেরেছ।

বসুন্ধরা। লোকটা বলে কি রে? মা হব না বললেই হল? সে আমাকে মা বলে ডাকে না? তার মা তাদের আমার হাতে তুলে দিয়ে যায় নি? গেল কোথায় মেয়েটা? ও মন্ত্রি, ডেকে নিয়ে এস না। হাঁ করে ভাবছ কি?

বৌধায়ন। ভাবছি বসুন্ধরা, দুদিন আগে যদি তোমার এ সুমতি হত, তাহলে বোধহয় শূরপাল এমনি করে প্রাণ দিত না।

বসুন্ধরা। যাও যাও, তুমি কিচ্ছু জান না। মানুষ আবার মরে না কি? মরে এই দেহটা। যতদিন বাঙ্গলা দেশ থাকবে, ততদিন আমার মহীপাল, শূরপাল আর রামপাল ঠিক আমার কোল জুড়ে বসে থাকবে। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি দে' নিও, তুমি দেখে নিও।

[প্রস্থান।

বোধায়ন। গবাক্ষ,—

গবাক্ষ। ভয় নেই মন্ত্রিমশাই; আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বোধায়ন। হায় হতভাগ্য মহীপাল, তোমার জন্যে আমার চোখের জল বাধা মানে না।

ঘোষকের প্রবেশ।

ঘোষক। কে? মন্ত্রিমশায়? পালিয়ে যান। সামন্তচক্র রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছে। আপনাকে দেখতে পেলেই বন্দী করবে।

বোধায়ন। মহীপালকে কারাগারে নিক্ষেপ করলে ঘোষক?

ঘোষক। শুধু তাঁকে নয়, রাজকন্যাকেও।

বোধায়ন। রাজকন্যাও কারাগারে! কেন? কেন? তার কি অপরাধ?

ঘোষক। বন্দী রাজার পিছে পিছে সে রাজপথ দিয়ে মুহুর্মূহুঃ রাজার জয়ধ্বনি দিতে দিতে এসেছে। এত বড় অপরাধ সামন্তচক্রের কি সহ্য হয়? নকুল তাকে হত্যাই করত, বাধা দিলে দিব্য। সাতদিন পরে দুজনেরই বিচার হবে।

বোধায়ন। বিচারে যা হবে তাও বুঝতে পাচ্ছি ঘোষক।

ঘোষক। যান মন্ত্রিবর, আপনি চলে যান।

বৌধায়ন। কোথায় যাই বল ত? কৃষ্ণকেশ নিয়ে এ বাড়ীতে এসেছিলাম, আজ আমি শুক্লকেশ বৃদ্ধ। খাঁচার পাখীর মত মুক্তি পেলেই কি আর উড়ে যেতে পারি?

ঘোষক। কেন এখানে থেকে অপমানিত হবেন? সামন্তচক্রের জয়ধ্বনি ত দিতে পারবেন না।

বৌধায়ন। না, তা আর পারব না।

ঘোষক। তবে আর কেন এখানে অপেক্ষা করছেন?

বৌধায়ন। কাজ যে শেষ হয় নি বাবা। একটা কাজ শেষ না করে মরতেও ত পাচ্ছি না। মহীপাল যে রাজমুকুট গড়িয়েছিল, আমার কাছে তা গচ্ছিত আছে। এমন একটা মুকুট, একবার ছুঁয়েও দেখলে না! মরবেই ত; মরার আগে তার মাথায় আমি মুকুটখানা পরিয়ে দেব।

ঘোষক। মন্ত্রিমশায়!

বৌধায়ন। চোখে জল আসছে, না? আমারও আসছে। এত বড় অত্যাচারী যে, তার জন্যে কেন যে প্রাণটা এত কাঁদে, বুঝতে পাচ্ছি না ঘোষক।

ঘোষক। মন্ত্রিমশায়, আমার মনে হচ্ছে, মহারাজকে আমরা যা ভেবেছি, তিনি তা নন।

বৌধায়ন। কাউকে কিছু জানতে দিলে না। কি জানি কি ছিল তার মনে? যাক্, ভেবে আর কি করব? দেখি, যদি কারাগারে একবার তার সঙ্গে দেখা করতে পারি। কেমন দেখ্‌লে ঘোষক?

ঘোষক। এ দৃশ্য আর কখনও দেখি নি মন্ত্রিমশায়। সর্ব্বত্যাগী মহারাজ যুধিষ্ঠির যেন মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়িয়েছেন। দুঃখ

নেই, উত্তাপ নেই, মুখের হাসি একটুও মিলিয়ে যায় নি। ক্ষিপ্ত প্রজারা যখন পাথর ছুঁড়ে মারলে—

বৌধায়ন। চুপ কর আর শুনতে পারি না ঘোষক। হে মৃত্যু, তুমি কত দূরে?

[প্রস্থান।

ঘোষক। পালবংশের গৌরব নিশান, প্রাসাদ চূড়ায় এখনও আছ তুমি? শেষ অভিবাদন গ্রহণ কর।

নকুলের প্রবেশ।

নকুল। কে এখানে?

ঘোষক। আমি ঘোষক।

নকুল। তুমিই ত সেই মহাপুরুষ?

ঘোষক। কোন্ মহাপুরুষ?

নকুল। যার হাতে নিরীহ দেববিগ্রহ লাঞ্ছিত, প্রজাপুঞ্জ অপমানিত নিগৃহীত?

ঘোষক। হ্যাঁ, আমিই সেই।

নকুল। রণস্থল থেকে পালিয়ে এসে প্রাসাদে এসে লুকিয়েছ বুঝি?

ঘোষক। বুদ্ধির ঢেঁকি।

নকুল। কি বললি বাচাল?

ঘোষক। বলছি তোমার মাথা। রাজপ্রাসাদ এখন তোমাদের, সেখানে এসে কি করে একজন রাজকর্ম্মচারী লুকিয়ে থাকতে পারে, বল ত শুনি।

নকুল। স্তব্ধ হও কুকুর।

ঘোষক। কুকুর তোমরা। তাও ভাল কুকুর নও, ঘিয়ে ভাজা পথের লেড়ী কুত্তা।

নকুল। মাথাটা উড়িয়ে দেব।

ঘোষক। তা জানি। তবু আমি সামন্ত চক্রের পদলেহন করব না। আর আমার রাজাকে যারা বন্দী করেছে, তাদের ক্ষমাও আমি করব না।

নকুল। তাহলে তোমারও স্থান ওই কারাগারে।

ঘোষক। আমাকে কারাগারে আবদ্ধ করতে পারে, এমন বীর কৈবর্ত্তের ঘরে জন্মায় নি। আজ আমি চলে যাচ্ছি। শুনে রাখ্ নিকৃষ্ট চাষা, দুদিন তোরা সোনার পালঙ্কে বসে রাজভোগ খেয়ে নে। রামপাল এখনও মরে নি; তাকে নিয়ে আবার আমি বরেন্দ্রভূমিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব। এ যদি মিথ্যা হয়, চন্দ্রসূর্য্য মিথ্যা, ভগবান কবির কল্পনা।

[প্রস্থান।

নকুল। কে আছ এখানে ?

বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসুন্ধরা। এই, চ্যাঁচাস নি বলছি। আমার শূরপাল ঘুমিয়েছে; জেগে উঠলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন। বেরিয়ে যা, বলছি।

নকুল। কে ?

বসুন্ধরা। বলছি, মেয়েটাকে ডেকে দে, কোন হতভাগা কথা শুনছে না, খালি হৈ হল্লা কচ্ছে। চাবুক দেখেছিস্ ? পিঠের ছাল তুলে নেব।

নকুল। কে তুই?

বসুন্ধরা। কে আমি? ছোঁড়া বলে কি গো? রাজমাতাকে চেনে না?

নকুল। রাজমাতা তুমি? হঁ্যা হঁ্যা, তাই ত। ও দিদি, ও দিদি, শীগ্‌গির এস; তোমার চুলের মুঠি যারা ধরেছিল, তাদের রাজমাতার চুলের মুঠিটা আজ আমার হাতে। [কেশাকর্ষণের উদ্যোগ]

মহাভারতের প্রবেশ।

মহা। এই হারামজাদা, খবরদার, মানী লোকের গায়ে হাত দিলে বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব।

নকুল। এ কি! জ্যাঠা! তুমি মর নি?

মহা। তোদের চিতেয় তুলে দিয়ে তবে মরব। ইতর ব্যাটারা, অসভ্য ব্যাটারা রাজার হাতে শেকল পরালে? আর সে আমাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে পালং খাটে বসিয়ে পায়ে জুতো পরিয়ে দিয়েছে, মুখে রাজভোগ তুলে দিয়েছে, বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। ওরে,—এমন রাজা আমাদের, তাকে তোরা ফাটকে পূরে দিলি? এ যে আর হবে না রে শূয়ার।

বসুন্ধরা। হঁ্যা গা, কার কথা বলছ?

মহা। যাও মা যাও, যেথায় ইচ্ছা চলে যাও। যে শূয়ার তোমাকে অপমান করবে, সে আমার শত্তুর, আমি তার মাথা ভাঙ্গব, সে আমার ছেলেই হক আর পিলেই হক।

নকুল। ছেড়ে দিও না জ্যাঠা। তোমার বৌমার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

তরঙ্গিনীর প্রবেশ।

তরঙ্গিনী। প্রতিশোধ নাও নকুল, প্রতিশোধ নাও। শিশু বৃদ্ধ নারী পুরুষ কোন বিচার নেই। একি! বাবা! আপনি!

মহা। আর কি চেনবার জো আছে? রাজা আমাকে ভদ্র-লোক সাজিয়েছে।

তরঙ্গিনী। রাজা? এ কি হল নকুল!

নকুল। গলে যেও না দিদি। প্রতিশোধ নাও। তোমার সম্মুখে রাজমাতা দাঁড়িয়ে।

তরঙ্গিনী। এই রাজমাতা! এমন অলক্ষ্মী প্রতিমা!

মহা। দেখ্ মা দেখ্। একদিন ওর পায়ে হাজার হাজার মানী লোক মাথা খুঁড়ত, আর আজ নকলো চায় ওর চুলের মুঠি ধরতে! ভুলে যা মা, তোর নিজের অপমানের কথা ভুলে যা। তোর চোখ ফেটে জল আসছে না? তারা ব্রহ্মময়ি!

তরঙ্গিনী। বাবা!

মহা। আমার একটা কথা রাখবি মা?

তরঙ্গিনী। রাখব বাবা।

মহা। তবে ওর হাতখানা ধর, আমাদের ঘরে ওকে নিয়ে যা মনে কর, ওই তোর মা।

তরঙ্গিনী। চল মা।

বসুন্ধরা। মা বললি? কে তুই?

তরঙ্গিনী। আমি তোমার মেয়ে।

বসুন্ধরা। জ্যোতি! আমার জ্যোতি এলি? এই দেখ, আমি

যে তোকেই খুঁজে মচ্ছি। চল্ চল্ আগে তোকে সামনে রেখে আসি। তারপর তারপর।

[তরঙ্গিনী সহ প্রস্থান।

নকুল। দিদি!

মহা। যে সয়, সে রয়।

[প্রস্থান।

নকুল। মিথ্যা কথা। যে সয়, তারই ক্ষয়।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কারাগার।

হস্ত পদে শৃঙ্খলিত মহীপাল চারিদিকে চাহিতে চাহিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাথা বাঁধা, একটা চোখ হইতে রক্ত ঝরিতেছিল। পশ্চাতে জ্যোতি।

জ্যোতি। চেয়ে চেয়ে কি দেখছ দাদা?

মহীপাল। দেখছি, কি সুন্দর বঙ্গভূমি! এমন ঘননীল নির্মেঘ আকাশ, এমন শ্যামশস্যে ভরা অবারিত মাঠ, এমন স্নিগ্ধ মধুর সমীরণ আর কোথাও কি আছে? দেখ্ দেখ্ জ্যোতি, পূব দিগন্ত আলো করে আকাশে সূর্য্য উঠছে। এমনি করে সূর্য্য কি আর কোন দেশে ওঠে? আর ওই পাখীর প্রভাতী গান! আঃ —এমন করে আর ত কখনও গাও নি পাখি।

জ্যোতি। দাদা,—

মহীপাল। কাঁদছিস্ দিদি? না রে, কাঁদিস না, তোর হাসি মুখখানা আমায় দেখতে দে। ওরে পাগলি—ভাল করে চেয়ে দেখ, পৃথিবী আজ কি অপরূপ সাজে সেজেছে! দুচোখ ভরে দেখতে পাচ্ছি না; একটা চোখ পাথর ছুঁড়ে নষ্ট করে দিলে! যাক্! যাক্,—

জ্যোতি। নিকৃষ্ট বেইমান জনতা তোমার গায়ে জুতো ছুঁড়ে মারলে, তোমার চোখ নষ্ট করে দিলে, তবু তুমি একটা অভিশাপও দিলে না?

মহীপাল। ওরা যে বড় দুঃখী দিদি। একশো বছর মাৎস্য-ন্যায়ের অনুশাসনে ওরা বিবেক বুদ্ধি মান মর্য্যাদা সব হারিয়েছিল, পড়ে পড়ে মার খেয়েছে, তবু মাথা তোলে নি। আজ তারা রাজাকেও পাথর ছুঁড়ে মারতে শিখেছে। দেখে তোর আনন্দ হচ্ছে না? বাঙালী জেগেছে, আমার দেশবাসীরা জেগেছে।

জ্যোতি। দুঃখের এই নিঃসীম অন্ধকারে তোমার মুখে এ কি বিজয়োল্লাস! বুঝেছি,—এই জন্যেই তুমি প্রজাদের এত আঘাত করেছ? এই জন্যেই সেনাপতি দিব্যকে তুমি অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছ? বিগ্রহকর এই জন্যেই তুমি বসিয়েছিলে? ওঃ—হারিয়ে ফেলেছি, সময় হারিয়ে ফেলেছি। আজ আর কোন উপায় হাতে নেই।

মহীপাল। জ্যোতি,—

জ্যোতি। কেউ বুঝল না। ঘুমের মানুষ জাগল, অচলায়তন নড়ে উঠল, বোবার মুখে বোল ফুটল! হায়, কেউ জানলে না কে গাইল জাগরণীর গান? তুমি কি দাদা, তুমি কি?

মহীপাল। আজ আমি শুধু ভাই। প্রজাদের রাজা নই, মায়ের ছেলে নই, ভৃত্যের প্রভু নই, শুধু ভগ্নীর ভাই। জানিস দিদি, সামন্তচক্র আজ বিচারে বসেছে।

জ্যোতি। তোমার বিচার! কে বললে?

মহীপাল। ওই চেয়ে দেখ্, মন্ত্রণাসভার দ্বারদেশে কত সশস্ত্র প্রহরী। এতক্ষণে বিচার বোধহয় হয়ে গেছে। দণ্ডাদেশ নিয়ে এল বলে।

জ্যোতি। কি দণ্ড দেবে?

মহীপাল। কি দণ্ড দেবে আর? হয়ত আমাকে নির্ব্বাসিত করবে।

...দের ক্লেক। আমি আর তুমি বাঙ্গলা দেশ ছেড়ে অনেক চলে যাব।

মহীপাল। জ্যোতি, আমার হাত বাঁধা। আমার গায়ে বাংলা ...শের এই তীর্থের মাটি বুলিয়ে দিবি ভাই?

জ্যোতি। তুমি কি বলছ দাদা? এই দুর্গন্ধ আবর্জ্জনা তোমার ...ায়ে আমি মাখিয়ে দেব? উচ্ছন্ন যাক্ বাংলার মাটি। আমরা ...ংলার কেউ নই।

মহীপাল। দে দিদি,—দেরী করিস না,—না দিলে এর পর কেঁদে দে মরে যাবি।

...। তাই দিচ্ছি দাদা। [মহীপালের গায়ে ধূলি বুলাইয়া ...

...াল। আঃ—ধূলো এ নয় জ্যোতি, এ সুগন্ধি স্বর্ণরেণু।

পেটিকা হস্তে বৌধায়নের প্রবেশ।

বৌধায়ন। মহীপাল!

মহীপাল। এত দেরী হল কেন? আমি যে দুদিন ধরে আপ- আগমন প্রতীক্ষা কচ্ছি। কি করে এলেন? কেউ বাধা নি?

বৌধায়ন। প্রহরীরা বাধা দিয়েছিল; দিব্য আমায় এগিয়ে

...াল। ও আমি জানি। ছোটলোক কৈবর্ত্ত হলেও লোকটা নয়।

জ্যোতি। কেন তুমি তার জাত তুলে গাল দিচ্ছ দাদা? ওরা ... পেলে তোমাকে হত্যা করবে।

বোধায়ন। জান মহীপাল, সামন্ত চক্র দিব্যকেই ত্যা[illegible] চিল, নির্ব্বাচন করেছে।

মহীপাল। আপনি যাবার সময় দিব্যকে একবার আমার ব[illegible] পাঠিয়ে দিতে পারবেন? একবার, শুধু একবার। এ আমার আ[illegible] নয়, ভিক্ষা।

বোধায়ন। তাই হবে মহীপাল।

জ্যোতি। কেন আপনি নিজের জীবন বিপন্ন করে এখানে এলে[illegible] মন্ত্রিবর?

বোধায়ন। কেন এলাম জান মা? মহীপাল রাজা হল, [illegible] অর্থ ব্যয় করে নূতন রাজমুকুট তৈরী করালে। কত স[illegible] আমার,—রাজার রাজ্যাভিষেক হবে, আমি নিজের হাতে ওর[illegible] মুকুট পরিয়ে দেব। হল না; মুকুট আমার কাছে গচ্ছিতই[illegible] গেল, রাজার মাথায় তুলে দিতে আর পারলুম না। আজ চলে যাচ্ছি। যাবার আগে এ মুকুট যার, তার মাথায় আমি [illegible] দিয়ে যাব।

মহীপাল। যার মুকুট, তার মাথায় পরিয়ে দেবেন? বেশ, খুলুন, দেখুন কার ও মুকুট।

[বোধায়ন মুকুট বাহির করিলেন, সুদৃশ্য মুকুট ঝলমল্ করিয়া উঠিল, জ্যোতি বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, বোধায়ন অবাক বিস্ময়ে দেখিলেন, মুকুটের গায়ে কি লেখা আছে।]

দিব্য আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল।

মহীপাল। মুকুটের গায়ে কি লেখা আছে জ্যোতি?

সকলে। জনতার মুকুট!

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় সামন্তচক্রের জয়, জয় জনতার জয়,
জয় জনতার নেতা দিব্যের জয়।]

বৌধায়ন। মহীপাল!

জ্যোতি। দাদা!

দিব্য। মহারাজ!

মহীপাল। এ জনতার মুকুট। জনতার রাজা আমি নই। এ মুকুট আমি নিজের জন্য নির্ম্মাণ করাই নি মন্ত্রিবর, করিয়েছিলাম তারই জন্য যে হবে এ দেশের জাগ্রত জনশক্তির নায়ক। আমার হাত থেকে তুমি মুকুট তুলে নাও দিব্য।

দিব্য। মহারাজ, দোহাই মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন। এই আমি আপনার শৃঙ্খল খুলে দিচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে দরবার কক্ষে। আমি নিজের হাতে এ মুকুট আপনার মাথায় পরিয়ে দেব আর চিরদিন আপনার ক্রীতদাস হয়ে থাকব।

মহীপাল। অভিমান করো না, দুঃখ করো না। জনতার রায় অমান্য করবার শক্তি কারও নেই। এই জাগ্রত দেবতার নির্দ্দেশ মাথায় করে নাও দিব্য। জীর্ণ পুরাতন আজ বিদায় নিচ্ছে, তার সিংহাসনে আজ নূতনের অভ্যুত্থান হক। এস নবীন,—এস নবযুগের অগ্রদূত, গ্রহণ কর এই জনতার মুকুট। শুধু দান নয়, দক্ষিণাও আমি দেব বন্ধু।

বৌধায়ন। এ দৃশ্য কাকে আমি দেখাব মহীপাল? তোমার তুলনা শুধু তুমি।

[প্রস্থান।

মহীপাল। জ্যোতি, তুমি বলেছিলে, আমাকে যে হারাতে পারবে,

কে তুমি বরমাল্য দেবে। আজ আমি যার কাছে পরাজিত, তাকে পতিত্বে বরণ করে আমায় নিশ্চিন্ত কর বোন্।

জ্যোতি। দাদা!

দিব্য। মহারাজ!

মহীপাল। তোমরা সুখী হও। [দিব্যের হাতে জ্যোতির হাত তুলিয়া দিলেন]

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। শোন স্বৈরাচারি রাজা মহীপাল, অনন্ত সামন্তচক্রের আদেশ আজ এই মুহূর্ত্তে তোমার প্রাণদণ্ড। আর আমি এসেছি সেই দণ্ড দিতে। [দণ্ডাদেশ তুলিয়া ধরিল]

দিব্য। যা যা ভীম, তুই একটু অন্তরালে যা। আমি রাজ্য চাই না, কিছু চাই না। মহারাজকে নিয়ে আমি রাজ্য ছেড়ে চলে যাব, তারপর তোদের যাকে ইচ্ছা সিংহাসনে বসিয়ে রাজত্ব করিস। ওরে ভীম,—

ভীম। শুনব না তোমার কথা। এ সামন্তচক্রে, [illegible] করে না তোমার? এই জল্লাদ তোমার পিতাকে হত্যা করেছে, আমিও ওকে ঠিক তেমনি করে হত্যা করব। [বুকে বর্শা বিদ্ধ করিল; জ্যোতি ও দিব্য মহীপালকে ধারণ করিল]

মহাভারতের প্রবেশ।

মহা। কি করলি ভীম? ওরে, তুই এ করলি কি? হায় তোদের মত মানুষ হাজারে হাজারে জন্মাবে, কিন্তু এ মানুষ যে হবে না।

দিব্য। বাবা! তুমি বেঁচে আছ?

ভীম। রাজা তোমাকে খুঁচিয়ে মারে নি?

মহা। রাজা মারে নি, মারলি তোরা। তারা বৃক্ষময়ি, বাঁচতে দিলি নে মা? এমন মানুষটাকে বাঁচতে দিলি নে? [কপালে করাঘাত]

জ্যোতি। দাদা!

মহীপাল। দুঃখ করো না কেউ। সুখে থাক বরেন্দ্রভূমি, সুখে থাক্ বাঙ্গালী জাতি। হে অগ্নি, নির্ব্বাপিত হও; হে গণদেবতা, তোমার জয় হক। [যুক্তকরে নমস্কার]

———